গোল্ড স্মাগলিং

বিক্রমাদিত্য

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলিকাতা ৭০০০৭৩

Gold Smuggling
By Vikramaditya
Dey's Publishing
13 Binkim Chatterjee Street
Calcutta 700073

প্রকাশক :
শ্রীসুধাংশুশেখর দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ :
গৌতম রায়

মুদ্রাকর :
শ্রীহরিপদ পাত্র
সত্যনারায়ণ প্রেস
১ রমাপ্রসাদ রায় লেন
কলিকাতা ৭০০০০৬

দাম : ১৬ টাকা

* এই লেখকের অন্যান্য বই *

স্পাইগেম
ডবল এজেন্ট
দেশে দেশে
খুনী দরওয়াজা
নতুন যুগের স্পাই
অপারেশন সার্চলাইট
কমরেড স্পাই
আরব বেদুইন
পপি
প্রথম প্রণয়
যুদ্ধের ইউরোপ
এসপিওনেজ সার্ভিস
অনোখীলাল পখোটিয়ার আত্মচরিত
কনফিডেনশিয়াল ডায়েরী
রিভল্যুশন
ফতেনগরের লড়াই
কলগার্ল স্পাই
ইনফরমার
ভিলেন
মার্ডার
ফিফথ কলাম
স্মাগলার
ডেডবডি
ব্ল্যাক মেলিং
গ্রেট গ্যাম্বলার
স্পাই

ভূমিকা

এ কাহিনী অলৌকিক কাল্পনিক ঘটনা নয়। সোনার দর অগ্নিমূল্য হবার কয়েক বছর আগের এক সত্যিকারের ঘটনাকে ভিত্তি করে এই কাহিনী লেখা হয়েছে।

কারণবশতঃ এই কাহিনীর প্রধান চরিত্রগুলোর নাম এবং পরিচয় গোপন রাখা হলো।

এ কাহিনীর সারাংশের জন্যে কাহিনীর নায়ক এবং পুষিক্যাটের কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

আলকাহেরা

বিক্রমাদিত্য

বাপ যদি বড়লোক হয় আর ছেলে যদি বখাটে হয় এবং সেই কাহিনী যদি আপনারা শুনতে চান তাহলে আমাকে গৌতম জাভেরীর গল্প বলতে হবে।

জানতে চান এই গোতম জাভেরী কে?

আমার নাম হলো গৌতম জাভেরী। আপনাদের কাছে মোটামুটি আমার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিচ্ছি। আমার পাশপোর্টের প্রথম পাতা খুললে দেখতে পাবেন গৌতম জাভেরীর নাম বড়ো করে লেখা আছে। গৌতম জাভেরীর বাপের নাম: বিজয়চাঁদ জাভেরী। আর আমি হলুম ব্রিটিশ নাগরিক।

আর পাশপোর্টের নীচে লেখা আছে যে এই পাশপোর্ট কেনিয়ার রাজধানী নায়রোবির ব্রিটিশ এম্বাসী ইস্যু করেছে।

আমি জানি যে আমার পাশপোর্টের সংক্ষিপ্ত পরিচয় আপনাদের মনের কৌতূহলকে পরিতৃপ্ত করবে না। বরং আপনাদের জানবার আকাঙ্ক্ষাকে আরো তীব্র করবে। আপনার মনে হাজার প্রশ্নের তুফান উঠবে। আপনি প্রশ্ন করবেন যে আমি ভারতবাসী অথচ ব্রিটিশ নাগরিক হলুম কী করে? কী ব্যাপার?

আমার জীবনের পুরো কাহিনী আপনাদের বলছি। হয়তো আমার জীবনের পুরো ঘটনা শুনলে আপনাদের মনের কৌতূহলের খানিকটা দূর হবে। আপনি জানতে পারবেন আমি কে! কী আমার পেশা!

আমি ভারতবাসী অথচ আমি হলুম হার ম্যাজেস্টি কুইন এলিজাবেথের প্রজা। কারণ আমার বাপ ঠাকুর্দা আজ পঞ্চাশ বছর যাবৎ নায়রোবি শহরে বসবাস করছেন।

আমার বাপ ঠাকুর্দা হলেন নায়রোবির একজন সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী। কেনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে আমাদের অনেকগুলো চায়ের বাগান, সিনেমা, কটন মিল, সুগার মিল এবং বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা ছিলো। আজ এখানে সমস্ত ব্যবসার হিসেব নিকেশ দেয়া সম্ভব নয়।

১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হলো। আমরা তখন ছিলুম নায়রোবির

নাগরিক। আমাদের কাছে ছিলো ব্রিটিশ পাশপোর্ট। কেনিয়ার শাসন কর্তারা আমাদের প্রশ্ন করলেন: আমরা কোন দেশের নাগরিকতা নিতে চাই? আমরা কী ভারতবর্ষের পাশপোর্ট নেবো না ইংরেজের প্রজা হবো?

আমাদের কাছে এই সমস্যা খুবই জটিল ছিলো বটে, কিন্তু আমার বাবা এই সব ব্যাপারে খুবই শেয়ানা ছিলেন। তিনি এই সমস্যার সমাধান খুবই সহজে করে ছিলেন। আমাদের পরিবারকে দুইভাগে ভাগ করা হলো। এক ভাগে রইলুম আমরা দুই ভাই এবং বাবা। আমরা হলুম বিটিশ নাগরিক। আমার মা বোন এবং আর এক ভাই হলেন ভারতীয় নাগরিক।

এরপর আমাদের নায়রোবি শহরে থাকতে কিংবা ব্যবসা করতে কোনো অসুবিধে হলো না। কারণ বাবা হলেন ব্রিটিশ নাগরিক। অতএব কেনিয়ার কর্তারা বাবার ব্যবসা-সম্পত্তি নিয়ে আর কোনো প্রশ্ন করলেন না।

কিন্তু কেনিয়া যখন স্বাধীন হলো তখন আমাদের কাছে আর একটি সমস্যা দেখা দিলো। স্বাধীন কেনিয়ার কর্তারা জানতে চাইলেন আমরা কোন দেশের নাগরিক?

কেনিয়ার শাসন কর্তারা যখন জানতে পারলেন যে আমরা হলুম ইংরেজের প্রজা তখন আমাদের বলা হলো যে, নতুন কেনিয়াতে আমাদের—মানে ইংরেজের প্রজাদের কোনো স্থান হবে না। অর্থাৎ আমরা বুঝতে পারলুম যে শিগ্‌গিরই আমাদের এই দেশ থেকে ব্যবসায়ের পাততাড়ি গোটাতে হবে।

কারণ কেনিয়ার সরকার ব্রিটিশ নাগরিক চান না। এর পর আমরা কেনিয়াতে রয়ে গেলুম বটে কিন্তু আমাদের ব্যবসায়ে ভাঁটা পড়লো।

আর এই সময়টা আমার জীবনের পক্ষে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলো।

আজ আমি আপনাদের কাছে সেই দিনগুলোর কথা বলবো। এই কাহিনীর সময়কাল হলো ১৯৪৭, স্থান নায়রোবি।

বাকী কাহিনীর সময় হলো ১৯৪৬। নায়রোবি, লণ্ডন, ব্রাসেল্‌স, হংকং, সিঙ্গাপুর এবং কোরিয়ার রাজধানী সিওলে এই ঘটনা ঘটে।

বাপের কনিষ্ঠ সন্তান ছিলুম বলেই অতি অল্প বয়েসে আমার মাথা বিগড়ে গিয়েছিলো।

বাল্যকাল থেকেই আমি জানতুম যে বড়ো হয়ে আমি বাবার ব্যবসা দেখবো। পয়সা রোজগারের কোনো চিন্তা-ভাবনা আমাকে করতে হবে না। তাই লেখাপড়া আমি বেশী করলুম না। আমার একটা ছোট মার্সিডিজ স্পোর্টস মডেলের গাড়ী ছিলো। আমি এই গাড়ী হাঁকিয়ে রোজ স্কুলে যেতুম।

অনেক কষ্ট করে স্কুলের দরজা পার হলুম বটে কিন্তু কলেজে এসে আমার পড়াশুনায় ইস্তাফা দিতে হলো। তার কারণ পড়াশুনায় আমার একেবারে মন বসতো না। এ ছাড়া আমার বিস্তর দুশ্চরিত্র বন্ধু জুটে গিয়েছিলো। বদ সঙ্গী জুটবে না কেন; কারণ আমি বাপের অগাধ পয়সা চোখ বুজে খরচ করতুম। বন্ধুদের সঙ্গে আর একটি নতুন উপসর্গ জুটে গেলো। আর এই নতুন উপসর্গ হলো: সুন্দরী বান্ধবী।

বন্ধুদের সঙ্গে একজোট হয়ে আমি মেয়েদের পেছনে ঘুরে বেড়াতুম। পরীক্ষা এবং কলেজের নাম শুনলে আমার গায়ে জ্বর আসতো।

আমরা ক্লাস ফাঁকি দিতুম। কফি হাউসে বসে গল্পগুজব করতুম এবং মেয়েদের দেখলে শিষ দিতুম। কিছুদিনের মধ্যে কলেজের কয়েকটি মেয়েকে আমাদের দলে জোটালুম। এইসব মেয়েদের নিয়ে আমরা গাড়ী করে শহরে ঘুরে বেড়াতুম।

বাজারে আমার বেশ দুর্নাম হলো। শহরের সবাই বলতে লাগলো গৌতম জাভেরী বখাটে ছেলে হয়ে গেছে।

দু-তিনবার জোরে গাড়ি চালিয়ে পুলিশের থানায় গেলুম। পরে মোটা জরিমানা দিয়ে পুলিশের কয়েদখানা থেকে রেহাই পেয়েছিলুম।

মেয়েদের ব্যাপার নিয়ে কলেজের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমাদের বেশ ঝগড়া হয়ে গেলো। কয়েকটি মেয়ের বাবা আমাদের নামে প্রিন্সিপালের কাছে নালিশ করলেন। ওঁদের বক্তব্য ছিলো আমরা ওঁদের মেয়েদের চরিত্র নষ্ট করছি। এরপর কলেজের কর্তৃপক্ষ বলতে শুরু করলেন যে গৌতম জাভেরী এবং তার বন্ধুবান্ধবরা কলেজের আইন কানুন ভাঙছে।

একদিন প্রিন্সিপালের ঘরে আমাদের ডাক পড়লো। তিনি বিশেষ কারণে তাঁর ঘরে তলব করেছিলেন।

জুডি বলে একটি মেয়ে আমার সঙ্গে কলেজে পড়তো। জুডি ছিলো মুলাটো, অর্থাৎ আধা য়ুরোপীয়ান, আধা আফ্রিকান। কলেজে জুডির সুন্দরী বলে খ্যাতি ছিলো। জুডির সঙ্গে কথা বলবার জন্যে সবাই ব্যাকুল হয়েছিলো। কলেজের সবাই জানতো গৌতম জাভেরীর জুডির প্রতি বিশেষ ঝোঁক আছে।

জুডির বাবা ছিলেন চা বাগানের ম্যানেজার। তাঁর পয়সা-কড়ির অভাব ছিলো না। আমরা প্রথমে জুডিকে আমাদের দলে টানবার চেষ্টা করেছিলুম। কিন্তু জুডিকে আমাদের দলে ভেড়াতে পারিনি। পরে জেনেছিলুম জুডির একজন বয়ফ্রেণ্ড ছিলো। তাই জুডি আমাদের এড়িয়ে চলতো।

এরপর জুডিকে পাবার জন্য আমার রোখ চাপলো। আগে ভাবতুম পয়সা

খরচ করলে জীবনে সব কিছু পাওয়া যায়। হয়তো জুডিকেও পাবো। কিন্তু জুডি আমাকে কোনো আমল দিলো না।

সাধারণতঃ কোনো জিনিস পাবার রোখ যখন আমার চাপে তখন আমি বেপরোয়া হয়ে উঠি। আজ জুডিকে পাবার আকাঙ্ক্ষাও আমার তীব্র হলো।

একদিন ক্লাসের পেছনের বেঞ্চিতে বসে আমি জুডির একটি নগ্ন ছবি আঁকলুম। এখানে উল্লেখ করা দরকার মনে করি যে, আমার ছবি আঁকবার দক্ষতা ছিলো। আমার আঁকা জুডির এই নগ্ন ছবি ছাত্রমহলে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করলো।

কিছুদিন পরে এই ছবির কথা মেয়ে মহলে ছড়িয়ে পড়লো।

আমি মেয়েদের মনকে উত্তেজিত করবার জন্যে আমার আঁকা ছবিটি বান্ধবীদের মারফৎ মেয়ে মহলে পাঠিয়ে দিলুম।

কলেজের কর্তৃপক্ষও এই ছবির কথা শুনতে পেলেন। কী করে এই কথা তাঁদের কানে পৌঁছেছিলো আমি জানিনে। পরে বান্ধবীদের কাছে শুনেছিলুম, জুডি নিজেই প্রিন্সিপালের কাছে আমার নামে নালিশ করেছিলো।

প্রিন্সিপাল আমাকে ডেকে পাঠালেন। তারপর জুডির ছবিটি দেখিয়ে বললেন, গৌতম, এই ছবি তুমি এঁকেছো ?

আমি প্রিন্সিপালের মেজাজী কণ্ঠস্বর শুনে ভয় পেলুম। বললুম, এ ছবি আমার আঁকা নয়। প্রিন্সিপাল এবার কড়া দৃষ্টিতে তাকালেন। আমার কণ্ঠস্বর শুনে তাঁর বুঝতে অসুবিধে হলো না যে আমি মিথ্যে কথা বলছি।

প্রিন্সিপাল আমাকে ধমক দিয়ে বললেন, গৌতম, তুমি মিথ্যে কথা বলছো। এ ছবি তোমার আঁকা। যদি কথা গোপন করবার চেষ্টা করো তাহলে তোমার বিপদ বাড়বে। না, অস্বীকার করবার চেষ্টা কোরো না। আমি জানি এই ছবি তোমার আঁকা। এই দ্যাখো এ ছবির নীচে তোমার নাম লেখা আছে।

নিজের মারাত্মক ভুল বুঝতে পারলুম। মেয়েদের কাছে বাহবা পাবার জন্যে ছবির নীচে নিজের নাম সই করে রেখেছিলুম।

আর ছবির নীচে যে নিজের নাম লিখে রেখেছিলুম এ কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলুম। এরপর কী করে অস্বীকার করি যে এই ছবি আমার আঁকা নয় !

তবু নিজেকে বাঁচাবার জন্যে একবার মরীয়া হয়ে বললুম, এ ছবি জুডির নয়।

প্রিন্সিপাল আমার কথা বিশ্বাস করলেন না। ধমক দিয়ে বললেন, মিথ্যে

কথা বলবার চেষ্টা কোরো না। এই ছবির পেছনে জুডির নাম লেখা আছে।

: আমাকে বিপদে ফেলবার জন্যে নিশ্চয় কেউ এই নাম লিখেছে—আমি আর একবার সাফাই গাইবার চেষ্টা করলুম।

: এই হাতের লেখা তোমার গৌতম। যাক্, তর্ক করে আমি বৃথা সময় নষ্ট করবো না। আমি জানি এ ছবি তোমার আঁকা। আর এ হলো জুডির ছবি। অবশ্যি আমি তোমাকে কোনো শাস্তি দিলুম না। হয়তো তোমাকে কলেজ থেকে বের করে দিতে পারতুম। কিন্তু এবার শুধু তোমাকে সতর্ক করে দিলুম। কারণ তোমার বাবা বিজয়চাঁদ জাভেরী হলেন আমার বিশিষ্ট বন্ধু।

আমি বেশ ক্ষুব্ধ হয়েই প্রিন্সিপালের ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম। এরপর জুডির উপর আমার রাগ বাড়লো।

প্রিন্সিপালের ঘরের বাইরে আমার ছাত্র বন্ধুরা জড়ো হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। তারা প্রিন্সিপালের সঙ্গে যে আলাপ হয়েছিলো তার সারাংশ জানবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়েছিলো। তাদের কাছে প্রিন্সিপালের সঙ্গে আমার যে কথাবার্তা হয়েছিলো তার একটা মোটামুটি বিবরণী দিলুম। তাদের বললুম, আমার মনে হয় জুডি এবং তার বয় ফ্রেণ্ড আমার বিরুদ্ধে এক বিরাট ষড়যন্ত্র করছে।

এরপর থেকে জুডিকে পাবার আকাঙ্ক্ষা আমার আরো প্রবল হলো।

আমি আবার নিয়মিতভাবে জুডির পেছু নিতে শুরু করলুম। কিন্তু কখনই জুডিকে একা কিংবা নির্জনে পেতুম না। আর এদিকে যতই দিন কাটতে লাগলো ততোই জুডিকে পাবার আকাঙ্ক্ষা তীব্র থেকে তীব্রতর হলো।

হঠাৎ একদিন জুডিকে রাস্তায় একা হাঁটতে দেখলুম। আমি খুব জোরে গাড়ী হাঁকিয়ে কলেজে আসছিলুম। রাস্তা ছিলো নির্জন ফাঁকা।

আমি দেখতে পেলুম রাস্তা দিয়ে জুডি একা হেঁটে যাচ্ছে। কোথায় যাচ্ছে জুডি? কলেজে? আমার জানবার তীব্র ইচ্ছে হলো। জুডির বান্ধবীরা কোথায়? আজকাল জুডি তো রাস্তা দিয়ে একা হেঁটে যায় না!

আমি আর বেশি চিন্তাভাবনা করলুম না। ভাবলুম অনেকদিন বাদে জুডিকে একা পাওয়া গেছে। এর সুযোগ আমাকে নিতে হবে। আমি জুডিকে গিয়ে পাকড়াও করবো। জিজ্ঞেস করবো কেন প্রিন্সিপালের কাছে আমার নামে নালিশ করেছে!

আমি বেশ ঝটকা মেরে গাড়ীটি জুডির সামনে এনে দাঁড় করালুম এবং জুডির পথ আগলে ধরলুম।

আমার গাড়ী তার পথ রুখে দাঁড়াতে দেখে সে থমকে দাঁড়ালো।

কী ব্যাপার? গৌতম জাভেরী তার কাছে কী চায়? আমাকে জুডি রাস্তায় একা দেখতে পাবে একেবারেই কল্পনা করেনি।

জুডির মুখে ভয়ের চিহ্ন ফুটে উঠলো। মনে হলো যেন সাপ দেখেছে।

জুডির আতঙ্ক দেখে আমার বেশ হাসি পেলো।

কিন্তু আমি বাইরে কোনো চাঞ্চল্য প্রকাশ না করে সহজ গলায় ডাকলুম, জুডি।

জুডি আমার ডাকে কোনো সাড়া দিলো না। রাস্তা দিয়ে হাঁটবার চেষ্টা করলো। কিন্তু জুডি হাঁটবে কী করে? আমি যে ওর পথ আগলে রেখেছিলুম।

জুডি আমার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য আমাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলো।

: জুডি, তুমি আমার নামে প্রিন্সিপালের কাছে নালিশ করেছিলে? আমার এই কণ্ঠস্বরে বেশ খানিকটা হুকুমী মেজাজ ছিলো।

জুডি আমার কথার কোনো জবাব দিলো না। শুধু বললো, গৌতম আমাকে যেতে দাও। পথ ছাড়ো।

: না, আগে আমার প্রশ্নের জবাব দাও। আমার কথার জবাব না দিলে আমি তোমাকে যেতে দেবো না। আমার গলার স্বর ক্রমেই তীব্র ও কর্কশ হতে লাগলো।

: তাহলে তোমার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে আমাকে চীৎকার করে রাস্তার লোকজন ডাকতে হবে—জুডি মরীয়া হয়ে বললো।

আমি মৃদু হাসলুম। শয়তানের হাসি। বললুম, তুমি চীৎকার করে যতখুশি লোকজন ডাকতে পারো। আমি আমার প্রশ্নের জবাব চাই। এই প্রশ্নের জবাব না পেলে আমি তোমাকে যেতে দেবো না।

এই কথা বলবার সময় আমি কখনই কল্পনা করিনি যে জুডি সত্যি সত্যি চীৎকার করে রাস্তায় লোককন ডাকবে।

জুডি আর একবার আমাকে এড়াবার চেষ্টা করলো। কিন্তু তখন আমার জুডিকে পাবার রোখ চেপে গিয়েছিলো। আমি ছিলুম নাছোড়বান্দা। ঠিক করেছিলুম যে জুডিকে কখনই যেতে দেবো না। এবার শুধু জুডির পথ আগলে ধরলুম না। জুডির হাতটি জোর করে চেপে ধরলুম।

তারপর কয়েকটি ঘটনা বেশ দ্রুতলয়ে ঘটে গেলো। এইসব ঘটনা এতো তাড়াহুড়োয় ঘটে গেলো যে আমি ভাববার সময় পেলুম না যে জুডি এক বিতিকিচ্ছিরি কাণ্ড করে বসবে।

জুডি চীৎকার করে উঠলো।

আমি জুডির চীৎকার শুনে তার মুখ চেপে ধরবার চেষ্টা করলুম। হয়তো তার মুখ চেপে ধরবার সময় আমি জুডিকে জড়িয়ে ধরেছিলুম।

জুডি আমার হাত থেকে ছাড়া পাবার চেষ্টা করলো।

ইতিমধ্যে জুডির চীৎকার শুনে রাস্তার লোক এসে হাজির হলো।

কী ব্যাপার ?

লোকগুলো আমাদের দুজনকে ঘিরে ধরলো। এর পরবর্তী কাহিনী হয়তো আর ফেনিয়ে বলতে হবে না।

যে সব লোকগুলো আমাদের ঘিরে ধরেছিলো এবার তারা জুডিকে আমার হাত থেকে উদ্ধার করবার চেষ্টা করলো।

পুলিশ ঘটনাস্থলে এলো। এরপর আমাকে থানায় যেতে হলো।

থানায় পুলিশের কর্তা আমাকে নানা ধরনের প্রশ্ন করতে লাগলেন। অপ্রিয় প্রশ্ন। আমি কেন জুডিকে জড়িয়ে চেপে ধবেছিলুম ইত্যাদি। এইসব প্রশ্ন শুনে আমার মেজাজ বিগড়ে গেলো। তাই আমি পুলিশের প্রশ্নের জবাব বেশ কড়া মেজাজে দিতে লাগলুম।

পুলিশ আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করলো যে আমি রাস্তায় জুডিকে অপদস্থ ও অপমান করবার চেষ্টা করেছিলুম। গুরুতর অভিযোগ। সাজা জেল। রাস্তার বহুলোক আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবার জন্যে এগিয়ে এলো। আর একটি কারণে আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী যোগাড় করতে অসুবিধে হলো না। আমার বাবা বিজয়চাঁদ জাভেরী নায়রোবি শহরে একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন। তাঁরই কনিষ্ঠ পুত্র গৌতম জাভেরীকে বেইজ্জত এবং অপদস্থ করবার জন্যে লোকজনের অভাব হলো না।

বহু টাকা খেসারত দিয়ে সেই যাত্রায় আমাব বাবা আমাকে পুলিশের হাত থেকে উদ্ধার করলেন।

জুডির এই ঘটনার পর আমার বাবা শুধু দুঃখিত নয়, রেগে আগুন হলেন।

বাবার রাগবার আর একটি কারণ হলো যে কলেজের প্রিন্সিপাল কলেজ থেকে আমাকে বের করে দিয়েছিলেন। প্রিন্সিপালের অভিযোগ হলো যে গৌতম জাভেরীকে কলেজে পড়তে দিলে কলেজের ছেলেমেয়েরা বখে যাবে এবং কলেজের আইন-শৃঙ্খলা নষ্ট হবে।

এরপর আমাকে নিয়ে কী করা যায় এই হলো বাবার প্রধান সমস্যা। আমি কি পড়াশুনা করবো না বাবার সঙ্গে ব্যবসার কাজ শুরু করবো ? ব্যবসার

গদীতে বসে টাকা আনা পাইয়ের হিসেব করবার কোনো ইচ্ছেই আমার ছিলো না। আমার সংকল্প ছিলো আয়েশে সুখের জীবনযাপন করবো। বাবাও বুঝতে পারলেন যে আমাকে দিয়ে তাঁর ব্যবসার কাজকর্ম হবে না। তাঁর আর একটি গোপন ইচ্ছে এবং বাসনা ছিলো যে আমি কলেজের পড়াশুনা শেষ করি! আর জুডির এই ঘটনার পর নায়রোবিতে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব ছিলো না। বাবা ঠিক করলেন যে আমি লণ্ডনে গিয়ে পড়াশুনা করবো। কারণ নায়রোবিতে আমার মতো বখাটে ছেলেকে থাকতে দিলে এই শহরে তাঁর মান ইজ্জত খোয়া যাবে। বাবার বক্তব্য হলো আমি হলুম পরিবারের কলঙ্কের চিহ্ন।

ঠিক হলো আমি লণ্ডনে গিয়ে পড়াশুনা করবো এবং লণ্ডনে বাবার বন্ধু-বান্ধবেরা আমার দেখাশোনা করবেন। মুখে আমি বাবাকে আশ্বাস দিলুম বটে যে আমি তাঁর নির্দেশানুযায়ী কাজ করবো কিন্তু তার ইচ্ছানুযায়ী কাজ করবার কোনো ইচ্ছেই আমার ছিলো না। কারণ আমি মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলুম যে লণ্ডনে গিয়ে বাবার বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখবো না।

লণ্ডনে এসে আমার অনেক বন্ধুবান্ধব জুটে গেলো। বান্ধবীও অনেক মিলে গেলো। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতের।

কেনসিংটন এলাকায় আমি একটি ছোট ফ্ল্যাট ভাড়া করেছিলুম। এই ফ্ল্যাট বাড়ীতে আমি বন্ধু-বান্ধবীদের নিয়ে আসর গুলজার করে বসতুম। পড়াশুনা কখনই করতুম না। লণ্ডনের একটা কলেজে নিজের নাম লিখিয়েছিলুম কিন্তু কোনোদিনই ক্লাসে যাইনি। বাবাকে জানতে দিলুম না তাঁর কুষ্মাণ্ড পুত্র কী করছে! আমার পড়াশুনা এবং থাকবার জন্যে বাবা প্রতি মাসে দু'শো পাউণ্ড পাঠাতেন কিন্তু আমার আয়েষী জীবনযাপন এবং বান্ধবীদের নিয়ে দিন কাটাতে গিয়ে দেখলুম যে বাবার প্রেরিত এই মাসোহারা একেবারে নস্যি। কয়েকদিনের মধ্যে বুঝতে পারলুম যে লণ্ডনে যদি জীবন কাটাতে হয় তাহলে আমাকে আরো অর্থ রোজগার করতে হবে। কী করে এই টাকা রোজগার করবো এই হলো আমার প্রধান সমস্যা ও চিন্তা।

আমার অধিকাংশ বন্ধুই ছিলো বিদেশী। এদের মধ্যে কিছু ছিলো য়ুরোপীয়ান এবং কিছু ছিলো ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ। ভারতীয় বন্ধুদের মধ্যে প্রকাশের নাম উল্লেখ করতে পারি।

বাজারে প্রকাশের নাম ছিলো স্বামীজী, কবে কোন বছরে প্রকাশ লণ্ডনে

পড়াশুনা করতে এসেছিলো তার দিন তারিখ প্রকাশের স্মরণ নেই। তবে লণ্ডনে কিছুদিন থাকবার পর প্রকাশ বুঝতে পারলো যে পড়াশুনা করা তার পক্ষে সম্ভব হবে না। অতএব প্রকাশ রোজগারের আর একটি ভিন্ন পথ বেছে নিলো। প্রকাশ গেরুয়া বসন পরতে লাগলো এবং তার বিদেশী শিষ্য এবং শিষ্যাদের জন্যে একটি আশ্রম খুললো। এই আশ্রমে প্রকাশ বিদেশীদের যোগব্যায়াম শেখাতো। সময় এবং সুযোগমতো প্রকাশ বিদেশীদের হাত দেখতো। কয়েকদিনের মধ্যে প্রকাশের বিস্তর ভক্ত জুটে গেলো। ভক্তদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলো বড়লোক শিষ্যা। আর একদল ছিলেন বৃদ্ধা রমণী। চিন্তা ভাবনার জন্যে তাঁরা বিনিদ্র রজনী যাপন করতেন। তাঁদের বদ্ধমূল ধারণা ছিলো যে প্রকাশের আশ্রমে গিয়ে যোগাভ্যাস করলে তাঁরা আবার ঘুমুতে পারবেন। মারিউনা আসক্ত জনা তিনেক যুবতী শিষ্যাও প্রকাশের ছিলো। এইসব শিষ্যাদের কাছে প্রকাশ নিজেকে সন্ন্যাসী বলে পরিচয় দিতো। প্রকাশ এইসব শিষ্যাদের কাছে বলেছিলো যে তার সংসারের প্রতি কোনো আসক্তি নেই। ভগবানের আরাধনা করাই তার একমাত্র কাজ।

প্রকাশ বলতো যে এই বাস্তব জগতে সংসারকে ভুলে থাকবার জন্যে তার মাত্র একটি নেশার প্রয়োজন হয়। আর এই নেশা করবার জন্যে বিশেষ ধরনের একটি ওষুধের দরকার হয়। এই ওষুধের নাম হলো 'মারিউনা'।

কয়েকদিনের মধ্যে আমি এবং আমার বন্ধু-বান্ধবীরা প্রকাশের পরম ভক্ত হয়ে পড়লুম। যোগব্যায়াম এবং ভগবানের আরাধনা করাই আমাদের উদ্দেশ্য ছিলো না। মারিউনার নেশা করবার জন্যে আমরা প্রকাশের আশ্রমে গিয়ে ধর্ণা দিতুম। প্রতিদিন দুপুরবেলা আমরা সবাই গিয়ে মারিউনার নেশা করে বুঁদ হয়ে বসে থাকতুম।

মারিউনার নেশা করা ছাড়া আমার আর একটি নেশা প্রবল হয়ে উঠলো। সে হলো জুয়া খেলার নেশা। আমার কেনসিংটন ফ্ল্যাটে প্রতিদিন রাত্রে এই জুয়া খেলার আসর বসতো। জুয়া মানে আমরা তিনপাত্তি তাস খেলতুম।

মারিউনার নেশা, তাস খেলার নেশা এবং বান্ধবীদের দলের সংখ্যা যখন বাড়লো তখন দেখতে পেলুম যে বাপের প্রেরিত দু'শো পাউণ্ড দিয়ে মাত্র দু'দিনের বেশী লণ্ডনে কাটানো সম্ভব নয়। আমাকে আরো টাকা রোজগার করতে হবে। অর্থ রোজগারের চিন্তা আমার ক্রমে ক্রমে প্রবল হয়ে উঠলো। কী করে এবং কোথা থেকে এই টাকা পাবো তা নিয়ে দিনরাত চিন্তা ভাবনা করতে লাগলুম।

একদিন জুয়ার আসরে এই টাকা রোজগারের একটি পথ খুঁজে পেলুম।

আর এই অর্থ রোজগারের সহজ পথ হলো : গোল্ড স্মাগলিং।

কী করে এই গোল্ড স্মাগলিংয়ের কাজকারবারের সঙ্গে আমি জড়িয়ে পড়লুম এবার সেই কাহিনী বলতে হবে।

একদিন সন্ধ্যার পর আমার কেনসিংটনের ফ্ল্যাট বাড়ীতে জোর তাসের আড্ডা বসেছিল। গতানুগতিক তিনপাত্তি তাসের আড্ডা। খেলাতে বেশ মোটা টাকার লেনদেন হচ্ছিলো।

ঘরের আলো মৃদু নরম। কিছুটা আবছায়া কিছুটা আলো। খেলবার ফাঁকে ফাঁকে আমরা মারিউনার সিগারেটে লম্বা টান দিচ্ছিলুম। বান্ধবীরা তাদের নেশাকে আরো তীব্র করবার জন্যে হুইস্কীর গ্লাসে লম্বা চুমুক দিচ্ছিলো। অধিকাংশই ছিলো বিবস্ত্রা, নেশায় মত্ত।

আমার গা ঘেঁষে একদল সুন্দরী মেয়ে বসেছিলো। লিলি, আলবেলা আরো অনেকে এরা আমার পাশে বসে থাকলে আমি উত্তেজিত বোধ করতুম।

লিলি আমার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। লিলি ভারতীয় মেয়ে নয়, সুইডিশ। কবে নাকি কাকে বিয়ে করেছিলো, তবে আমি তার স্বামীকে কখনই দেখিনি। আমিও লিলির স্বামীর কোনো খোঁজ-খবর করিনি। লিলিও তার স্বামীর কথা আমাকে বলেনি।

লণ্ডনে ভালোবাসার হাটে-বাজারে লিলি হলো আমার নতুন এডিশন, অর্থাৎ নিউ কলেকশন। সাধারণতঃ আমি কোনোদিনই এক মেয়ের সঙ্গে বেশিদিন মেলামেশা করা পছন্দ করিনে, কিন্তু লিলির সঙ্গে আমি গত ছ'সাত মাস যাবৎ মেলামেশা এবং সহবাস করছিলুম। তাই আমাদের ঘনিষ্ঠতা বেশ দৃঢ় এবং পাকাপোক্ত হয়েছিলো। আমি লিলিকে আদর করে লাভ বলে ডাকতুম।

আজ আমি তাসের পাত্তি নিয়ে খেলছিলুম। লিলি মাঝে মাঝে আমার মুখে মারিউনার সিগারেট পুরে দিচ্ছিলো। আর আমি পরম আয়েষে সেই সিগারেটে টান দিচ্ছিলুম।

আজকের খেলায় আমি বেশ মোটা টাকা হারছিলুম। হয়তো আমি একটু বেপরোয়া হয়ে খেলছিলুম। তাই কখনও তাস ভালোমন্দের বিচার করিনি। লিলি মাঝে মাঝে আমাকে সতর্ক করে বলছিলো, একটু হুঁশিয়ার হয়ে খেলো গৌতম। তুমি আজ বড্ড 'রেকলেস' খেলছো।

আমি লিলির কথার কোনো জবাব দিলুম না। শুধু ওর রাঙা ঠোঁটে একটি চুমু খেলুম আর মৃদুস্বরে বললুম, লাভ ?

আজকের তাসের আড্ডায় আর একজন পাকা জুয়াড়ী খেলছিলো।

এই জুয়াড়ীর নাম হলো 'লিটলজন'। আমার স্মাগলিং জীবনের এক অপরিহার্য সঙ্গী হলো এই লিটলজন।

বিচিত্র মানুষ লিটলজন।

লিটলজনের আসল নাম ছিলো লুইগি লুচিয়ান। সিসিলি দেশের লোক। বাল্যজীবন তার কাটে জেনোয়া শহরে। ঐ শহরে জাহাজঘাটায় বন্দরে মারপিট করে লুচিয়ান বেশ নাম কিনেছিলো। অবশ্যি এই নাম কিনবার জন্যে তাকে জরিমানা এবং ক্ষতিপূরণও কম দিতে হয়নি। কারণ জাহাজঘাটায় মারপিট করবার জন্যে তাকে তিনবার জেলখানায় যেতে হয়েছিলো। জেনোয়া শহরে তার বন্ধু-বান্ধবেরা তাকে 'লিটলজন' বলে ডাকতো।

লিটলজনের বহু অভিজ্ঞতা ছিলো।

বিভিন্ন ধরনের কাজ সে করেছে এবং জীবনে সে বহু বিপদ ও আগুন নিয়ে খেলা করেছে।

আমাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হবার আগে লিটলজন প্লেনে পার্সারের কাজ করতো। আর এই কাজ করতে গিয়ে সে স্মাগলিং বিদ্যায় হাত পাকালো।

লিটলজন প্লেনে করে বিভিন্ন দেশে যেতো। তার কাজ ছিলো বিভিন্ন ধরনের মাল একদেশ থেকে অন্য দেশে বয়ে নিয়ে যাওয়া। আর এই মাল নিয়ে যাবার জন্যে সে একটি মোটা কমিশন আদায় করতো। বলাবাহুল্য এই সমস্ত মাল ছিলো আইন বিরোধী দ্রব্য।

লিটলজনের সঙ্গে এই স্মাগলিং চক্রে আরো দু-তিনজন মেয়ে কাজ করতো। এরা ছিলো প্লেনের হোস্টেস। আলবেলা ছিলো এই স্মাগলিং চক্রের একজন মেয়ে।

লিটলজন কী করে আমাদের জুয়ার আসরে এসে ভিড়লো সে কথা আজ আমার মনে নেই। প্রথমে আমি লিটলজনের সঙ্গে মেলামেশা করতে একটু সংকোচ বোধ করেছিলুম। কিন্তু পরে লিটলজনের সঙ্গে যখন আমার আলাপ হলো তখন দেখতে পেলুম তার সঙ্গে আমার রুচির মিল আছে। আমরা দুজনেই জীবনে উত্তেজনা আনন্দ উপভোগ করতে চাই। দুজনেরই পয়সার বিস্তর খাই এবং দুজনেই সুন্দরী রমণীর সাহচর্য কামনা করি।

একবার পাকিস্থানে কিছু মাল স্মাগল করতে গিয়ে লিটলজন পুলিশের দৃষ্টিতে পড়ে গিয়েছিলো।

এর জন্যে করাচীর জেলখানায় তাকে বেশ কিছুদিন কাটাতে হয়েছিলো। জেলখানা থেকে বেরুবার পর লিটলজন স্মাগলিংয়ের কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে তার

খেলা শুরু করে।

লিটলজন ছিলো তাস খেলার জহুরী। লিটলজন আমাকে বলেছিলো যে করাচীর জেলখানায় থাকাকালীন সে তাস খেলা বিদ্যাটি ভালো করে রপ্ত করেছিলো। জেলখানায় লিটলজনের এক হাজীর সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়। হাজীও স্মাগলিংয়ের কাজকর্ম করতে গিয়ে ধরা পড়ে জেলখানায় দিন কাটাচ্ছিলো। হাজী তাকে তাস খেলবার বিভিন্ন পদ্ধতি শেখায়।

অল্পদিনের মধ্যে লিটলজন এই তাস খেলার বিভিন্ন পদ্ধতি রপ্ত করে এবং জেলখানা থেকে বেরিয়ে এসে তাস খেলে জীবনযাপন করতে শুরু করলো।

লিটলজন বহুভাষায় কথা বলতে পারতো। বিদেশী ভাষা এতো সহজ ও অনর্গলভাবে বলতে পারতো যে তার মুখে বিদেশী ভাষা শুনে কেউ বলতে পারতো না লিটলজন কোন দেশের লোক।

আজ রাত্রে তাস খেলায় লিটলজন বাজী জিতছিলো। আর বাজী হারছিলুম আমি।

একটা ডিলের কথা আমার বহুদিন মনে থাকবে।

আমি অবশ্যি চোখ বুজে খেলছিলুম। যাকে বলে ব্লাইণ্ড।

কিছুক্ষণ পরে তাস তুলে দেখতে পেলুম সাহেব বিবি গোলাম পেয়েছি। একরঙের তাস। রানিং ফ্ল্যাশ। তাসের নম্বর এবং রং দেখে আমার মন আনন্দে উত্তেজিত হয়ে উঠলো। এতো বড়ো তাস পাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। আমি জানতুম এবার আমি বাজী জিতবই। তারপর একবার নিজের তাসের দিকে আর একবার বোর্ডের দিকে তাকালুম। অনেক টাকার বোর্ড, এতো টাকার লোভ আমি সামলাতে পারলুম না।

আমি এবার বাজির টাকার অঙ্ক বাড়ালুম। লিটলজন তাস তুললো না। তার মুখের রং দেখে একটুও বোঝা গেলো না যে সে একটু উত্তেজিত কিংবা বিচলিত হয়েছে। কিন্তু আমার হাব ভাব দেখে তার বুঝতে অসুবিধে হলো না যে আমি বড়ো তাস পেয়েছি।

আমার জিদ চেপে গেলো।

আমি বাজীর অঙ্ক তিনগুণ করলুম। লিটলজন আমার মনের অস্থিরতা দেখে মৃদু হাসলো। সে তার বাজীর টাকা ঢাললো।

উত্তেজনায় আমার হাত কাঁপছিলো। প্রায় পনেরো মিনিট ধরে দুই পক্ষই বাজীর টাকা বাড়াতে লাগলুম। কিন্তু লিটলজনের মুখের হাব-ভাব দেখে আমি বুঝতেই পারলুম না লিটলজন কী ধরনের তাস পেয়েছে!

আমি আর একবার বাজীর টাকা বাড়াতে গেলুম।

এই কাজের জন্যে কিছু মূলধন চাই। অর্থাৎ ব্যবসায়ের ভাষায় যাকে বলা হয় 'ক্যাপিটাল।' তবে এই ব্যবসা থেকে মোটা টাকা প্রফিট করা যাবে। প্রায় দু'শো পার্সেণ্ট প্রফিট। কোনো ব্যবসায়ে এতো মুনাফা করা যায় না!

দু'শো পার্সেণ্ট প্রফিট!

উত্তেজনায় আমার চোখ দুটো বড়ো হলো। আমি লিটলজনের কথাগুলো একেবারেই বিশ্বাস করতে পারলুম না। তাই বিস্ময়ে চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলুম।

: ঠাট্টা করছো! আমি বিস্মিত কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলুম।

: একেবারেই নয়। আমি সিরিয়াসলি এই কথা বলছি।

: বেশ তোমার এই ব্যবসার প্রস্তাবের খানিকটা আভাস দাও। আমি আগ্রহ ও উৎসাহ প্রকাশ করলুম।

: গোল্ড স্মাগলিং। লিটলজন ফিসফিস করে খুব নিচু স্বরে ছোট জবাব দিলো।

: গোল্ড স্মাগলিং! আমি বিস্মিত হতবাক হয়ে এই কথাটি দু-তিনবার পুনরুচ্চারণ করলুম।

: হ্যাঁ গৌতম, আমরা যদি এই গোল্ড স্মাগলিংয়ের কাজ করতে পারি তাহলে ভবিষ্যৎ-এ আমাদের পয়সাকড়ি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে হবে না। এমন সহজ গলায় লিটলজন এই কথাগুলো বললো যে আমি তার কথা বলবার ঢং-ভঙ্গী দেখে অবাক হলুম। লিলি আর আলবেলা দুজনেই একসঙ্গে বলে উঠলো, গোল্ড স্মাগলিং। এ কাজ যে ডেন্‌জারাস।

লিটলজনের কাছ থেকে এই ব্যবসার প্রস্তাব শোনবার পর আমি বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলুম। কথা বলতে গিয়ে দু-চারবার বিষম খেলুম। লিটলজন আমার বিচলতা দেখে মৃদু হাসলো।

আলবেলা লিটলজনের গলা জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে বললো, ডার্লিং গোল্ড স্মাগলিংয়ের কাজ হচ্ছে আগুন নিয়ে খেলা করা। বাট আই লাইক ইট।

লিটলজন আলবেলার কথায় কান দিলো না। বরং সহজ গলায় আমাকে উদ্দেশ্য করে বললো, এই গোল্ড স্মাগলিংয়ের কাজের ভেতর শুধু পয়সা নয়, এই কাজের ভেতর লাইফ আছে। আমি জীবনকে উপভোগ করতে চাই। এ কাজে আমার বেশ অভিজ্ঞতা আছে।

এবার লিটলজন তার স্মাগলিং কাজকর্মের কিছুটা আভাস আমাকে দিলো। লিটলজন আমাকে বললো, আমি যখন প্লেনে পার্সারের কাজ করতুম তখন আমার প্রধান কাজ ছিলো জিনিস স্মাগল করা। স্মাগলারদের ভাষায় যারা

জিনিস স্মাগল করে কিংবা বয়ে নিয়ে যায় তাঁদের বলা হয় 'ক্যুরিয়ার'। অর্থাৎ ক্যুরিয়ারের কাজ হলো কাস্টমসের চোখে ধূলো দিয়ে ঘড়ি, কলম, কারেন্সী এক দেশ থেকে অন্য দেশে নিয়ে যাওয়া।

: আমি আজ অবধি গোল্ড স্মাগলিং করিনি তবে এই কাজ করবার জন্যে আমার হাত নিশপিশ করছে। আর কি করে এই সোজা স্মাগল করতে হয় তার খানিকটা আভাস আমার জানা আছে। তোমাকে ঐ হাজী ব্যাটার কথা বলেছি গৌতম। ঐ হাজী ব্যাটা ছিলো এক বড়ো স্মাগলার। মক্কা-মদিনার নাম করে হাজী সৌদী আরবিয়াতে যেতো। আর ঐ দেশ থেকে সোনা স্মাগল করে পাকিস্তানে নিয়ে আসতো।

হাজী আমাকে বলেছে লিটলজন যদি পাকিস্তান, ভারতবর্ষ, টোকিও, হংকং, কোরিয়া, সিঙ্গাপুরে সোনা স্মাগল করে নিয়ে যেতে পারো তবে প্রচুর টাকা প্রফিট করতে পারবে। কিন্তু পাকিস্তান ভারতবর্ষে সোজা নিয়ে যাওয়ার বিস্তর হাঙ্গামা আছে। ঐ দুই দেশে সোনা স্মাগল করতে গিয়ে ধরা পড়লে দশ বছর জেল খাটতে হবে। কিন্তু হংকং টোকিওতে সোজা নিয়ে গেলে বিপদের বালাই নেই। ধরা পড়লে বড় জোর এক বছরের জেল।

: তুমি জানো গৌতম ঐ করাচীতে আমি ঘড়ি স্মাগল করতে গিয়ে পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলুম। পুলিশ আমাকে মালশুদ্ধ ধরতে পারে নি বটে কিন্তু সন্দেহ করেছিলো, আর ঐ সন্দেহবশতঃ আমাকে কিছুদিনের জন্যে করাচীর জেলখানায় থাকতে হয়েছিলো। তুমি যদি মোটা টাকা রোজগার করতে চাও তাহলে ঐ গোল্ড স্মাগলিংয়ের ব্যবসা করাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।

লিটলজন চুপ করলো।

লিলি আমার হাতে একটি মারিউনার সিগারেট তুলে দিলো। আমি সিগারেটে একটি লম্বা টান দিলুম। আর লিটলজনের কথাগুলো নিয়ে চিন্তা করতে বসলুম। কী করবো! গোল্ড স্মাগলিং! হ্যাঁ সত্যি ডেন্‌জারাস বিজনেস।

হ্যাঁ ঠিক কথাই বলেছ লিটলজন। এই কাজে বৈচিত্র্য আছে, আর আছে জীবন। যদি এই স্মাগলিংয়ের কাজ করতে গিয়ে ধরা না পড়ি তাহলে আমাকে আর কখনও পয়সা-কড়ি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে হবে না।

আমি জীবনকে উপভোগ করতে চাই। সুখের প্রাণ গড়ের মাঠ। আর আমার কাছে জীবন উপভোগ করার সব চাইতে বড়ো প্রয়োজনীয় জিনিষ হলো নারীর কোমল দেহ এবং সুরার তীব্র আস্বাদ। আর এই দুটি জিনিষ পাবার জন্যে যে দ্রব্যের দরকার হয় তার নাম হলো অর্থ, টাকা।

মারিউনার সিগারেটে বেশ লম্বা টান দিয়ে আমার নেশার ঝোঁক খুব তীব্র হয়েছিলো। আমি একবার মাথা ঝাঁকানি দিলুম। আর নিজের মনে মনে বললুম, গৌতম জাভেরী তুমি জীবন নিয়ে বৃথা চিন্তা কোরো না। তোমার জীবনের ছক কাটা হয়ে গেছে। আজ থেকে তুমি হলে স্মাগলার, ছিঁচকে স্মাগলার নও; গোল্ড স্মাগলার।

এই কথা চিন্তা করেই আমি একবার চমকে উঠলুম। গোল্ড স্মাগলার! বিজয়চাঁদ জাভেরীর পুত্র শেষ পর্যন্ত গোল্ড স্মাগলারের কাজ করবে একথা ভাবতে মনটা কিছুতেই চাইলো না।

: আচ্ছা আমি যদি সোনা স্মাগল করতে গিয়ে ধরা পড়ি তাহলে কী হবে?

জেল।

এই কথা মনে হবার সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখের সামনে একটি ছবি ভেসে উঠলো। আমি যেন দিব্য চোখে দেখতে পেলুম পুলিশ আমাকে গ্রেপ্তার করেছে। তার পরের দৃশ্য হলো—কোর্ট। আমি কোর্টে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছি। আর কোর্টের ভীড়ের মধ্যে আমি বাবার চেহারা দেখতে পেলুম। বাবা তাঁর কুলাঙ্গার পুত্রকে দেখতে এসেছেন।

বাবার চেহারা দেখে আমি চমকে উঠলুম। তারপর বাবার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলুম গৌতম! কিন্তু আমার এই চিন্তা ছিলো ক্ষণিকের। কারণ আমি চোখ রগড়ে দেখতে পেলুম যে আমার বাবা কোর্টে দাঁড়িয়ে নেই—আমার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আছে এক সুন্দরী, অপ্সরা লিলি। আজ আমি গৌতম জাভেরী কেনসিংটনের ফ্ল্যাট বাড়ীতে বসে নিজের জীবন উপভোগ করছি।

লিলি এবার আমার কাছে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলো। বললো, ডার্লিং, গোল্ড স্মাগলিং ইজ এ প্রফিটেবল বিজনেস।

লিলির চুমু খাবার পর আমার শরীরে বেশ উত্তেজনা হয়েছিলো। হবে না কেন? সুন্দরী নারীর দেহস্পর্শ কার শরীরে কামনা না জাগায়! আমি কোর্ট, পুলিশ এবং বাবার কথা ভুলবার জন্যে লিলিকে জড়িয়ে চুমু খেলুম। আজ তাকে চুমু খাবার সময় তার ঠোঁটের স্বাদ নোনতা বলে মনে হলো।

এবার জানবার কৌতূহল হলো গোল্ড স্মাগলিংয়ের ব্যবসা যদি এতো লাভজনক হয়ে থাকে আর এই কাজে লিটলজনের যদি এতো অভিজ্ঞতা থাকে, তাহলে সে নিজে কেন এতোদিন গোল্ড স্মাগলিংয়ের ব্যবসা করেনি?

আমি লিটলজনকে আমার মনের কথা বললুম। জিজ্ঞেস করলুম, তুমি এতোদিন এই গোল্ড স্মাগলিংয়ের ব্যবসা করোনি কেন?

আমার প্রশ্ন শুনে লিটলজন দীর্ঘশ্বাস ফেললো। সে বললো, গৌতম তোমার

এই প্রশ্নের কী জবাব দেবো বলো ? মনে রেখো এই গোল্ড স্মাগলিং করবার জন্যে প্রচুর টাকা ক্যাশ ক্যাপিটাল দরকার হয়। এতো টাকা আমার নেই। কারণ প্রথমে বাজার থেকে ক্যাশ টাকা দিয়ে সোনা কিনতে হবে। তারপর সেই সোনা স্মাগল করে টাকার অঙ্ক বাড়াতে হবে। এই কাজের জন্যে মোটা ক্যাপিটাল চাই—নিদেন পক্ষে ত্রিশ হাজার পাউণ্ড। অতএব এই ব্যবসা শুরু করবার প্রারম্ভে একজন ফিনান্সিয়ার জোগাড় করা দরকার অর্থাৎ ফিনান্সিয়ার তোমাকে টাকা দেবেন আর তুমি চোখ বুজে ব্যবসা করবে।

এই কথা বলে লিটলজন আমার মুখের দিকে তাকালো। অর্থলোভীর দৃষ্টি। তার এই দৃষ্টির তাৎপর্য বুঝে নিতে আমার কোনো অসুবিধে হলো না। তার এই চাউনির মানে হলো লিটলজন এই ব্যবসার জন্যে আমার কাছ থেকে মূলধন চাইছে। অর্থাৎ আমরা যদি দুজনে একসঙ্গে মিলে মিশে এই কারবার শুরু করি তাহলে যে মূলধনের দরকার হবে সেই টাকা আমাকে জোগাড় করতে হবে। আমি কী মূলধন জোগাড় করতে পারবো ? এই গোল্ড স্মাগলিংয়ের ব্যবসা শুরু করা সহজ কথা নয়।

এই সব কথা ভাবতে ভাবতে আমার মাথা রিমঝিম করে উঠলো। ত্রিশ হাজার পাউণ্ড! এতোগুলো টাকা আমি কোথায় পাবো ? বাবার কাছে হাত পাতবার যো নেই। উনি এতোগুলো টাকা কখনই আমাকে দেবেন না।

আমি আবার ভাবতে শুরু করলুম। যদি কোনো প্রকারে এই ত্রিশ হাজার পাউণ্ড জোগাড় করতে পারি তাহলে এই গোল্ড স্মাগলিংয়ের ব্যবসার সর্দার হবো আমি।

আমি চুপ করে এই সব কথা ভাবছিলুম। লিটলজন আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে বললো, গৌতম চিন্তা করো না, এই ব্যবসায়ে মোটা টাকা প্রফিট করা যাবে। আমি হিসেব করে দেখেছি যে প্রতি ডিলে প্রায় দু'শো পার্সেণ্ট প্রফিট করতে পারবো। আর কোনো ব্যবসায় তুমি এতো টাকা প্রফিট করতে পারবে না।

দু'শো পার্সেণ্ট প্রফিট কম টাকা নয়।

আমি এতোগুলো টাকার লোভ সামলাতে পারলুম না।

আমি এবার বেশ খানিকটা উত্তেজিত ভাবে বেপরোয়া হয়ে বললুম, তুমি টাকার জন্যে চিন্তা কোরো না লিটলজন। আমি ব্যবসার এই মূলধন অতি সহজেই জোগাড় করতে পারবো।

: ব্যবসার এই মূলধন তুমি জোগাড় করতে পারবে ? লিটলজন উৎসাহী হয়ে আমার হাত দুটো চেপে ধরে বললো, প্লিজ শেক হ্যাণ্ড ডিয়ার।

লিলি, আলবেলা আমার গলা জড়িয়ে ধরে চুমু খেলো।

লিলি মিষ্টি গলায় আব্দার করলো, এবার যদি মোটা টাকা পাই তাহলে আমি একটা 'ফার' কোট কিনবো।

এখানে বলা দরকার মনে করি যে বেশ কিছুদিন হলো লিলি আমার কাছে বায়না ধরেছিলো যে এবার শীতকালে তাকে একটি দামী কোট উপহার দিতে হবে। আর শুধু কোট নয়, লিলির আর একটি দাবী হলো যে শীতকালে সে ইনটারলায়েনে স্কীং করতে যাবে।

আমাদের আলোচনায় বাধা পড়লো। প্রকাশ ঘরের ভেতর হুড়মুড় করে ঢুকলো। প্রতিদিন সন্ধ্যার পর প্রকাশ আমাদের কেনসিংটনের ফ্ল্যাট বাড়ীতে মারিউনার নেশা করতে আসতো।

প্রকাশ বললো, আজ বিকেলে ধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে কিলবার্ন এলাকায় গিয়েছিলুম। লণ্ডনের মেমসাহেবদের ধর্ম বোঝানো সুহজ কথা নয়। ওরা কিছুতেই আমাদের ধর্ম বুঝতে চায় না। যাক্‌গে, কথা বলে সময় নষ্ট করতে চাইনে। দাও মারিউনার পাইপ। একটা লম্বা টান দিয়ে নিই।

মারিউনার পাইপ নিয়ে প্রকাশ বেশ খানিকক্ষণ নেশা করলো। পাইপে বেশ লম্বা ছিলিম টানে আর মুখ দিয়ে ধোঁয়া বার করে। মারিউনার ধোঁয়ায় ঘরটা ভরে গেলো। ভারী মিষ্টি ধোঁয়ার গন্ধ। কিছুক্ষণ বাদে আমাদের দুজনার মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, কী ব্যাপার? তোমাদের দুজনার মুখই দেখছি গম্ভীর। কী আলোচনা করছো?

: গোল্ড স্মাগলিং—আমরা ভাবছি সোনা স্মাগলিং ব্যবসা শুরু করবো। কথাটা আমিই বললুম।

হোয়াট? গোল্ড স্মাগলিং! প্রকাশ বেশ উত্তেজিত হয়ে বললো। তার কণ্ঠস্বর শুনে মনে হলো সে আমার কথা একেবারেই বিশ্বাস করতে পারেনি। এই কথা বলবার সময় প্রকাশ দু-চারবার বিষম খেলো। তারপর দু-চারবার নিজের মনে মনে বিড় বিড় করে বললো, গোল্ড স্মাগলিং হোয়াট এ লাভলি আইডিয়া, জিনিয়াস। না গৌতম, তোমাদের এই প্ল্যানের ভেতর নতুনত্ব, বৈচিত্র্য আছে।

এবার প্রকাশ তার মুখটি আমার মুখের কাছে নিয়ে এসে বললো, ভাই, তোমরা নেশা করোনি তো?

লিটলজন প্রকাশের কথার জবাব দিলো। বললো, স্বামীজি আমরা স্বপ্ন নিয়ে আলোচনা করিনে। আমরা বাস্তব জগতের লোক। তোমার মতো আমরা ধর্ম নিয়ে বক্তৃতা দিয়ে অন্যের সময় বা মাথা নষ্ট করিনে। আমরা ঠিক

করেছি গোল্ড স্মাগলিংয়ের বিজনেস করবো। এই ব্যবসায়ে প্রচুর প্রফিট থাকবে। কিন্তু এই ব্যবসা শুরু করবার জন্যে আমাদের ত্রিশ হাজার পাউণ্ড দরকার হবে। আমাদের ভাবনা হলো এই টাকা পাই কোথেকে?

প্রকাশ ইতিমধ্যে একটি চেয়ারে বেশ জাঁকিয়ে বসেছিলো। তারপর আলবেলাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাবার চেষ্টা করলো। আলবেলা আপত্তি করলো। বললো, ওঃ ইণ্ডিয়ান গুরু। তোমার বড্ডো লম্বা দাড়ি। আমার গালে ব্যথা লাগছে।

আলবেলা প্রকাশের বাহুবন্ধন থেকে ছাড়া পাবার চেষ্টা করলো।

প্রকাশ আবার মারিউনার পাইপে টান দিতে লাগলো। খানিকক্ষণ নেশা করবার পর বেশ জড়িত কণ্ঠে বলতে লাগলো—গৌতম ডিয়ার, ইউ আর এ জিনিয়াস। আমি জানতুম জীবনে তুমি 'শাইন' করবে। আমি হলপ করে বলতে পারি তুমি হবে হেনরী ফোর্ড, রকফেলার···

আমি প্রকাশের কথায় বাধা দিলুম। বললুম, প্রকাশ তুমি আকাশ কুসুম রচনা করছো। আমরা এখন এই স্মাগলিং ব্যবসার আইন-কানুন ফন্দিফিকির নিয়ে চিন্তা করছি, ভাবছি কোথেকে ব্যবসার ক্যাপিটাল পাবো, আর তুমি হেনরী ফোর্ড, রকফেলারের স্বপ্ন দেখছো।

লিটলজন আমাকে সমর্থন করলো। বললো, গৌতম, ঠিক কথাই বলেছে। আমাদের বর্তমানে প্রয়োজন ক্যাশ, লিকুইড টাকা।

প্রকাশ এবার কী যেন ভাবলো। লিলি আমার কোলে মাথা রেখে শুয়েছিলো। আমি লিলির মাথায় হাত বুলোচ্ছিলাম। লিলি এবার তার মুখ খুললো। বললো, স্বামীজি তুমি আমাদের বিজনেসের শেয়ার কিনবে?

প্রথমটায় আমি লিলির প্রস্তাবে একটু বিস্মিত হয়েছিলুম। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বললুম, দি আইডিয়া। চমৎকার প্রস্তাব করেছে লিলি। প্রকাশ তুমি আমাদের স্মাগলিং বিজনেসের পার্টনার হবে?

প্রকাশ চট করে জবাব দিলো না। খানিকটা ভাবলো। তারপর নীচু স্বরে জিজ্ঞেস করলো, আমি যদি তোমাদের বিজনেসের জন্যে টাকা ঢালি তাহলে আমাকে কতো টাকার শেয়ার দেবে?

এবার আমার জবাব দেবার পালা। গলার স্বর গম্ভীর করে বললুম, এই মোট মূলধনের ত্রিশ হাজার পাউণ্ডের মধ্যে কুড়ি হাজার পাউণ্ড আমি জোগাড় করবো। তোমার কাছে আমরা দশ হাজার পাউণ্ডের শেয়ার বিক্রী করতে রাজী আছি, লিটলজন হবে ওয়ার্কিং পার্টনার। এই ব্যবসাতে আমার থাকবে ফিফটি পার্সেণ্ট শেয়ার। লিটলজন পাবে পঁচিশ পার্সেণ্ট শেয়ার। তোমাকে

এই বিজনেসের পঁচিশ পার্সেন্ট শেয়ার দেবো।

আমার প্রস্তাব শুনে লিলি বিস্মিত হলো। প্রায় একটু চীৎকার করেই বললো, বাঃ রে এই বিজনেসে আমার কোনো অংশ থাকবে না?

আমি লিলিকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলুম। তার ঠোঁটে একটি চুমু খেয়ে বললুম, ডার্লিং আমার অংশ থেকে তোমাকে দশ পার্সেন্ট কমিশন দেবো। তুমি হবে আমার পার্টনার।

লিলি চুপ করে রইলো। বুঝলাম আমার প্রস্তাব তার মনঃপুত হয়েছে।

প্রকাশ তার মুখ খুললো। বললো, টাকার জন্যে আমি চিন্তা করছিনে। সম্প্রতি আমার একজন আমেরিকান ফিল্ম একট্রেস শিষ্যা জুটেছে। ভদ্রমহিলার ঘুমের ব্যারাম। রাত্রে তার একেবারেই ঘুম হয় না। আমি এই ভদ্রমহিলাকে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করছি। দশ হাজার পাউণ্ড তো ওর কাছে নস্যি!

লিটলজন প্রকাশের কথায় সায় দিয়ে বললো, স্বামীজি ঠিক কথাই বলেছেন! আরে এইসব আমেরিকান ফিল্ম ষ্টারদের কাছে দশ বিশ হাজার পাউণ্ড তো কিছুই নয়।

কেন বুঝতে পারলুম না সেদিন আমি প্রকাশকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারিনি। আমার মন বলতে লাগলো প্রকাশ আমাদের ধাপ্পা দেবার চেষ্টা করছে কিংবা মারিউনার নেশার ঝোঁকে আবোল-তাবোল বকছে। শুধু তাই নয় আমার মন বলতে লাগলো প্রকাশকে দলের ভেতর টেনে আমরা শুধু নিজেদের বিপদ ডেকে আনছি।

আমার এই অনুমান মিথ্যে ছিলো না। পরবর্তীকালের কাহিনীতে দেখা যাবে যে প্রকাশ এবং তার এই আমেরিকান একট্রেস শিষ্যাকে নিয়ে আমাদের বিস্তর ঝামেলা পোহাতে হয়েছিলো।

এরপর কয়েকটা দিন আমরা ব্যবসার খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করলুম। আমরা জানতুম যে গোল্ড স্মাগলিংয়ের কাজকর্ম বেশ শক্ত। কতো ঝুঁদে স্মাগলার সোনা স্মাগল করতে গিয়ে তাদের হাত পুড়িয়েছেন। অতএব আমাদের বেশ সামাল হয়ে সতর্ক হয়ে এই কাজ করতে হবে।

লিটলজন আমাকে বললো, আমার বন্ধু হাজী এই গোল্ড স্মাগলিংয়ের বিভিন্ন নিয়ম কানুন আমাকে শিখিয়েছেন। কোথায় কোন দেশে সোনা নিয়ে যাওয়া যায় এবং কার কাছে সোনা বিক্রী করতে হবে তার নাম ঠিকানাও আমাকে দিয়েছেন। একটা কথা মনে রেখো গৌতম, কাস্টমসের চোখে ধুলো দিয়ে সোনা নিয়ে যাওয়াই আমাদের কাজ নয়। বাজারে বেশ চড়া দামে আমাদের

এই সোনা বিক্রী করতে হবে। আর শুধু সোনা বিক্রী নয়। সোনা বিক্রীর টাকা দেশের বাইরে পাঠানো আরো দুরূহ কাজ। এই কাজ যদি না করতে পারি তবে সোনা স্মাগল করে কোনো লাভ থাকবে না, গৌতম, আমাদের জানা দরকার যারা সোনা স্মাগল করেন এবং যারা স্মাগলারদের কাছ থেকে সোনা কিনে নেন এরা দুই দলই সরকারকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করছেন। কী করে এরা সরকারকে বোকা বানাবার চেষ্টা করছেন তার হিসেব তোমাকে দিচ্ছি। সোনা স্মাগল করে দেশের ভেতর নিয়ে যাওয়া মানে কাস্টমসের কর্তাদের ফাঁকি দেয়া। আর আসলে সোনা কেনেন কারা জানো? যাঁরা ইনকাম্‌ট্যাক্সে ফাঁকি দিতে চান। সরকার যদি এদের পাকড়াও করতে পারেন তাহলে এদের সাজা হবে জেল। আর একটা কথা আমাদের জানা দরকার। গোল্ড স্মাগলিংয়ের সব চাইতে বড়ো পুঁজি হলো বিশ্বাস—টাকা নয়।

লিটলজন থামলো না। আপন মনে কথা বলতে লাগলো, হাজীর হংকং-এ বিস্তর বন্ধু-বান্ধব আছে। এদের মধ্যে কুনলুনের নাম উল্লেখ করতে পারি। হাজীর মুখে কুনলুনের অনেক গল্প শুনেছি। কুনলুন এক বিচিত্র মানুষ। হংকং শহরে তার বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা আছে। ফ্রম মানি লেণ্ডিং টু গার্ল লেণ্ডিং। তার ব্যবসার আরো বিবরণ চাও! কুনলুন স্মাগলিং স্পাই, গান রানিং, সুন্দরী সুন্দরী মেয়ে বিকিকিনির ব্যবসাও করে থাকে। য়ুরোপের বিভিন্ন নাইটক্লাবে কুনলুন মেয়ে সাপ্লাই করে থাকে। এই মেয়ে সাপ্লাইর ব্যবসা ছাড়া কুনলুনের আর একটি বড়ো ব্যবসা হলো ড্রাগস স্মাগলিং। হাজীর মুখে শুনেছি যে কুনলুন বর্মা ব্যাংকক থেকে আপিম কিনে সেই আপিম মেসাই শহরে রপ্তানী করে। আর মেসাই শহর থেকে ঐ আপিম আমেরিকাতে পাঠানো হয়। হংকং-এ কুনলুনের অনেকগুলো নাইটক্লাব আছে। আরো শুনেছি হংকং শহরের পুলিশ হলো কুনলুনের হাতের মুঠোয়। অতএব গৌতম, আমাদের এই স্মাগলিংয়ের প্রথম কাজ হবে কুনলুনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা। কারণ কুনলুনের সাহায্য নিয়েই আমাদের এই স্মাগলিং ব্যবসা আরম্ভ করতে হবে।

আমি এবার প্রশ্ন করলুম। জানবার আগ্রহ হলো কুনলুন কেন আমাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করবে? আমি লিটলজনকে জিজ্ঞেস করলুম, কুনলুন আমাদের সঙ্গে যোগসাজসে কাজ করবে কেন বলো? আমরা তো ওর কাছে একেবারে অপরিচিত?

লিটলজন আমার প্রশ্ন শুনে হাসলো। বললো, গৌতম, তুমি কী ভেবেছো? আমি এই গোল্ড স্মাগলিংয়ের কাজ করবার আগে সমস্ত পথের আটঘাট বেঁধেই নেমেছি। হাজীর পরামর্শানুযায়ী করাচী জেলখানা থেকে বেরিয়ে আমি

টাকা এ্যাকউণ্টে জমা হবে।

পাঁচ : এই টাকা দিয়ে আবার ব্রাসেলসের বাজার থেকে সোনা কেনা হবে সেইদিন।

ছয় : ক্যুরিয়ার পরের দিন হংকং-এ পৌঁছবে। সেদিন রাত্রে আবার খদ্দেরদেব কাছে সোনা ডেলিভারী দেয়া হবে।

সাত : পরের দিন সকাল বেলা আবার সোনা বিক্রীর টাকা টেলেক্স করে ব্রাসেলসে পাঠানো হবে।

জনি বললো, গৌতম, এই হলো সোনা বিক্রী করে টাকা দ্বিগুণ করবার রীতি।

জনিব মুখে সোনা বিক্রী করে টাকা ডবল করবার হিসেব পেয়ে আমরা খুশি হলুম। আমাকে স্বীকার করতে হলো যে জনির এই সোনা বিক্রী এবং টাকা দ্বিগুণ করবার প্ল্যান ছিলো অতি নিখুঁত। 'কারণ আমি আর লিটলজন হিসেব করে দেখেছিলুম যে জনির নিয়মানুযায়ী কাজ করতে পারলে ছয় মাসের মধ্যে আমরা প্রচুর টাকা লাভ করতে পাববো। এই মোটা টাকার লাভের কথা ভেবে আমি খুশি হলুম। হয়তো ছয় মাসের মধ্যে আমাদের মোট লাভ থাকবে দুই মিলিয়ন পাউণ্ড।

দুই মিলিয়ন পাউণ্ড!

অনেকগুলো টাকা।

এতোগুলো টাকার কথা চিন্তা করে খুশিতে আমার মন ভরপুর হয়ে উঠলো।

এবার কখন এবং কী করে ক্যুরিয়ার সোনা নিয়ে যাবে তার একটা ছক্ কাটলুম।

এই হলো আমাদের সোনা স্মাগল করবার ছক্—

(ক) আমরা প্রথমে ঠিক করলুম কোন্ সময়ে কখন ক্যুরিয়ার সোনা নিয়ে প্লেনে করে হংকং-এ যাবে।

(খ) সোনা ব্রাসেলসের ব্যাঙ্ক থেকে কেনা হবে। প্রতি কিলো সোনার দর নিয়ে হিসেব করলুম। কতো কিলো সোনা ক্যুরিয়ারকে দেওয়া হবে তার ফর্দ করলুম।

(গ) কী দরে এই সোনা হংকং-এর বাজারে বিক্রী করা হবে তার একটা হিসেব করা হলো।

(ঘ) এই সোনা পাঠাবার জন্তে আমাদের কত খরচ হবে তার হিসাব করলুম। তারপর যোগ বিয়োগ করে ঠিক করলুম যে খরচের টাকা বাদ দিয়ে

আমাদের হাতে কত টাকা থাকবে। এ হবে আমাদের সোনা বিক্রীর প্রফিট। এই প্রফিট এবং সোনা বিক্রীর টাকা টেলেক্স করে ব্রাসেলসের ব্যাঙ্কে পাঠাবো।

জনি আমাদের সোনা নিয়ে যাবার জন্যে আর একটি প্ল্যান কষে দিলো। ঠিক হলো এই প্ল্যান ক্যুরিয়ারকে দেবো। ক্যুরিয়ার এই প্ল্যান অনুযায়ী কাজ করবে। আমরা জানতুম ক্যুরিয়ার যদি এই প্ল্যান অনুযায়ী কাজ না করে তাহলে আমাদের বিপদে পড়বার সম্ভাবনা আছে।

এবার ঠিক করা হলো—

ক্যুরিয়ারকে বলা হবে যে ভোর আটটার সময় সে এয়ারপোর্টে হাজিরা দেবে।

আমি আর লিলি ক্যুরিয়ারের কাজকর্মের হিসেব বুঝিয়ে দেবো।

ক্যুরিয়ারের সঙ্গে একটি ছোট সুটকেস থাকবে। এই সুটকেসের ভেতর শুধু ক্যুরিয়ারের সার্ট পাজামা থাকবে। আমরা জানতুম কাস্টমস ক্যুরিয়ারের সুটকেস চেক্ করবে। তাই সুটকেসের ভেতর কোনো আপত্তিজনক জিনিস নেয়া চলবে না।

ক্যুরিয়ারের য়ুরোপ ফিরে আসার জন্যে টিকিট কাটা হবে।

আরো ঠিক করা হলো প্রতি যাত্রায় সোনা নিয়ে যাওয়ার জন্যে ক্যুরিয়ারকে দু'শো পাউণ্ড দেওয়া হবে। রাস্তায় হাত খরচ বাবদ তাকে আরো দশ পাউণ্ড দেওয়া হবে।

এই টাকা ট্রাভেলার্স চেকে দেওয়া হবে। হংকং-এ ক্যুরিয়ার সোনা লিটলজনের হাতে তুলে দেবে। এই মাল লিটলজনের হাতে তুলে দেবার পর ক্যুরিয়ারকে বাকী দু'শো পাউণ্ড দেওয়া হবে, এ ছাড়া ক্যুরিয়ারের হংকং-এ এবং য়ুরোপ হোটেলে থাকবার খরচপত্র আমরা দেবো।

জনি কাস্টমসের আইনকানুন বেশ ভালো করেই জানতো!

জনি ক্যুরিয়ারের যাবার জন্যে কি কি জিনিস দরকার হবে তার একটি লিষ্ট তৈরী করলো। আমি এই লিষ্টের উপর বড়ো বড়ো করে লিখলুম: DO'S AND DON'TS.

প্রথমতঃ ক্যুরিয়ারকে বলা হবে যে রওনা হবার আগে কিংবা প্লেনের ভেতর সে মদ্যপান করতে পারবে না। কারণ প্লেনের ভেতর মদ খেলে সে অন্যযাত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবে বেশী মদ খেলে হয়তো ক্যুরিয়ার নেশার ঘোরে কিছু বেফাঁস কথা বলবে। এছাড়া সোনা স্মাগল করবার কিছুদিন আগে থেকে ক্যুরিয়ার তার বান্ধবীর সংসর্গ ত্যাগ করবে। ক্যুরিয়ার যদি কোনো দুর্বল মুহূর্তে তার বান্ধবীর

কাছে এই সোনা স্মাগল করবার কথা বলে তাহলে আমাদের সমস্ত প্ল্যান ভেস্তে যাবে।

প্লেনে ঘুমোবার সময় ক্যুরিয়ার সিটে মাথা হেলান দিয়ে শোবে। পা ছড়িয়ে ঘুমোনো বিপজ্জনক। কারণ লুকনো সোনা পাশের যাত্রী দেখতে পাবে।

ক্যুরিয়ার জানালার পাশের সীটে বসবার চেষ্টা করবে। তাহলে তার ঘুমোবার কোনো অসুবিধে হবে না। প্লেন কোম্পানীর নির্দেশানুযায়ী সিটে বসাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।

প্লেন থেকে নামবার সময় গ্যাগয়ের রেলিংয়ের হাতল ধরে নামতে হবে। নামবার সময় অন্য যাত্রীর গায়ে যেন ধাক্কা না লাগে। পা পিছলে পড়ে গেলে জ্যাকেট এবং বেল্ট থেকে লুকনো সোনা বেরিয়ে আসবে।

তারপর ইমিগ্রেশনের ফরম ঠিক মতো পূরণ হবে। এই ফরমে যেন কোনো কাটাকুটি না করা হয়। প্লেন থেকে বেরিয়ে আসবার সময় শেভ করতে হবে। ক্যুরিয়ার যদি ভালো পোষাক না পরে তাহলে কাস্টমস অফিসারের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। পাশপোর্ট এবং হেলথ সার্টিফিকেট ঠিক থাকা চাই। পাশপোর্টে গোলমাল থাকলে ইমিগ্রেশন অফিসার সন্দেহ করবে। কারু মনে যেন কোনো সন্দেহ না হয়।

ক্যুরিয়ারেব জন্যে একটি বিশেষ স্যুট কোর্ট প্যান্ট জ্যাকেট। কোট এবং জ্যাকেটের লাইটিংয়ের ভেতর সোনার পাত ভরতে হবে।

প্যান্টের বেল্ট খুব শক্ত হওয়া চাই। নতুন বেল্ট কাস্টমস অফিসারের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। তাই পুরনো বেল্ট ব্যবহার করতে হবে। বেল্টের ভেতর দুটো পাত থাকবে। এই দুটোর পাতের মধ্যিখানে সোনার পাত থাকবে। নতুন জুতো পরা নিষেধ। কারণ নতুন জুতো কাস্টমস অফিসারের নজরে পড়বে। ক্যুরিয়ারকে আরো বলা হবে যে, প্লেন বোম্বাইতে থামলে সে যেন এয়ারপোর্টের ট্রানজিট লাউঞ্জে না যায়। বোম্বাইয়ের কাস্টমসের কর্তাদের একটুও বিশ্বাস নেই। ওরা যে কখন কী করবে তা বলা যায় না।

আমরা আর একটি কথা ক্যুরিয়ারকে বলা আবশ্যক বলে মনে করলুম। কোনো কারণেই ক্যুরিয়ার কাস্টমস অফিসারদের সঙ্গে ঝগড়া করে কথা বলবে না। তাহলে তার বিপদ বাড়বে। কাস্টমস অফিসারের সঙ্গে নরম সুরে মিষ্টি কথা বলতে হবে।

জনি আমাদের বললো, গৌতম, এই সোনা স্মাগলিংয়ের কাজ একেবারে ছেলেখেলা নয়। এই কাজে সামান্য ভুল ত্রুটি হলে কাস্টমস এবং ইন্টারপোলের পুলিশ ক্যুরিয়ারকে গ্রেপ্তার করবে। আর আমাদের এই স্মাগলিংয়ের কাজে

সব চাইতে প্রয়োজনীয় ব্যক্তি হলো ক্যুরিয়ার। যদি ক্যুরিয়ার আমাদের কাজ ভণ্ডুল করে তাহলে আমরা সবাই বিপদে পড়বো।

আমরা ঠিক করলুম যে আমাদের নাম ঠিকানা কাউকে দেবো না। অর্থাৎ ক্যুরিয়ার জানতে পারবে না আমরা কে এবং কী আমাদের পরিচয়। অর্থাৎ ক্যুরিয়াররা যদি ভুল করে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে, তাহলে কেউ আমাদের কথা জানতে পারবে না।

আমরা আরো ঠিক করলুম যে আমাদের এই স্মাগলিংয়ের কাজের জন্যে এমন লোক নিযুক্ত করবো যাদের নাম ঠিকানা পুলিশের খাতায় থাকবে না। শুধু তাই নয়, নাইট ক্লাবের বারম্যান কিংবা গ্যাম্বলিং ক্লাবের জুয়াড়ীকে ক্যুরিয়ার হিসেবে নিযুক্ত করা যুক্তিসংগত হবে না।

আমাদের আলোচনার সাতদিন বাদে আমরা হংকং থেকে কুনলুনের চিঠি পেলুম। কুনলুন আমার কাছে লম্বা চিঠি লিখেছে। আমাদের চিঠি পেয়ে কুনলুন খুশি হয়েছে। আমাদের সঙ্গে যোগসাজসে এই গোল্ড স্মাগলিংয়ের ব্যবসা করতে তার একটুও আপত্তি নেই। বরং এই ধরনের স্মাগলিংয়ের ব্যবসা করতে সে আমাদের উৎসাহ দিয়েছে।

কুনলুন লিখেছে যে সে লিটলজনের সঙ্গে এই স্মাগলিংয়ের ব্যবসা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবে। আমরা শুধু হংকং টোকিওতে গোল্ড স্মাগল করবো না। তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর, কুয়ালালামপুর, জাকার্তার সোনা স্মাগল করবো।

কুনলুনের চিঠি পড়ে আমি জনির দিকে তাকিয়ে বললুম, রোড ইজ ক্লিয়ার।

জনি হেসে জবাব দিলো, ইয়েস, রোড ইজ ক্লিয়ার।

লিলি এসে আমার হাতে একটি হুইস্কীর গ্লাস তুলে দিয়ে বললো, ডার্লিং আমরা এবার প্রচুর রোজগার করতে পারবো। যদি রোজগার ভালো হয় তাহলে আমরা এবার স্কীং করতে সুইট্জারল্যাণ্ডে যাবো।

আমি লিলির রাঙা ঠোঁটে ছোট্ট একটি চুমু খেয়ে বললুম, থ্যাঙ্কস। সাকসেস আওয়ার বিজনেস।

কুনলুনের সঙ্গে ব্যবসা নিয়ে আলোচনা করবার জন্যে লিটলজন হংকংয়ে চলে গেলো। ঠিক হলো যাবার সময় লিটলজন প্রত্যেক এয়ারপোর্টের কাস্টমসের রীতিনীতি আইন কানুন যাচাই করবে। কারণ আমাদের শুধু হংকংয়ের কাস্টমসের আইন-কানুন জানলে চলবে না। বেইরুট-কায়রো-বোম্বাইয়ের কাস্টমসের রীতিনীতি জানা আবশ্যক, আর কাস্টমসের কর্তাদের ফাঁকি দিতে

পারলেই আমাদের এই ব্যবসা সাকসেসফুল হবে।

আমরা আরো ঠিক করলুম যে লিটলজন তাইওয়ান, সিউল এবং সিঙ্গাপুরের সোনার বাজার সরেজমিনে যাচাই করে দেখবে।

আমি এবার এই ব্যবসার জন্যে মূলধন যোগাড় করবার জন্যে উঠে পড়ে লাগলুম। আমাদের মোট মূলধন দরকার ত্রিশ হাজার পাউণ্ড। এই টাকা দিয়ে আমরা বাজার এবং ব্যাঙ্ক থেকে সোনা কিনবো। আর এই কাজের জন্যে আমাদের অবিলম্বে বেশ কিছু টাকা দরকার। এবার আমাদের সমস্যা হলো এতো টাকা পাই কোত্থেকে?

প্রথমে প্রকাশের শরণাপন্ন হলুম। প্রকাশকে স্পষ্ট বললুম, তোমাকে অবিলম্বে দশ হাজার পাউণ্ড দিতে হবে। আমাদের সোনা কেনবার জন্যে এই টাকা দরকার।

প্রকাশ তার আমেরিকান একট্রেস বান্ধবীর কাছে ধর্না দিলো। বললো, ধর্ম প্রচার করবার জন্যে সে একটি আশ্রম খুলতে চায়। এই কাজের জন্যে তার দশ হাজার পাউণ্ড অবিলম্বে দরকার।

দশ হাজার পাউণ্ড তো আমেরিকান বান্ধবীর কাছে একেবারে নস্যি। একট্রেস বান্ধবী একবারও এই নিয়ে প্রকাশকে কোনো প্রশ্ন বা জেবাবন্দী করলেন না। খসখস করে একটি দশ হাজার পাউণ্ডের চেক লিখে দিলেন।

বাকী টাকাটা আমাকে যোগাড় করতে হবে। এ হলো আমার শেয়ার। আমার পক্ষে কুড়ি হাজার পাউণ্ড যোগাড় করা সহজ কাজ ছিলো না। বাজারে আমার বিস্তর দেনা ছিলো। সহজে কারুর কাছ থেকে টাকা ধার পাবো না এই কথা আমি জানতুম।

এবার টাকা যোগাড় করবার একটি ফন্দী বার করলুম। ঠিক করলুম বাবার সই জাল করে এই কুড়ি হাজার পাউণ্ড বাবার বন্ধুদের কাছ থেকে ধার করবো।

কী করে বাবার সই জাল করা যায় এবং বন্ধুদের ধাপ্পা দেওয়া যায় এই নিয়ে আমি জনি আর লিলি গবেষণা করতে বসলুম!

আমি অনেকদিন বাবার বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করিনি। হঠাৎ যদি এখন গিয়ে ওদের সঙ্গে দেখা করি তাহলে ওঁরা জানতে চাইবেন যে এতোদিন আমি কোথায় গা ঢাকা দিয়েছিলুম।

জনি উপায় বাতলালো। বললো, তোমার বাবার নাম করে নায়রোবি থেকে দুটো টেলিগ্রাম তাঁর দুই বন্ধুর কাছে পাঠাতে হবে। তোমার বাবা এই

টেলিগ্রামে তাঁর বন্ধুদের কাছে অনুরোধ করবেন যেন অবিলম্বে তাঁরা তোমাকে কুড়ি হাজার পাউণ্ড ধার দেন। এই টাকাটা তোমার ব্যবসার জন্যে দরকার। অবশ্য ছয় মাসের মধ্যে এই দেনা শোধ করে দেওয়া হবে।

জনি আরো বললো, ছয় মাসের মধ্যে আমরা সোনা স্মাগল করে প্রচুর টাকা রোজগার করতে পারবো। আমাদের সেই টাকার মুনাফা থেকে আমরা এই দেনা মিটিয়ে দেবো।

জনির এই প্রস্তাব আমার মনঃপুত হলো।

লণ্ডনে আমার বাবার বিস্তর ব্যবসায়ী বন্ধু ছিলো। আমি জানতুম যে আমার বাবা যদি ওদের কাছে টাকার জন্যে লেখেন তাহলে কুড়ি হাজার পাউণ্ড কেন, পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ডও সহজে পাওয়া যাবে।

বাবার নাম করে তাঁর বন্ধুদের কাছ থেকে টাকা ধার করবার একটি সহজ মওকা মিলে গেলো। একদিন আমি নায়রোবি থেকে খবর পেলুম যে বাবা ভারতবর্ষে বেড়াতে গেছেন। অতএব নায়রোবি থেকে কোনো টেলিগ্রাম পাবার পর বাবার বন্ধুরা যাচাই করতে পারবেন না যে এই প্রেরিত টেলিগ্রাম জাল না সত্যি।

এবার আমি নায়রোবিতে আমার বন্ধুদের কাছে লিখলুম। বাবার নাম করে ওরা যেন বাবার দুই বন্ধুর কাছে টেলিগ্রাম পাঠায়। এই টেলিগ্রামে লেখা থাকবে: আমাকে যেন অতি অবশ্য কুড়ি হাজার পাউণ্ড ধার দেওয়া হয়।

যথারীতি বাবার বন্ধুদের কাছে টেলিগ্রাম পাঠানো হলো।

এই টেলিগ্রাম পাঠাবার এক সপ্তাহ বাদে আমি গিয়ে বাবার বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করলুম। বাবার বন্ধুরা আমাকে দেখে খুশি হলেন। আমি তাঁদের বললুম যে আমি শিগ্‌গিরই এক্সপোর্ট ইমপোর্ট বিজনেস শুরু করবো। আর এই ব্যবসা করবার জন্যে মূলধন চাই। তাই আমি এ টাকা ধার করছি।

আমি ভেবেছিলুম বাবার বন্ধুরা আমার কাজকর্ম নিয়ে বিবিধ প্রশ্ন করবেন। কিন্তু তারা আমাকে কোনো প্রশ্নই করলেন না। আমার টাকা পেতে কোনো অসুবিধে হলো না।

আমাদের মূলধন যোগাড় হলো।

এবার আমরা গোল্ড স্মাগলিংয়ের কাজ শুরু করলুম।

এরপর আমাদের প্রথম এবং প্রধান কাজ হলো, ক্যুরিয়ার সংগ্রহ করা। হিসেব করে দেখলুম যে এই কাজের জন্যে আমাদের জনাদশেক ক্যুরিয়ার

দরকার হবে।

আজে-বাজে লোককে ক্যুরিয়ার নিয়োগ করলে চলবে না। এই কাজের জন্যে সেয়ানা এবং হুঁশিয়ার ব্যক্তি চাই।

আমরা জানতুম ক্যুরিয়ার যদি কাজে ভুল ত্রুটি করে তাহলে আমাদের সাজা হবে জেল। কিন্তু ক্যুরিয়ারের কাজে উত্তেজনা মাদকতা আছে। আর আছে অঢেল টাকা!

ক্যুরিয়ার নিয়োগ করবার জন্যে কাগজে বিজ্ঞাপন দিলুম।

আমরা বিজ্ঞাপনে ক্যুরিয়ারের কাজকর্মের কোনো আভাষ দিলুম না। শুধু বললুম, পার্ট টাইম সেলসম্যান কাজের জন্যে লোক চাই। এই কাজের জন্যে মেয়েদের নিয়োগ করতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই।

জনি আমাকে বললো, জানো গৌতম, মেয়ে ক্যুরিয়ার হলো একেবারে আইডিয়াল। সুন্দরী সেক্সী মেয়ে হলে কাস্টমসের কর্তারা তাদের বিশেষ বিরক্ত করবেন না। বিশেষ করে মেয়েরা তাদের ব্লাউজ এবং ব্রেসিয়ারের ভেতর সোনার পাত লুকিয়ে নিতে পারবে।

আমরা স্মাগলিংয়ের কাজে মেয়েদের নেবো এই কথা শুনে লিলি এবং আলবেলা খুবই উত্তেজিত হলো। দুজনেই বললো, গোল্ড স্মাগলিংয়ের কাজে বিশেষ আনন্দ-উত্তেজনা আছে। শুধু ব্রেসিয়ারের ভেতর সোনার পাত লুকিয়ে নিলে চলবে না। আমরা 'করসেট' পরি। এই করসেটের ভেতর অতি সহজে সোনার পাত লুকিয়ে নিতে পারবো।

লিলি এবং আলবেলা বহুদিন থেকে হংকং শহর দেখবার জন্যে বায়না ধরেছিলো। এই স্মাগলিংয়ের কাজ করতে পারলে তারা অতি সহজে হংকং শহর দেখতে পাবে এ হলো তাদের বক্তব্য।

লিলির কথা শুনে জনি হাসলো। আমাকে চুপি চুপি বললো, জানো গৌতম, মেয়েদের চরিত্র বোঝা একেবারেই দুষ্কর। মেয়েরা যখন প্রেমে পড়ে তখন তারা চুপ করে থাকে। আর মেয়েরা যদি জেলাস হয় তাহলে তারা মানুষ খুন করতে পারে। আর মেয়েদের যদি একটু খোশামোদ করতে পারো তাহলে এরা তোমার জন্যে যে কোনো অসাধ্য সাধন করবে।

আমি মনে মনে জনির কথাগুলোকে স্বীকার করে নিলুম। শুধু তাই নয়। ঠিক করলুম যে লিলি এবং আলবেলাকে আমার হাতের মুঠোয় রাখতে হবে। নোংরা কাজের জন্যে সুন্দরী মেয়ে একান্ত আবশ্যক।

ক্যুরিয়ারের কাজের বিজ্ঞাপন কাগজে প্রকাশিত হবার পর আমরা বহু দরখাস্ত পেলুম। বিভিন্ন শ্রেণীর এবং বিভিন্ন অভিজ্ঞতাপূর্ণ লোক এই চাকরীর

জন্যে আবেদন করেছে। প্রত্যেক প্রার্থীই তাদের আবেদন পত্রের সঙ্গে একটি করে ফটো পাঠিয়েছে। এইসব প্রার্থীদের অভিজ্ঞতা যাচাই করে এবং তাদের ছবি দেখে আমরা তাদের ইণ্টারভ্যিউর জন্যে ডাকলুম।

ঠিক হলো যে প্রার্থীদের সঙ্গে প্রথমে আমি, লিলি আর আলবেলা কথা বলবো। জনি পরে এইসব প্রার্থীদের বাজিয়ে দেখবে, এরা কী সত্যি সত্যি স্মাগলিং কাজের জন্যে উপযুক্ত না পুলিশের চর।

আমরা আরো ঠিক করলুম যে প্রার্থীদের আসল কাজের কোনো আভাষই দেবো না। তারা যেন কোনো প্রকারেই জানতে না পারে আমরা কী ধরনের কাজের জন্যে এদের ডেকেছি।

এরা যদি কোনো প্রকারে টের পায় যে আমরা গোল্ড স্মাগলিংয়ের কাজকর্ম করছি তাহলে আমাদের স্মাগলিংয়ের সমস্ত প্ল্যান ভণ্ডুল হয়ে যাবে। বাজারে জানাজানি হয়ে যাবে। পুলিশ এবং কাগজের লোকেরা জানতে পারবে যে আমরা গোল্ড স্মাগলিংয়ের কাজ করছি। আমি পুলিশ এবং কাগজওয়ালাদের সবচেয়ে বেশী ভয় করি।

প্রার্থীদের ইণ্টারভ্যিউ নেবার জন্যে একটি হোটেলের ছোট্ট রুম ভাড়া করলুম। কারণ আমরা এইসব প্রার্থীদের জানাতে চাইনে আমরা কে—কী আমাদের আসল কাজকর্ম। প্রার্থীদের বিদ্যে-বুদ্ধি যাচাই করবার জন্যে আমরা বিভিন্ন প্রথা অবলম্বন করলুম। একটি কাগজে বিভিন্ন প্রশ্ন লিখে দিলুম। সবাইকে বললুম যে এইসব প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। এই জবাব থেকে আমরা প্রার্থীদের বিদ্যা এবং যোগ্যতা যাচাই করতে পারবো।

আমরা প্রথমে যে ক্যাণ্ডিডেটকে ইণ্টারভ্যিউ করলুম তার নাম ছিলো সমীর। সমীর আরব দেশের ছেলে।

সমীর দেখতে ছিলো সুন্দর। নীল চোখ, কোঁকড়ানো চুল। সমীরকে দেখে আলবেলা শিষ দিয়ে উঠলো। বললো, এমন লাভলি চেহারা অনেকদিন দেখিনি।

আমি বুঝতে পারলুম সমীরকে দেখে আলবেলা আকৃষ্ট হয়েছে। লিলির মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলুম যে সে প্রলুব্ধ দৃষ্টিতে সমীরের দিকে তাকিয়ে আছে।

সমীর আমার এক প্রশ্নের জবাবে বললো, বর্ত্তমানে সে এক মেয়েদের বিউটি সেলুনে কাজ করছে।

বিভিন্ন ধরনের কাজের অভিজ্ঞতা সমীরের আছে।

সমীর মিশর দেশের লোক। কায়রোতে থাকাকালীন সে কিছুদিন ফিল্মে

কাজ করেছিলো। তারপর বেশ কিছুদিন এক্সপোর্ট, ইমপোর্টের ব্যবসা করেছিলো। কী ধরনের এক্সপোর্ট ইমপোর্ট সে কথা সমীর আমাদের বললো না। বর্তমানে মেয়েদের বিউটি সেলুনে কাজ করে। এই বিউটি সেলুনে কাজ করতে করতে রোজ মেয়েদের কাছ থেকে তাদের স্বামীদের নিন্দে কেচ্ছা শোনে। তাই বিউটি সেলুনে কাজ করতে তার ঘেন্না ধরে গেছে। সমীর এই কাজের পরিবর্তন চায়।

সমীর তার কাজের যোগ্যতা প্রমাণ করবার জন্যে অনেকগুলো সার্টিফিকেট দেখালো। সার্টিফিকেটে জর্ডনের সম্রাট হুসেনের সই দেখতে পেলুম। জনি এই সার্টিফিকেট দেখে আমার কানে ফিস্ ফিস্ করে বললো, সইটি জাল। লোকটি জাল। লোকটি সেয়ানা। একে দিয়ে আমাদের কাজ চলবে।

সমীর বহুভাষায় কথা বলতে পারতো। ফরাসী, স্প্যানিশ, জর্মান আর তার মাতৃভাষা আরবীক অনর্গল মুখে খৈ'র মতো ফুটতো।

এবার সমীর আমাকে তার হাতের একটি আংটি দেখালো। বললো, এই আংটি তাকে কুয়েটের আমীর উপহার দিয়েছে।

আমরা বুঝতে পারলুম যে সমীর মিথ্যে কথা বলছে। আর শুধু তাই নয়। সমীরের চালচলন, কথাবার্তা বলবার ভঙ্গী দেখে বুঝতে পারলুম যে সমীর বেপরোয়া প্রকৃতির ছেলে। আর এই ধরনের বেপরোয়া লোকই আমাদের কাজের জন্যে দরকার।

আমরা সমীরকে ক্যুরিয়ারের কাজে নিযুক্ত করলুম।

এরপর একটি সিসিলিয়ান মেয়ে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলো।

মেয়েটিকে দেখে আমি বিস্মিত হতবাক হলুম। কী তার রূপ, একেবারে সৌন্দর্যের রানী। তার এই সৌন্দর্য দেখে আমি উত্তেজিত হয়ে শিষ দিয়ে উঠলুম। মেয়েটির দিকে একবার তাকালে আর চোখ ফেরানো যায় না। এই মেয়েটিকে দেখে আমি যে বিচলিত হয়েছি এই কথা লিলি বুঝতে পারলো।

মেয়েটিকে তার নাম জিজ্ঞেস করলুম।

: কী নাম তোমার ?

আমার প্রশ্ন শুনে মেয়েটি হাসলো। মেয়েটি হাসলে তার গালে টোল পড়ে। ভারী মিষ্টি হাসি।

: পুষিক্যাট। নাম বলতে গিয়ে মেয়েটির পাতলা রাঙা ঠোঁট কেঁপে উঠলো।

: পুষিক্যাট! হোয়াট! আমি বিস্মিত উত্তেজিত হয়ে চীৎকার করে উঠলুম।

পুষিক্যাট। এ কী ধরনের নামরে বাবা। হয়তো আমার প্রশ্নে উত্তেজনার সুর ছিলো। আমার মনের এই উত্তেজনা হয়তো মেয়েটির দৃষ্টি এড়ালো না।

মেয়েটি এবার এক কাণ্ড করে বসলো। আমার কাছে এগিয়ে এলো এবং তারপর ব্লাউজের একটি বোতাম দেখিয়ে বললো : খুলে দেবে। বড্ডো গরম লাগছে।

প্রথমতঃ এই ব্লাউজের বোতাম খুলতে আমার সঙ্কোচ হচ্ছিলো। কিন্তু পুষিক্যাট আমার দিকে তাকিয়ে এমন মিষ্টি হাসলো যে আমি আর আপত্তি করলুম না। পটাপট করে ব্লাউজের দু-চারটে বোতাম খুলে দিলুম। মেয়েটি এবার প্রায় অর্দ্ধনগ্ন হলো।

দেহ অনাবৃত হবার পর পুষিক্যাট একটুও সঙ্কোচ বা লজ্জা বোধ করলো না। আমাদের সামনে একচক্কর ঘুরপাক খেয়ে বললো, লাভলি বডি! তাই নয় কী? পুষিক্যাট নাম আমার বাবা মা দেননি। বয় ফ্রেণ্ডরা দিয়েছে।

: বয় ফ্রেণ্ড! আমি কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলুম। বয় ফ্রেণ্ড নাম শুনে আমার মনে খানিকটা ঈর্ষা হয়েছিলো। পুষিক্যাট অপূর্ব সুন্দরী। অসামান্য দেহের গড়ন। লিলির চাইতে সুন্দরী। তার অনাবৃত দেহ মাইক্রোমিনিস্কার্ট আমার হৃদয়ে এক তীব্র কামনা সৃষ্টি করেছিলো। আমার একবার মনে হলো আমি কী পুষিক্যাটকে আমার শয্যাসঙ্গিনী করতে পারবো!

পুষিক্যাট স্বল্পভাষী। আমার প্রশ্ন শুনে মৃদু হাসলো। তার মুখে মিষ্টি হাসি দেখে আমি লজ্জা বোধ করলুম। মনে হলো যেন আমি নেহাৎ ছেলেমানুষের মতো কথা বলছি। পুষিক্যাটের মতো সুন্দরী নারীর বয় ফ্রেণ্ড থাকা কী অসম্ভব!

পুষিক্যাট বললো, আমার বয় ফ্রেণ্ড ছিলো—এই কথা বলে পুষিক্যাট থামলো। কী যেন ভাবলো। তারপর আবার বলতে লাগলো কতজন বয় ফ্রেণ্ড আমার ছিলো তার সংখ্যা গুণে বলতে পারবো না। তবে আজকাল আমার কোনো বয় ফ্রেণ্ড নেই। আর একটা কথা। আমি কোনো বয় ফ্রেণ্ডকে সহজে রেহাই দিই নি। আমার সঙ্গে কেউ কোনোদিন শয়তানি করতে পারে নি। যেমনি কেউ বদমাইশি বা শয়তানি করবার চেষ্টা করেছে অমনি তাকে কামড়ে দিয়েছি। একবার একটি ছেলের কফির পেয়ালায় বিষ মিশিয়ে দিয়েছিলুম। এই কফি পান করে ছেলেটি মরেনি বটে, তবে চিকিৎসা করবার জন্যে তাকে বেশ কিছুদিনের জন্যে হাসপাতালে কাটাতে হয়েছিলো। অবশ্য বাজারে সবাই জানতো যে ছেলেটি আমার প্রেমে ব্যর্থ হয়ে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করবার চেষ্টা করেছিলো।

পুষিক্যাটের মুখে কাহিনী শুনে আমি তাজ্জব বনে গেলুম। আমার মনে বেশ খানিকটা আতংকও হলো। এতদিন আমি অনেক মেয়ের সঙ্গে প্রেমের হাটবাজার করেছি বটে কিন্তু কোনো মেয়ে তার প্রেমিককে বিষ খাওয়াতে পারে একথা একবারও মনে জাগেনি।

জনি পুষিক্যাটের কথা শুনে একটুও বিস্ময় প্রকাশ করলো না। বরং ওর জবাব শুনে কৌতুক অনুভব করলো।

পুষিক্যাট এবার আর একটি কাণ্ড করে বসলো। তার এই ব্যবহারের জন্যে আমি একটুও প্রস্তুত ছিলুম না। পুষিক্যাট তার মুখটি আমার মুখের কাছে নিয়ে এসে বললো, কিস মী।

কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে এই কথা শুনে আমি হকচকিয়ে গেলুম। মেয়েটি কী পাগল? প্রকাশ্যে সবার সামনে আমাকে বলছে, কিস মী। আমি এবার ক্ষণিকের জন্যেও চিন্তা করলুম না। বেশ বেপরোয়া হয়ে পুষিক্যাটকে জড়িয়ে ধরলুম এবং চুমু খেলুম।

ভারী নরম ঠোঁট। পুষিক্যাট তার দাঁত দিয়ে আমার ঠোঁট কামড়ে ধরলো। সহজে সে আমাকে ছাড়লো না। অনেকক্ষণ আমাকে জড়িয়ে ধরে রইলো।

আমি পুষিক্যাটের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলুম যে আনন্দে তার চোখে জল এসেছে।

এবার আমি আর জনি পুষিক্যাটকে প্রশ্ন করতে শুরু করলুম।

আমাদের একটি প্রশ্নের জবাবে পুষিক্যাট বললো, আমার যখন বারো বছর বয়স তখন আমি একটি ছেলের সঙ্গে বাড়ী থেকে পালিয়ে যাই। অবশ্য এই ছেলেটির সঙ্গে বেশিদিন ঘর করিনি, তারপর কয়েকদিন বাদে আমি এই ছেলেটিকে ছেড়ে চলে যাই।

জনি আমার কানে ফিস্ ফিস্ করে বললো, সেয়ানা মেয়ে। একে দিয়েও আমাদের কাজ চলবে।

এবার আমরা পুষিক্যাটকে আমাদের স্মাগলিং ব্যবসার কথা খুলে বললুম।

: আমরা এক বিপজ্জনক কাজ করতে যাচ্ছি পুষিক্যাট। ধরা পড়লে বেশ কয়েক বছরের জেল খাটতে হবে। আমাদের এই বিপজ্জনক কাজ হলো গোল্ড স্মাগলিং—এই কথা বলে আমি পুষিক্যাটের মুখের দিকে তাকালুম। তার মুখের প্রতিক্রিয়া দেখবার জন্যে।

আমি ভেবেছিলুম পুষিক্যাটের মুখে আতংকের চিহ্ন ফুটে উঠবে। তা না হয়ে বরং আমার কথা শুনে পুষিক্যাট সোল্লাসে চীৎকার করে উঠলো।

খুশিতে উদ্বেলিত হয়ে ঘরের মধ্যে এক চক্কর ঘুরে বললো, লাভলি। গোল্ড স্মাগলিং! এই কাজের মধ্যে জীবন আছে আর আছে এক্সসাইটমেন্ট। আমি এই গোল্ড স্মাগলিংয়ের কাজ করবো।

আমরা পুষিক্যাটকেও আমাদের দলে টেনে নিলুম।

ইতিমধ্যে আর একটি ঘটনা আমাদের সবাইকে বিচলিত করে তুললো।

একদিন লণ্ডনের একটি দৈনিক সংবাদপত্রের দুজন রিপোর্টার আমাদের কেনসিংটনের বাড়ীতে আলবেলাকে খোঁজ করতে এলো।

কী ব্যাপার? আমি বিস্মিত কৌতূহলী হয়ে জনিকে জিজ্ঞেস করলুম। কাগজের রিপোর্টারদের আমি সদা-সর্বদাই এড়িয়ে চলি। তাই প্রেস রিপোর্টারের নাম শুনে আমি একটু ভয় পেলুম।

জনি প্রেস রিপোর্টারদের সঙ্গে কথা বলতে লাগলো। পরে আমাকে এসে সে বললো, একটি কাগজে ছাপা হয়েছে যে একটি ফিল্ম কোম্পানী গোল্ড স্মাগলিংয়ের কাহিনী ভিত্তি করে একটি ছবি তুলছে। আর এই ছবির নায়িকা হবে আলবেলা। তাই প্রেস রিপোর্টারের দল আলবেলাকে ইণ্টারভিউ করতে এসেছে।

রিপোর্টারের দল চলে যাবার পর শুনতে পেলুম যে দুদিন আগে সহোর এক নাইট ক্লাবে মদের নেশার ঘোরে আলবেলা অনেক বেসামাল কথা বলেছে। আলবেলা বলেছে যে সে একটি গোল্ড স্মাগলিংয়ের বইতে অভিনয় করবে। আলবেলার কাহিনী শুনে ফিল্মের কর্তারা বিশেষ উৎসাহিত বোধ করেছেন এবং পরে আলবেলার কাহিনী ভিত্তি করে তারা গোল্ড স্মাগলিংয়ের উপর একটি ছবি তুলবার সংকল্প করেছেন। আর এই ছবির নায়িকা হবে আলবেলা।

আমরা আরো শুনতে পেলুম যে আলবেলা ফিল্মের কর্তাদের সঙ্গে একটি চুক্তি করেছে যে এই ছবিতে তার দুটি ন্যুড শট নেয়া হবে। আর এই বইতে অভিনয় করবার জন্যে আরো বহু ছেলেমেয়েকে ইণ্টারভিউ করা হচ্ছে।

খবরটি শুনে আমি আর জনি হাসলুম বটে কিন্তু আমাদের মনে খানিকটা আতংক হলো। খবরের কাগজে কোনো সংবাদ প্রকাশ হওয়া মানে সমস্ত খবর পুলিশের কানে যাওয়া। এই গোল্ড স্মাগলিং ফিল্মের খবর যেদিন কাগজে ছাপা হবে সেদিন থেকে পুলিশ আর ইণ্টারপোলের কর্তারা আমাদের খোঁজ-খবর নিতে শুরু করবেন। তখন আমরা কী করবো?

কাগজওয়ালাদের আগমনের পর আমরা সতর্ক হলুম।

জনি বললো, কিছুদিনের জন্যে আমাদের গা ঢাকা দিয়ে থাকাই হবে

বুদ্ধিমানের কাজ। কারণ এই গোল্ড স্মাগলিং ছবি তৈরী করবার কথা যেদিন কাগজে ছাপা হবে সেদিন থেকে বিস্তর ছেলেমেয়ে আমাদের বাড়ীতে এসে অভিনয় করবার জন্যে ধর্না দেবে। সবাই ফিল্মে অভিনয় করতে চাইবে। এইসব ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে দূরে সরে থাকাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।

আমরা কাগজওয়ালাদের বললুম, এই গোল্ড স্মাগলিং ছবি তৈরী করবার কথা একেবারেই মিথ্যে।

আমরা কিছুদিনের জন্যে গা ঢাকা দিয়ে রইলুম।

এরপর লিলি আর আমি ক্যারিয়ারদের সোনা স্মাগল করবার কাজকর্মে তালিম দিতে লাগলুম।

সোনা স্মাগল করবার জন্যে মেয়েদের ব্যবহারের বিশেষ ধরনের করসেট এবং ব্রেসিয়ার তৈরী করলুম। এমনি ধরনের ব্রেসিয়ার তৈরী করা হলো যে এই ব্রেসিয়ার দেখলে কেউ বুঝতে পারবে না যে এর ভেতুর সোনা লুকানো যায়। শুধু দূর থেকে মেয়েটির বুকের দিকে তাকালে মনে হবে যে তার বক্ষস্ফীত। আমরা জানতুম যে কাস্টমসের কর্তারা চট করে মেয়েদের ব্রেসিয়ার পরীক্ষা করতে চাইবেন না।

তবু সাবধানের মার নেই।

একটি করসেট এবং ব্রেসিয়ারের ভেতর সোনার পাত ভরে নিয়ে লিলি আমার সামনে দিয়ে দু'চারবার হাঁটলো। আমি বেশ তীক্ষ্ণ নজর দিয়ে লিলির দিকে তাকিয়ে দেখলুম যে লিলিকে দেখলে কারুর মনে কোনো সন্দেহ জাগে কিনা?

লিলি আমাদের তৈরী স্পেশাল ব্রেসিয়ার-এর করসেট পরে হাঁটবার পর এই স্পেশাল করসেট এবং ব্রেসিয়ার পুষিক্যাটকে পরতে দিলুম।

সাধারণতঃ পুষিক্যাট খুবই লোভনীয় এবং দৃষ্টি আকর্ষণ করে এমনি পোষাক পরতো। মাইক্রোমিনিস্কার্ট আর গায়ে থাকতো খুবই পাতলা একটা ব্লাউজ। তার এই ব্লাউজ এতো সূক্ষ্ম ছিলো যে দেহের প্রতিটি অংশ বেশ স্পষ্ট দেখা যেতো। আমরা দেখতে পেলুম যে এমনি ধরনের ব্লাউজ কিংবা স্কার্ট যদি পুষিক্যাট পরে তাহলে তার ব্রেসিয়ার এবং করসেট কাস্টমসের কর্তাদের চোখে পড়বে। কী করবো?

আমরা পুষিক্যাটকে বললুম যে মিনিস্কার্ট পরা ঠিক হবে না। এর পরিবর্তে বড়ো ব্লাউজ এবং স্ল্যাকস পরা দরকার।

কিন্তু আমার মন যেন বলতে লাগলো যে পুষিক্যাট পুলিশ এবং কাস্টমসের

দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। তার কারণ পুষিক্যাট ছিলো অপূর্ব সুন্দরী। একবার তার দিকে তাকালে দৃষ্টি ফেরাবার উপায় নেই।

সমীরও আমাদের করসেট পরে দু'তিনবার হাঁটলো। তার হাঁটা দেখেও সন্দেহ করবার উপায় ছিলো না। সমীর আমাদের বললো, আমার হাঁটতে একটুও অসুবিধে হচ্ছে না।

কয়েকদিন বাদে লিটলজনের কাছ থেকে এক কেব্‌ল্ পেলুম। এই কেব্‌লে লেখা ছিলো, মার শরীর খারাপ। শিগ্‌গির আসুন।

এই সংবাদটি ছিলো কোড ভাষা অর্থাৎ মাঠ পরিষ্কার। কাজ শুরু করা যাক।

এই কেব্‌ল্ পাবার পর আমি, লিলি আর জনি ব্রাসেলসে এলুম। কারণ আমরা ঠিক করেছিলুম যে আমরা ব্রাসেলসের ব্যাঙ্ক থেকে সোনা কিনবো।' এখান থেকে সোনা কিনলে কোনো হাঙ্গামা হবে না।

তারপর প্লেনের টাইম টেবিল দেখে ক্যারিয়ারদের যাত্রার ছক কাটলুম।

ঠিক করলুম যে হংকংয়ে যাবার জন্যে আমরা বিভিন্ন কোম্পানীর প্লেন ব্যবহার করবো।

লিটলজনের কাছ থেকে গ্রীণ সিগন্যাল পাবার পর আমরা কাজ শুরু করলুম।

ঠিক হলো সমীর হবে আমার প্রথম ক্যারিয়ার।

হংকং হয়ে লিটলজন আমাদের কাছে প্রতি দেশের কাস্টমসের রীতিনীতির একটা ফিরিস্তি পাঠিয়েছিলো। আমরা লিটলজনের কাছ থেকে প্রাপ্ত এই রিপোর্টটি সমীরকে পড়তে দিলুম।

জনি প্রস্তাব করলো, সোনা হংকংয়ে নিয়ে যাবার আগে সমীর এবং পুষিক্যাটকে এই হংকংয়ে যাবার রাস্তা দিয়ে একবার ট্যুরিষ্ট হিসেবে পাঠানো হোক। এরা দু'জনে এই রুট পরীক্ষা করবে। অর্থাৎ এই রাস্তা দিয়ে যাবার সময় কোনো বাধা বিপত্তি হতে পারে কিনা সেইটে যাচাই করা দরকার।

আমি জনির এই প্রস্তাবে যুক্তি খুঁজে পেলুম। এই রুট পরীক্ষা করতে আমাদের দশদিন কেটে গেলো। সমীর ফিরে এসে উৎসাহজনক রিপোর্ট দিলো। বললো, বোম্বাইয়ের কাস্টমস ছাড়া আর কোনো দেশের কাস্টমস অফিসার হাঙ্গামা করে না। বোম্বাইয়ের লোকগুলো এতো নচ্ছার যে ওরা ট্রানজিট লাউঞ্জে এসে যাত্রীদের বিরক্ত করে।

জনি বললো, ভারতবর্ষে সোনা নিয়ে যাবার সব চাইতে ভালো রাস্তা হলো সমুদ্র দিয়ে জাহাজে করে সোনা নিয়ে যাওয়া। প্রতি সপ্তাহে দুবাই শহর থেকে

ছোট ছোট জাহাজ বোম্বাইতে যায়। এই সব জাহাজে করে সোনা স্মাগল করলে কেউ কিছু জানতে পারবে না। ভারতবর্ষে সোনার বাজার খুবই চড়া। এই সোনার বাজারকে উপেক্ষা করা ঠিক হবে না।

জনি আরো বললো, গৌতম আরব দেশের মেয়েরা ভারতবর্ষে সোনা স্মাগল করবার জন্তে প্রস্তুত আছেন। কুয়েটে আমার এক শেখ বন্ধু আছেন। ভদ্রলোকের নাম হলো, শেখ আবদাল্লা। ওঁর সুইস ব্যাঙ্কে মোটা টাকার ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্ট আছে। বোম্বাইতে সোনা স্মাগল করে উনি প্রচুর টাকা করেছেন। জানো উনি কী করে সোনা স্মাগল করতেন? ডিম আর টোম্যাটোর ভেতর সোনার পাত ভরে নিয়ে যেতেন।

আমাকে স্বীকার করতে হলো যে শেখ আবদাল্লার এই সোনা স্মাগলিংয়ের কাজকর্মের ভেতর বেশ নতুনত্ব ছিলো কিন্তু বর্তমানে ভারতবর্ষে সোনা স্মাগল করবার কোনো ইচ্ছেই আমাদের ছিলো না। আমরা বোম্বাইয়ের কাস্টমস কর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইনে। কাজেই আমি জনিকে বললুম, স্যরি জনি, আজ আমাদের ইণ্ডিয়াতে লুকিয়ে সোনা নিয়ে যাবার কোনো ইচ্ছে নেই। আমরা সবেমাত্র এই স্মাগলিংয়ের ব্যবসা শুরু করেছি। আখেরেই যদি সোনা স্মাগল করতে গিয়ে পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করি তাহলে আমরা আর কোনোদিনই হংকং টোকিওতে সোনা পাঠাতে পারবো না।

আমি আর লিলি এবার ব্রাসেলসের ব্যাঙ্ক থেকে চোদ্দ কিলো সোনা কিনলুম। এই চোদ্দ কিলো সোনার দাম বাবদ আমাকে বারো হাজার ব্রিটিশ পাউণ্ড দিতে হলো। ব্রাসেলসের কোনো ব্যাঙ্ক থেকে সোনা কিনলে কেউ কোনো প্রশ্ন করে না কিন্তু এই সোনা যদি সাধারণ জহুরীর দোকান থেকে কেনা হয় অমনি সেই খবর পুলিশের কানে যায়। এইসব জহুরীদের ইন্টারপোলের সঙ্গে যোগাযোগ আছে।

আমাদের প্ল্যান অনুযায়ী সমীর সোনা নিয়ে রওনা হয়ে গেলো। আমি লিটলজনকে একটি ছোট্ট কাগজে লিখে দিলুম যেন সোনা বিক্রির টাকা অবিলম্বে টেলেক্স করে ব্রাসেলসের ব্যাঙ্কে পাঠানো হয়। তারপর সমীর প্লেনে উঠবার পর আমি একটি কোড টেলিগ্রাম করে লিটলজনকে জানালুম যে সমীর সোনা নিয়ে হংকং রওনা হয়ে গেছে।

ঠিক হলো লিটলজন ব্রাসেলসের ব্যাঙ্কে টাকা পাঠাবার পর পুষিক্যাট সোনা নিয়ে রওনা হবে। পুষিক্যাট সোনা স্মাগল করবার জন্তে ব্যাকুল হয়েছিলো। পুষিক্যাটের বক্তব্য হলো যে সোনা স্মাগল করবার কাজের মধ্যে বৈচিত্র্য, নতুনত্ব এবং উত্তেজনা আছে।

ইতিমধ্যে লিলি প্রত্যেক ক্যুরিয়ারকে তাদের কাজকর্মের ট্রেনিং দিচ্ছিলো। কাজে নিযুক্ত করবার পর আমরা ক্যুরিয়ারদের তাদের কাজের আভাষ দিয়েছিলুম।

লিলি এইসব ক্যুরিয়ারদের শেখাচ্ছিলো, কী করে কাস্টমসের চোখে ধুলো দিয়ে সোনা স্মাগল করতে হবে। ক্যুরিয়াররা আমাদের এই কাজে বেশ উৎসাহ এবং আগ্রহ দেখালো। কয়েকদিনের মধ্যে তারা স্মাগলিংয়ের নানা ধরনের জটিল নিয়ম-কানুনে বেশ পাকাপোক্ত হয়ে উঠলো।

সমীর হংকংয়ে চলে যাবার পর আমরা ছত্রিশ ঘণ্টা বেশ উৎকণ্ঠিত হয়ে কাটালুম।

আমার সন্দিগ্ধ মন। মাঝে মাঝে আমার মনে প্রশ্ন জাগলো সমীর কী হংকংয়ে কাস্টমসের চোখে ধুলো দিয়ে সোনা স্মাগল করতে পারবে?

পরের দিন আমি ব্যাঙ্কে গিয়ে জিজ্ঞেস করলুম যে হংকং থেকে আমার নামে কোনো টাকা পাঠানো হয়েছে কিনা? ব্যাঙ্কের কেরানী আমাকে নিরাশ করলো। বললো, কোনো টাকা আসেনি।

আমার দুশ্চিন্তা বাড়লো।

তাহলে কী সমীর হংকং পৌছয়নি। সমীর কী ধরা পড়েছে? এই ধরনের নানা প্রশ্ন আমার মনকে উত্তেজিত এবং চঞ্চল করে তুললো।

আমি জনিকে বলুলম, যদি সমীর ধরা পড়ে থাকে তাহলে আমাদের বুঝতে হবে যে আমাদের এই স্মাগলিং প্ল্যানের ভেতর ভুল ত্রুটি আছে। আমাদের সতর্ক হতে হবে।

জনি বললো, আরো চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে আমাদের চুপ করে বসে থাকতে হবে। লিটলজনের কাছ থেকে টাকা না পাওয়া অবধি আমাদের পুষিক্যাটকে হংকংয়ে সোনা সমেত পাঠানো বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

আমি জনির এই প্রস্তাবে যুক্তি খুঁজে পেলুম। পুষিক্যাট আমাদের প্রস্তাব শুনে রেগে আগুন হলো। কারণ সে হংকংয়ে যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে ছিলো। কিন্তু যেই শুনতে পেলো যে তার হংকংয়ে যাওয়া কিছুদিনের জন্যে স্থগিত রাখা হয়েছে অমনি তার মেজাজ সপ্তমে উঠলো। আর পুষিক্যাটের মেজাজ ঠাণ্ডা করতে আমাদের বেশ বেগ পেতে হলো। পুষিক্যাট স্প্যানিশ মেয়ে গরম রক্ত। মেজাজ খারাপ হলে সে বিতিকিচ্ছিরি কাণ্ড করে বসে। পুষিক্যাটের মেজাজ শান্ত করবার জন্যে তার সঙ্গে আমাকে একরাত সহবাস করতে হলো।

দুদিন বাদে ব্যাঙ্ক থেকে খবর পেলুম যে হংকং থেকে আমার নামে টেলেক্স

করে টাকা পাঠানো হয়েছে।

আমার মনের দুশ্চিন্তা দূর হলো। সমীর নিরাপদে হংকংয়ে পৌঁছেছে এবং লিটলজন সোনা বিক্রী করেছে এইটে ছিলো মস্ত আনন্দের খবর।

পরের দিন পুষিক্যাটকে হংকংয়ে পাঠানো হলো।

প্লেনে উঠবার আগে আমি আর জনি পুষিক্যাটকে অনেক নির্দেশ দিলুম। পুষিক্যাট সুন্দরী মেয়ে। অতি সহজেই যাত্রী এবং কাস্টমস কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। সাবধান, কখনো যেন মন খুলে কারুর সঙ্গে কথা না বলে— পুষিক্যাটকে বললুম। প্লেনের কোনো যাত্রী যে ইন্টারপোলের গুপ্তচর নয় এই কথা সহজে কেউ বলতে পারে না। একবার যদি ইন্টারপোলের কর্তারা আমাদের কাজকর্মের হদিশ পান তাহলে আমাদের ভয়ানক বিপদে পড়তে হবে। পুষিক্যাট যেন কোনো যাত্রীকে বিশ্বাস না করে।

আমি পুষিক্যাটকে চুপি চুপি বললুম, সাবধান কারুর সঙ্গে আবার প্রেম-ট্রেম করতে যেও না যেন।

পুষিক্যাট চোখ নাচিয়ে বললো, গৌতম ইউ আর জেলাস।

আমি পুষিক্যাটের কথার প্রতিবাদ করবার চেষ্টা করলুম। বললুম, আমি জেলাস নই। একটা কথা মনে রেখো। প্লেনের যাত্রীরা তোমার সঙ্গে কথা বলবার, প্রেম করবার চেষ্টা করবে। এইসব যাত্রীদের কাজ হলো তোমার মনের কথা বের করা।

পুষিক্যাট আমার কথা শুনে হাসলো। ভারী মিষ্টি হাসি। তার হাসি আমাকে মুগ্ধ করলো।

পুষিক্যাট আমার গালে একটি চুমু খেয়ে বললো, গৌতম ভয় পেও না। আমার পেট থেকে কথা বের করবে এমন পুরুষ আজ অবধি জন্মায় নি। আর কাস্টমসের কর্তাদের কথা ছেড়ে দাও। ওরা তো ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির নন। ওদের আমি বশ করে হাতে রাখবো।

পুষিক্যাট আমাকে আশ্বাস দিলো বটে কিন্তু তবু আমার মন বলতে লাগলো পুষিক্যাট আমাদের বিপদ সৃষ্টি করবে।

পুষিক্যাটকে প্লেনে উঠিয়ে দেবার পর আমি হোটেলে ফিরে এসে দেখলুম লিটলজন আমাকে বেশ বড়ো চিঠি লিখেছে। এই চিঠিতে অনেক প্রয়োজনীয় খবর ছিলো। চিঠির বিষয় উল্লেখযোগ্য।

লিটলজন লিখেছে—ব্রাদার গৌতম,' টাকা পাঠাতে দেরী হলো। কেন দেরী হলো তার কারণ খুলে লিখছি। এখানকার ব্যাঙ্কে খোঁজখবর নিয়ে জানলুম যে হংকং থেকে ব্রাসেলসের ব্যাঙ্কে সোজাসুজি টাকা পাঠানো সম্ভব

নয়। কারণ হংকংয়ে যে কারেন্সী ব্যবহার করা হয় তার নাম হলো ডলার। হংকং থেকে আমরা যদি লণ্ডনের কোনো ব্যাঙ্কে টাকা পাঠাই তাহলে লণ্ডনের ব্যাঙ্কের কর্তারা জানতে পারবেন এই টাকা পাঠাচ্ছে কে! কারণ হংকং হলো ব্রিটিশ কলোনী। আর লণ্ডনের ব্যাঙ্ক হংকং ব্যাঙ্কের প্রতিটি লেনদেনের খবর রাখে। তাই আমরা ঠিক করেছি যে ব্রাসেলসে টাকা পাঠাবার সব চাইতে ভালো উপায় হলো ন্যুইয়র্ক মারফৎ টাকা পাঠানো।

এদিকে আর এক বিপদ দেখা দিয়েছে। প্রতিদিন ন্যুইয়র্কের বাজারে ডলারের দাম কমে যাচ্ছে। যাক এখানকার ব্যাঙ্কের কর্তাদের ধরে আমি ব্রাসেলসে সোজাসুজি টাকা পাঠাবার বন্দোবস্ত করছি।

মাল নিয়ে সমীর নির্বিঘ্নে পৌঁছেছিলো। সমীর যেদিন এলো সেদিন আমি এয়ারপোর্টে গিয়েছিলুম। কাস্টমসের কর্তাদের মনে একটুও সন্দেহ জাগেনি যে সমীর গোল্ড স্মাগলার।

সেদিন রাত্রিবেলা আমি সমীরের কাছ থেকে মালের ডেলিভারী নিলুম। কয়েক ঘণ্টা বাদে আমরা দুজনে এই মাল খদ্দেরের কাছে বিক্রী করলুম। পরের দিন সকালে ব্যাঙ্কের দরজা খুলবার সঙ্গে সঙ্গে টাকা টেলেক্স করে ব্রাসেলসে পাঠাবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু এই টাকা পাঠাতে গিয়ে আমাকে কম ঝক্কি পোহাতে হয়নি। এই টাকা পাঠাবার জন্যে আমাকে কতো হাঙ্গামা করতে হয়েছিলো তার পুরো ফিরিস্তি তোমাকে আগেই দিয়েছি।

এবার তোমাকে কুনলুনের ব্যবসা এবং হংকং টোকিওর সোনার বাজার সম্বন্ধে খানিকটা আভাষ দেবো। এই কাহিনী আজ একটু ফেনিয়ে বলছি, কারণ, যদি কোনো কারণে কোনোদিন আমরা এই গোল্ড স্মাগলিংয়ের ব্যবসা গুটিয়ে নিই তাহলে আমরা আর একটা লাভজনক ব্যবসা শুরু করতে পারবো। আর এই ব্যবসা হলো: নার্কোটিক্স্ মানে ড্রাগস স্মাগলিংয়ের ব্যবসা অর্থাৎ হাসিস হেরোন ড্রাগস কাস্টমসের চোখে ধুলো দিয়ে দেশে নিয়ে যাওয়া।

এই ড্রাগস স্মাগলিংয়ের কথা বলবার আগে তোমাকে কুনলুনের ব্যবসার কিছুটা বলবো। হাজী আমাকে ঠিক কথাই বলেছিলো যে কুনলুন অতি ধুরন্ধর সেয়ানা ব্যবসায়ী।

হংকং শহরে কুনলুন বেশ সমৃদ্ধ এবং ক্ষমতাশালী ব্যবসায়ী।

তার প্রচুর পয়সা আছে এবং কুনলুন বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা করে থাকে। এই ব্যবসার প্রফিট থেকে কুনলুন হংকংয়ের পুলিশকে বেশ মোটা টাকা ঘুষ দেয়।

এবার কুনলুনের ব্যবসার হিসেব তোমাকে দিচ্ছি। এক নম্বর—কুনলুন

কারেন্সী স্মাগলিংয়ের ব্যবসা করে থাকে। ভাবছো এই কারেন্সী স্মাগলিংয়ের ব্যবসাটি কী? আজকাল পৃথিবীর বহু দেশে বিদেশী মুদ্রা নিয়ে দেশের ভেতরে ঢোকা যায় না কিংবা সেই দেশের মুদ্রা বাইরে পাঠানো যায় না। এই সব অঞ্চলে সরকারের চোখে ধুলো দিয়ে বিদেশী মুদ্রা দেশের ভিতর নিয়ে যেতে হয়। সাউথ ইষ্ট এশিয়ার বহু দেশে এই বিদেশী মুদ্রা নিয়ে ঢুকবার অসুবিধে আছে। আর এই সব দেশগুলো থেকে বাইরে টাকা পাঠানো একেবারেই অসম্ভব। এই সব দেশগুলোর মধ্যে ইণ্ডিয়া, বর্মা, ইন্দোনেশিয়া, সিলোন, পাকিস্তানের নাম উল্লেখযোগ্য। এই সব দেশ থেকে কেউ যদি কখনও হংকংয়ে আসে তবে সে একবার কুনলুনের দোকানে ধর্না দেবেই দেবে। বিদেশী মুদ্রার দরকার হলে কুনলুন এই সব লোকদের সাহায্য করবে। পৃথিবীর যে-কোনো দেশের মুদ্রা তোমার দরকার হোক না কেন কুনলুনের ভাণ্ডারে সব রকমের সব দেশের কারেন্সী আছে। কুনলুন এই সব লোকদের কাছে আমেরিকান ডলার জর্মান দয়েচমার্ক ব্রিটিশ ষ্টার্লিং বিক্রী করে থাকে। আর এই বিদেশী মুদ্রার পরিবর্তে কুনলুন এদের কাছ থেকে ঐ দেশের মুদ্রা গ্রহণ করে থাকে। এক আমেরিকান ডলারের দাম যদি হয় আট ভারতীয় টাকা কিংবা পনেরো বর্মীজ টাকা তবে কুনলুন এই সরকারী দামের দ্বিগুণ টাকা খদ্দেরের কাছ থেকে আদায় করবে। কুনলুন এই দেশের টাকা দিয়ে ঐ দেশগুলো থেকে আপিম, হাসিস কিনে হংকংয়ে আমদানী করে থাকে। এই কারেন্সী স্মাগলিংয়ের ব্যবসা বেশ লাভজনক ব্যবসা।

কুনলুনের আর একটি লাভজনক ব্যবসা হলো বিদেশে মেয়ে পাচার করা। আমার এই কথা শুনে চমকে উঠোনা। গার্ল স্মাগলিং ইজ এ প্রফিটেবল ইণ্টারেস্টিং বিজনেস। হাজীর মুখে সর্বপ্রথম এই গার্ল স্মাগলিং ব্যবসার কথা শুনেছিলুম। মক্কায় হজ তীর্থ করতে যাবার সময় হাজী এই গার্ল স্মাগলিংয়ের ব্যবসা করতো। অবশ্য কুনলুন এই গার্লস স্মাগলিংয়ের ব্যবসা আরো উঁচু স্তরে করে থাকে।

য়ুরোপ এবং আমেরিকার বহু প্রান্তে কুনলুন সুন্দরী চীনি, বর্মীজ, ইন্দোনেশিয়ান, মালেশিয়ান মেয়ে রপ্তানী করে। আর এই সব মেয়েদের দিয়ে কী ধরনের ব্যবসা করা হয় তার খানিকটা প্রমাণ প্যারীর পিগাল নাইটক্লাবগুলোতে দেখতে পাবে। একবার যদি কখনও হংকংয়ে আসো তাহলে কুনলুনের এই গার্ল স্মাগলিং ব্যবসার খানিকটা পরিচয় তোমাকে দেবো।

কুনলুনের তৃতীয় ব্যবসা হলো দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশগুলোর গরিলা বাহিনীর কাছে বিভিন্ন ধরনের আর্মস স্প্লাই করা, এমনকি পিকিং

সরকারও কুনলুনের সাহায্য নিয়ে চীনি হাতিয়ার পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের গরিলা বাহিনীর কাছে সরবরাহ করে থাকেন। শুনলে অবাক হবে যে কুনলুন আমেরিকান সি-আই-এর কাছ থেকে টাকা খেয়ে তাদের হাতিয়ার চীনি এবং রুশ বিরোধী গরিলা বাহিনীর কাছে বিক্রী করে। আবার এদিকে কুনলুন চীনি সরকারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চীনি হাতিয়ার বর্মার সরকার বিরোধী বিপ্লবীদের কাছে বিক্রী করছে। সেদিন কুনলুন আমার কাছে বড়াই করে বলছিলো যে তার কাছ থেকে হাতিয়ার না পেলে ইন্দোনেশিয়ার আর্মি ইন্দোনেশিয়ান কম্যুনিষ্টদের শায়েস্তা করতে পারতো না। তুমি নিশ্চয় জানো যে বর্মার বিভিন্ন অঞ্চলে চিয়াং কাইসেকের সৈন্যবাহিনী ছড়িয়ে আছে। এইসব সৈন্যবাহিনীদের কাছে কুনলুন আর্মস সাপ্লাই করছে। আর এদিকে ভারতবর্ষে নাগাদের কাছে হাতিয়ার সাপ্লাই করছে কে জানো? কুনলুন!

কিন্তু কুনলুনের সব চাইতে লাভজনক ব্যবসা হলো ড্রাগস স্মাগল করা। কুনলুনের কাছে সবরকমের অবৈধ ড্রাগস পাবে। সেদিন কুনলুন আমাকে বললো ভিয়েৎনামের যুদ্ধ যদি আর কয়েকটা দিন চলতো তাহলে সে আপিম বিক্রী করে এতো টাকা রোজগার করতো যে সেই টাকা দিয়ে গোটা আমেরিকাকে কিনতে পারতো।

ব্রাদার গৌতম, এই গার্ল স্মাগলিং এবং ড্রাগস স্মাগলিং করে বিস্তর পয়সা রোজগার করা যায়। কুনলুনের বক্তব্য হলো যে গোল্ড স্মাগলিংয়ে পয়সা নেই। এই সোনা স্মাগলিংয়ের ব্যবসা না করে আমরা যদি ড্রাগস স্মাগল করি তাহলে কয়েকদিনের মধ্যে আমরা লক্ষপতি হতে পারবো। এই ড্রাগস স্মাগলিং সম্বন্ধে তোমার মতামত জানিও।

এবার তোমাকে ড্রাগস স্মাগলিংয়ের খানিকটা গৌরচন্দ্রিকা দিচ্ছি। হয়তো আমার এই ঘটনা শোনবার পর তুমি এই ব্যবসা যে কতোটা লাভজনক তার একটা আন্দাজ করতে পারবে।

গৌতম, হংকংয়ের অনেক ব্যাঙ্ক এই ড্রাগস স্মাগলিংয়ের ব্যবসার জন্যে টাকা এ্যাডভান্স করে থাকে। সরকারী ভাবে নয় বেসরকারী প্রথায়। অর্থাৎ তুমি যদি হংকংয়ের কোনো ব্যাঙ্কের ম্যানেজারকে ভালো করে চেনো তাহলে বেনামদারীতে এই ব্যবসার জন্যে তার কাছ থেকে টাকা ধার করতে পারবে। কুনলুন অনেক ব্যাঙ্কের ম্যানেজারকে খুব ভালো করে চেনে।

এবার কুনলুন আমাদের কাছে যে প্রস্তাব করেছে তার একটা বিবরণ দিচ্ছি। কুনলুন বলেছে যে, আমরা যদি সোনা স্মাগল করে ইন্দোনেশিয়া, বর্মা, সিঙ্গাপুরে বিক্রী করতে পারি তবে ঐ দেশের কারেন্সী দিয়ে আমরা ওখান

থেকে আপিম কিনতে পারবো। তারপর কুনলুনের সাহায্য নিয়ে আমরা ঐ দেশগুলো থেকে আপিম স্মাগল করে আনবো। কুনলুন বলছে যে আপিং থেকে হেরোন বানাবার জন্যে একটি ফ্যাক্টরী ব্যাংককে খুলবে। ব্যাংককের পুলিশের কর্তাদের সঙ্গে এই ফ্যাক্টরী খোলা নিয়ে সে আলাপ-আলোচনা করেছে। ব্যাংককের শহরতলীতে এই হেরোন তৈরী করবার ফ্যাক্টরী খুলতে দিতে থাইল্যাণ্ডের পুলিশের কর্তাদের একটুও আপত্তি নেই। ওরা শুধু লাভের একটা হিস্সা চায়। ব্যাংককের পুলিশেব বড়োকর্তা সম্প্রতি কুনলুনের কাছ থেকে একজন সুন্দরী অপ্সবাকে কিনে নিয়েছেন। অতএব থাইল্যাণ্ডে আমাদের হেবোনের কারখানা খুলতে একটুও অসুবিধে হবে না।

কুনলুন বলছে যে আমরা তাইওয়ান এবং টোকিওতে অতি সহজে হেবোন স্ম'গল করতে পারবো। কুনলুন চিয়াং কাইশেকের সরকারের অনেক কর্মকর্তার সঙ্গে এই হেবোনেব ব্যবসা নিয়ে আলোচনা করেছে। ঐ শহরে কুনলুনের অনেক পুরনো বন্ধুবান্ধব আছে। চীনে বিপ্লব হবাব আগে কুনলুন সাংহাই শহবে এইসব বন্ধুদের সঙ্গে যোগসাজসে আপিমের ব্যবসা কর্তো। সাংহাই শহরে কুনলুন এবং তার বন্ধুদের নাম ছিলো গ্রীণ সার্কেল। মাও-ৎসে-তুং চীনের গদীতে বসবার পব কুনলুন এবং তার বন্ধুবা হংকং, টোকিও এবং তাইওয়ানে গিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করে।

হংকংয়ে কুনলুনের আর একটি দল আছে। এই দলের নাম হলো 'চীও-চাও।' বর্তমানকালে কুনলুনের স্মাগলিংয়ের কাজে বাধা দেবার মতো আর কোনো শক্তিশালী দল নেই। কুনলুন বলছে যে শিগগিবই সিঙ্গাপুর শহরে চীও-চাও' দলের একটি শাখা খুলবে।

তোমাকে এই ড্রাগস স্মাগলিংয়ের খানিকটা বিবরণ দিলুম। যদি এই ব্যবসা করবার তোমার কোনো ইচ্ছে, সংকল্প থাকে তবে আমাকে জানাবে। তাহলে কুনলুনেব সঙ্গে এই ব্যবসাব টার্মস নিয়ে আমি আবার আলোচনা করবো।

লিটলজনের কাছ থেকে এই দীর্ঘ চিঠি পাবার পর আমি চিন্তা করতে বসলুম। কুনলুনের প্রস্তাবানুযায়ী ড্রাগস স্মাগলিং করা কী বুদ্ধিমানের কাজ হবে? অর্থাৎ আমরা কী সোনার ব্যবসায় পাততাড়ি গুটিয়ে হেরোন মরফিন স্মাগলিংয়ের কাজ শুরু করবো?

সত্যি কথা এই গোল্ড স্মাগলিংয়ের ব্যবসায় প্রফিট কম। ধরা পড়বার সম্ভাবনাও আছে। কিন্তু আমরা সবেমাত্র এই স্মাগলিংয়ের ব্যবসা শুরু করেছি। এখন এই ব্যবসায় পাততাড়ি গোটানো বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। প্রথমতঃ

গোল্ড স্মাগলিংয়ের কাজকর্মে আমাদের হাত পাকানো দরকার।

আর একটি কথা আমার মনে পড়লো। কুনলুন ধুরন্ধর চিনী ব্যবসায়ী। সহজে আমি তার ব্যবসার পার্টনার হতে চাইনে। কুনলুনও আমার ব্যবসার পার্টনার হতে চাইবে না। আর তার সঙ্গে এই ড্রাগসের ব্যবসা করবার আগে মন খুলে কথা বলা দরকার। আমি ঠিক করলুম যে আমি গোল্ড স্মাগলিংয়ের ব্যবসা একটু জমলে হংকংয়ে গিয়ে কুনলুনের সঙ্গে এই ড্রাগস স্মাগলিং নিয়ে আলোচনা করবো।

ইতিমধ্যে পর পর দুটি ঘটনা আমাকে বিশেষ বিচলিত করলো।

একদিন প্রকাশ তার বান্ধবী শিষ্যা ফিল্ম একট্রেসকে আমার কাছে নিয়ে এলো। এই ভদ্রমহিলার নাম মার্গারেট। ভদ্রমহিলার যৌবন এবং দেহের কামনা টুইটম্বুর করছে। তার মন ভীষণ চঞ্চল। এই চঞ্চল মনকে শান্ত করবার জন্যে মার্গারেট মারিউনার নেশা করতে আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু মারিউনার নেশা ভদ্রমহিলার দেহের অস্থিরতা এবং মনের চঞ্চলতাকে দমন করতে পারেনি। এরপর ভদ্রমহিলা প্রকাশের কাছে যোগাভ্যাস করতে শুরু করেন। য়ুরোপের এই তীব্র শীতে নগ্ন দেহে যোগাভ্যাস করা সহজ কথা নয়। কিছুদিন এই নগ্ন দেহে ব্যায়াম করবার পর মার্গারেট বিরক্ত বোধ করতে শুরু করলেন। একদিন মার্গারেট প্রকাশকে বললেন যে, সে ভারতবর্ষ এবং ভারতবর্ষের মন্দিরগুলো দেখবে। মন্দির দেখবার উদ্দেশ্য কাম-চিত্রশিল্প দেখা।

একদিন সন্ধ্যার পর আমি, লিলি, জনি আর আলবেলা বসে মদ গিলছিলুম। রূপসীদের মেলায় বসে আমার চোখে বেশ রঙীন নেশা এসেছিলো। এমনি সময় প্রকাশ তার বান্ধবী মার্গারেটকে নিয়ে ঘরে ঢুকলো।

প্রকাশ এবং তার বান্ধবীকে আচমকা ঘরের ভেতর ঢুকতে দেখে আমরা সবাই বিব্রত বোধ করলুম। কারণ আমরা সবাই একটু বেসামাল হয়ে বসেছিলুম।

প্রকাশ আমাদের সঙ্গে মার্গারেটের পরিচয় করিয়ে দিলো। বললো, মিস্ মার্গারেট, হলিউডের ষ্টার, ভারতীয় যৌন-দর্শন এবং ধর্ম জানবার তাঁর প্রবল আকাঙ্ক্ষা। উনি ভারতবর্ষ ভ্রমণ করতে চান।

আমি বিস্মিত কৌতূহলী হয়ে প্রকাশ এবং মার্গারেটের দিকে তাকালুম। মেয়েদের বয়স যাচাই করা দুঃসাধ্যকর। আমি আন্দাজে অনুমান করলুম যে মিস্ মার্গারেটের বয়স প্রায় ত্রিশ। তাঁর মুখের হাব-ভাব দেখে মনে হলো যে ভদ্রমহিলার মুখের উপর দিয়ে অনেক বসন্ত অনেক বর্ষা অতিক্রম করেছে।

মার্গারেট ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে দুটো সিগারেট বের করলেন। একটি

সিগারেট নিজে ধরালেন। আর একটি সিগারেট আমাকে দিলেন। আমি সিগারেট নিতে আপত্তি করলুম। বললুম, থ্যাঙ্কস, আমি সিগারেট একদম খাই না।

মার্গারেট মিষ্টি হেসে বললেন, সিগারেট নয়, এ হলো মারিউনা।

: মারিউনা ?

আমি এই কথা শুনে বেশ সজাগ হয়ে বসলুম। বুঝতে পারলুম মার্গারেটকে যতো সহজ পাত্রী ভেবেছিলুম মেয়েটি অতো সহজ পাত্রী নয়। আমি মার্গারেটের হাত থেকে সিগারেটটি নিলুম।

মার্গারেট হাসলেন। তারপর বললেন, আমি তোমাদের সঙ্গে কাজ করতে চাই।

: কাজ ? আমার এই জবাবে শুধু বিস্ময় নয়, খানিকটা প্রশ্নও ছিলো।

: হ্যাঁ, তোমাদের এই এক্সপোর্ট বিজনেসে সেলস্‌ম্যানের কাজ করবো। এই কথা বলে মার্গারেট প্রকাশের দিকে তাকালেন।

এবার সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে স্বচ্ছ সরল হয়ে গেলো। বুঝতে পারলুম প্রকাশ মার্গারেটকে আমাদের কাজকর্মের পুরো আভাষ দিয়েছে। বলেছে আমরা স্মাগলিং করছি।

লিলি মৃদুস্বরে আমার কানে কানে বললো, গৌতম বি কেয়ারফুল। আমার মনে হয় এই মেয়েটি ফিল্ম একট্রেস নয়, মেয়েটি হলো ইন্টারপোলের স্পাই !

আমি লিলির কথা শুনে আবার মার্গারেটের মুখের দিকে তাকালুম। না, মার্গারেটকে দেখলে কখনই মনে হয় না যে মেয়েটি স্পাই।

মার্গারেট আমাদের মনের কথা বুঝতে পারলো কিনা জানি নে। আবার হেসে বললো, আমি জীবনে এ্যাডভেঞ্চার ভালোবাসি, লাভ আর এ্যাডভেঞ্চার এ দুটো জিনিস আমার সব চাইতে প্রিয়। আমি তোমাদের সোনা নিয়ে ইণ্ডিয়াতে যাবো।

: ইমপসিবল ! আমি প্রায় চীৎকার করে বললুম। অসম্ভব মিস্ মার্গারেট। আমরা ভারতবর্ষের সঙ্গে ব্যবসা করছি নে।

আমার এই কথার জবাব দিলো প্রকাশ। বললো, ভারতবর্ষের সঙ্গে ব্যবসা আরম্ভ করা দরকার। মার্গারেট আমাকে বলেছে যে ইণ্ডিয়াতে গোল্ড স্মাগল করতে পারলে প্রচুর লাভ থাকবে। তাই নয় কী মার্গারেট ? এই বলে প্রকাশ মার্গারেটের দিকে তাকালো।

: দ্যাটস রাইট। মার্গারেট প্রকাশকে সমর্থন করে বললো, গোল্ড স্মাগলারদের জন্যে ইণ্ডিয়া ইজ এ হেভেন। আমি দু'বার ইণ্ডিয়াতে শুটিং করতে

গিয়েছিলুম। প্রতিবারই প্রচুর সোনা স্মাগল করেছি। প্রকাশ আমাকে বলেছে যে সে হিমালয়ের কাছে তার আশ্রমের একটি ব্রাঞ্চ অফিস খুলবে। প্রতি মাসে আমরা দু'বার করে ঐ ব্রাঞ্চ অফিসে ভিজিট করতে যাবো। আর প্রতিবারই আমরা মোটা টাকার সোনা স্মাগল করতে পারবো।

প্রকাশ মৃদুস্বরে বললো: গৌতম, মিস্ মার্গারেট আমাদের সঙ্গে কাজ করতে চান।

: কী ধরনের কাজ? আমার এই প্রশ্নে খানিকটা উষ্ণতা ছিলো। মনে মনে আমি প্রকাশের নির্বুদ্ধিতার দোষারোপ করতে লাগলুম। কেন জানিনে আমার মন বলতে লাগলো যে প্রকাশের মূর্খামির জন্যে আমরা বিপদে পড়বো।

: আমি মার্গারেটকে আমাদের কাজের একটা ফিরিস্তি দিয়েছি। বলেছি যে আমরা ব্রাসেলস লণ্ডন থেকে সোনা স্মাগল করে হংকংয়ে নিয়ে যাবো।

সর্বনাশ! প্রকাশ বাজারে সবার কাছে বলে বেড়াচ্ছে, যে আমরা গোল্ড স্মাগল করে বেড়াচ্ছি। এই স্মাগলিংয়ের কথা যদি ঘুণাক্ষরেও ইণ্টারপোলের কর্তারা টের পান তাহলে আমাদের ব্যবসা করা তো দূরের কথা, বেশ কিছু দিনের জন্যে হাজতবাস করতে হবে।

আমি রেগে বললুম, তুমি বলছো কী প্রকাশ? তুমি যে আমাদের বিপদ ডেকে আনছো। আমাদের এই স্মাগলিংয়ের কাজকর্মের কথা যদি পুলিশের কর্তৃপক্ষ জানতে পারে, তাহলে আমাদের বাকী জীবনটা জেলখানায় কাটাতে হবে।

প্রকাশ আমাকে শান্ত করবার চেষ্টা করলো। বললো, ভাই গৌতম, রাগ কোরো না। মিস্ মার্গারেট কখনোই তাঁর পেটের কথা কারুর কাছে বলবেন না। উনি শিগগিরই হলিউডে গোল্ড স্মাগলিংয়ের একটি বইতে হিরোইনের রোলে অভিনয় করবেন। এই ছবিতে অভিনয় করবার আগে তিনি এই গোল্ড স্মাগলিংয়ের কাজকর্মের খানিকটা অভিজ্ঞতা অর্জন করতে চান।

আমি মিস্ মার্গারেটের মুখের দিকে তাকালুম।

মিস্ মার্গারেট চুপ করে আমার এবং প্রকাশের আলোচনা শুনছিলেন। এবার তিনি মুখ খুললেন। বললেন, মিষ্টার গৌতম, প্রকাশ ঠিক কথা বলেছে। আমি শিগগিরই গোল্ড স্মাগলিংয়ের একটি ছবিতে হিরোইনের রোলে অভিনয় করবো। তাই আপনাদের সঙ্গে কাজ করে কিছুটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অর্জন করতে চাই।

আমি এই কথার কী জবাব দেবো ভেবে পেলুম না। একবার জনি—

একবার লিলির মুখের দিকে তাকালুম।

জনি এবং লিলি, প্রকাশ মার্গারেটের কথা শুনে হকচকিয়ে গিয়েছিলো। তাই চট করে কোনো কথা বলতে পারলো না।

: আমি নিজের মনের উত্তেজনাকে দমাবার চেষ্টা করলুম। বললুম ভাই প্রকাশ মাপ করো। আমরা সবেমাত্র আমাদের ব্যবসা শুরু করছি। কাজ-কর্মের শুরুতেই কোনো বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি করতে চাইনে। পুলিশের দৃষ্টিও আমরা আকর্ষণ করতে চাইনে। এই তো কিছুদিন আগে আলবেলা খবরের কাগজ-ওয়ালাদের কাছে বলেছিলো যে আমরা গোল্ড স্মাগলিং নিয়ে একটি ছবি তুলছি। আলবেলার এই বিবৃতি পাঠ করে কাগজের রিপোর্টাররা আমাদের প্রতিদিন টেলিফোন করেছেন। জানতে চান আমরা কী করছি। এমন কি পুলিশের কর্তারাও হদিশ পেয়েছেন যে আমরা বেআইনী কাজকর্ম করতে শুরু করেছি। তাই এখন আমাদের খুব সতর্ক হয়ে কাজ করতে হচ্ছে। এখন আর বিপদ বাড়াতে চাইনে।

আমার কথা শুনে মিস্ মার্গারেটের মুখে নৈরাশ্যের চিহ্ন ফুটে উঠলো। বুঝতে পারলেন যে আমি তাঁকে আমাদের দলের ভেতর টানতে চাইনে।

লিলি আমার জবাবে খুশি হলো। জীবনে সে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিনী চায় না।

প্রকাশ দুঃখিত হলো। দুঃখিত বললে ভুল হবে। তার মুখে বিরক্তি ও রাগের চিহ্ন ফুটে উঠলো।

প্রকাশ একটু উষ্ণ, কর্কশ মেজাজে বললো, গৌতম, আমি তোমার এই বিজনেসের অংশীদার। অতএব এই ব্যবসার কাজকর্ম নিয়ে মন্তব্য করবার অধিকার আমার আছে।

প্রকাশের কথা শুনে আমার মেজাজ খারাপ হয়ে গেলো। প্রকাশের কাছ থেকে টাকা নেবার আগে আমরা তাকে বলেছিলুম যে প্রকাশ হবে শুধু আমাদের স্লিপিং পার্টনার। অর্থাৎ আমাদের কাজকর্ম এবং ব্যবসার নীতি নিয়ে তার মন্তব্য করবার কোনো অধিকার থাকবে না।

আমি বললুম, স্যরি প্রকাশ, আমরা মিস্ মার্গারেটকে আমাদের কোনো কাজে ব্যবহার করতে পারবো না। ওঁকে আমাদের দরকার নেই।

প্রকাশ আমাদের এই কথার কোনো জবাব দিলো না। শুধু খানিকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইলো। আমি বুঝতে পারলুম প্রকাশ মনে মনে অসম্ভব রেগে গেছে।

আমি আবার জোর গলায় বললুম, প্রকাশ তুমি আমাদের পার্টনার বটে কিন্তু আমাদের এই বিজনেসে কোনো মন্তব্য করবার অধিকার তোমার নেই।

তুমি শুধু আমাদের বিজনেসের লাভের একটা অংশ পাবে।

প্রকাশ চুপ করে গেলো। একটু বেশ উত্তেজিতভাবে ঝটকা মেরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

প্রকাশ চলে যাবার পর লিলি আমাকে বললো, গৌতম, আমাদের একটু সতর্ক হয়ে কাজ করতে হবে। তোমার এই স্বামীজি বেশ কড়া মেয়ের খপ্পরে পড়েছেন। সুন্দরী, সেক্সী একট্রেসের হাত থেকে রেহাই পাওয়া সহজ কথা নয়। আমি প্রকাশকে আর বিশ্বাস করতে পারছিনে। আমরা যদি এখন সাবধান না হই তাহলে পরে বিপদে পড়বো।

জনি লিলির কথাগুলোকে সমর্থন করলো। জনি বললো, লিলি ঠিক কথাই বলেছে গৌতম। তোমার এই স্বামীজিকে আমি একেবারেই বিশ্বাস করতে পারছিনে। আমার মন বলছে তোমার এই স্বামীজি এবং তার বান্ধবী আমাদের বিপদ ডেকে আনবেন।

কিছুদিন পুষিক্যাটের জন্যে আমরা আর একটি বড়ো হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়লুম।

পুষিক্যাট ছিলো সেক্স বম্ব। পুষিক্যাট যখন তার লোভনীয় পোষাক এবং মাদকীয় দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে কোনো পুরুষের দিকে তাকাতো তখন তার হাত থেকে কেউ সহজে রেহাই পেতো না।

প্রথমবার পুষিক্যাট যখন সোনা নিয়ে হংকং গেলো, তখন উল্লেখযোগ্য এমন কিছু ঘটলো না। আমি বিপদের আশংকা করেছিলুম কিন্তু পুষিক্যাট নিরাপদেই হংকং থেকে ফিরে এলো। পুষিক্যাট তার ব্রেসিয়ার এবং করসেটের ভেতর সোনা লুকিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো। কাস্টমস তাকে একবারও সন্দেহ করেনি।

কিন্তু হংকং থেকে ফিরে এসেই পুষিক্যাট আবার হংকংয়ে ফিরে যাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে পড়লো।

পুষিক্যাট বললো, ডার্লিং গৌতম, আই লাভ স্মাগলিং। জানো এই জীবনে এ্যাডভেঞ্চার আছে। পুরুষদের মানে কাস্টমসের কর্তাদের ধাপ্পা দিয়ে আমি আনন্দ বোধ করি। হোয়াট এ এক্সসাইমেণ্ট। আমি আবার হংকংয়ে যাবো।

আমি বিপদের আশংকা করলুম। কারণ বার বার একই রাস্তা দিয়ে এক পরমাসুন্দরী মেয়েকে যেতে দেখলে সবার মনে সন্দেহ জাগবে এই সুন্দরী ললনা কে? কী তার পেশা?

জনিও আমার সঙ্গে একমত হলো। বললো, এতো শিগগিরই পুষিক্যাটকে

হংকংয়ে ক্যুরেরিয়ার করে পাঠানো যুক্তিসঙ্গত হবে না। শেষ পর্যন্ত পুষিক্যাটের জয় হলো। সে এমন আবদার করলো যে আমরা পুষিক্যাটের অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারলুম না।

এই সফরে পুষিক্যাট প্লেনে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করলো। পরে লিটলজনের মুখে শুনেছিলুম যে প্লেন যখন হংকংয়ে গিয়ে পৌঁছলো তখন পুষিক্যাট এবং এই ভদ্রলোকের বন্ধুত্ব হয়েছিলো অতি নিবিড়। এমনকি ভদ্রলোক পুষিক্যাটের ব্লাউজের বোতাম পর্যন্ত খুলে দিতে শুরু করেছিলেন।

ভদ্রলোক ছিলেন আমেরিকান। হংকংয়ে এক ব্যাঙ্কের ম্যানেজার। পুষিক্যাট যখন লিটলজনের সঙ্গে ভদ্রলোকের পরিচয় করিয়ে দিলো তখন আমরা তাঁকে ব্যাঙ্কের সামান্য ম্যানজার বলেই উড়িয়ে দিয়েছিলুম। কিন্তু পরে আমরা জানতে পেরেছিলুম যে ভদ্রলোক আসলে ছিলেন স্পাই এবং স্পাইংয়ের কাজকর্মই ছিলো তাঁর প্রধান ব্যবসা। ভদ্রলোকের নাম ছিলো বব।

একদিন প্রেম করবার ফাঁকে এবং মনের দুর্বলতায় পুষিক্যাট ববকে আমাদের কাজকর্মের আভাষ দিলো। ববও আমাদের স্মাগলিংয়ের খবর পেয়ে বেশ উৎসাহ বোধ করলো।

লিটলজনের এক দীর্ঘ চিঠিতে আমি বব এবং পুষিক্যাটের প্রেমের কাজ-কারবারের বিস্তৃত খবর পেলুম। লিটলজন লিখোছিলো : গৌতম, আমার মনে হয় মেয়েরাই শেষ পর্যন্ত আমাদের বিপদ ডেকে আনবে। তাই তোমাকে বার বার সতর্ক করে বলেছিলুম যে সুন্দরী মেয়েদের আমাদের এই স্মাগলিংয়ের কাজ-কারবারে জড়িয়ো না। বিপদ হবে। কিন্তু তোমার যে সুন্দরী মেয়ের প্রতি ভারী দুর্বলতা। কেন তোমাকে এই কথা লিখছি এবার তার কারণ খুলে বলছি।

: সেদিন পুষিক্যাট যখন হংকংয়ের বিমানবন্দরে নামলো তখন আমি এয়ারপোর্টে উপস্থিত ছিলুম। পুষিক্যাটকে দেখতে ভারী সুন্দর লাগছিলো। তার কারণ পুষিক্যাট বেশ লোভনীয় স্কার্ট পরে প্লেন থেকে নেমেছিলো। মাইক্রোমিনিস্কার্ট বলবো না…বলতে পারো…

আর বাকীটা নাইবা বললুম…। তুমি বিচক্ষণ ব্যক্তি, মেয়েদের চরিত্র, খামখেয়ালীপনা সম্বন্ধে তোমার অগাধ অভিজ্ঞতা, জ্ঞান আছে। অতএব পুষিক্যাটের পোষাক, হাব-ভাব সম্বন্ধে তুমি খুব সহজে একটা অনুমান আন্দাজ করতে পারো।

পুষিক্যাটের একটি বড়ো আকর্ষণীয় জিনিস হলো তার শিশু সরল হাসি। তুমি জানো গৌতম, পুষিক্যাটের এই সরল হাসি যে-কোনো পুরুষের চিত্তকে

জয় করতে পারে।

আমি ভেবেছিলুম যে কাস্টমসের কর্তারা পুষিক্যাটকে সন্দেহ করবেন, সার্চ করবেন। কিন্তু পুষিক্যাট যখন একবার কাস্টমসের বড়ো কর্তাদের কাছে এসে দাঁড়ালো এবং মৃদু হাসলো, তখন পুষিক্যাটকে সার্চ করা তো দূরের কথা এমন কী তার নাম অবধি জিজ্ঞেস করলো না। কাস্টমসের কর্তারা পুষিক্যাটকে বিস্তর আদর যত্ন করলেন। তাঁদের মনে একবারও সন্দেহ হলো না যে পুষিক্যাট তার ব্রেসিয়ার এবং করসেটের ভেতর পাঁচ কিলো সোনা লুকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

কাস্টমস অফিসারেরা পুষিক্যাটকে অতি সহজে ছেড়ে দিলেন বটে কিন্তু আমার মন বলছে যে এর পরেরবার কাস্টমসের কর্তারা পুষিক্যাটকে অতো আদর যত্ন করবেন না। তাই পুষিক্যাটকে শিগগির হংকংয়ে পাঠিয়ো না।

কাস্টমস থেকে বেরিয়ে আসবার পর আমি পুষিক্যাটকে একটু তিরস্কারের স্বরে বললুম, পুষি, কাস্টমস অফিসারের সঙ্গে এতো বেশী মেলামেশা মাখামাখি না করাই ভালো।

: কেন? কৌতূহলী হয়ে পুষিক্যাট আমাকে জিজ্ঞেস করলো।

: তোমাকে যদি ওরা ঘন ঘন হংকংয়ে আসতে দেখেন তাহলে নিশ্চয় ওদের মনে সন্দেহ জাগবে তুমি কেন এতোবার হংকংয়ে আসছো। না, কাস্টমসের কর্তাদের মনে কোনো সন্দেহ সৃষ্টি করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। তাহলে আমরা অনর্থক বিপদকে ডেকে আনবো। পুষিক্যাট আমার কথা শুনে একটুও বিচলিত বা আতংকিত হলো না। তুমি জানো পুষিক্যাট যখন হাসে তখন তার উপর রাগ করা যায় না।

আমার শক্ত মনও ভিজে গেলো।

পুষিক্যাট হেসে বললো, লিটলজন আমি হলুম ডবল স্মাগলার। তাই আমি আজ কাস্টমস অফিসারদের সঙ্গে অতো মিষ্টি হেসে কথা বলেছিলুম। আমার দেহের সেক্স দিয়ে ওদের মনকে ভেজাবার চেষ্টা করেছিলুম।

: তুমি ডবল স্মাগলার? আমার এই ছোট প্রশ্নে ছিলো বিস্ময় ও উত্তেজনা। গৌতম, জীবনে অনেক ধরনের বিচিত্র বিপদসঙ্কুল কাজ করেছি কিন্তু কখনই কারুর কোনো জবাবে এতো বিস্মিত হতবাক হইনি। কী ব্যাপার? এই ডবল স্মাগলার কথার মানে কী?

পুষিক্যাট আমার কথার কোনো জবাব না দিয়ে ওর স্যুটকেস থেকে একটি ছোট বোতল বার করলো। হুইস্কীর বোতল, তার উপর জনি ওয়াকারের ছাপ মারা আছে। তারপর বেশ সতর্ক হয়ে বোতলের ছিপি খুললো। এই বোতল

থেকে খানিকটা হুইস্কী একটি গ্লাসে ঢেলে দিয়ে বললো, ড্রিঙ্ক। আমি পুষিক্যাটের কাজ-কারবার দেখে একেবারে তাজ্জব বনে গিয়েছিলুম। বিস্ময়ে আমার মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরুলো না। মেয়েটি বলছে কী?

আমি আর কোনো প্রতিবাদ করলুম না। বিনা প্রতিবাদে পুষিক্যাটের নির্দেশ পালন করলুম। কিন্তু হুইস্কীর গ্লাসে চুমুক দিয়ে আমার বেশ তেতো লাগলো। বুঝতে পারলুম যে বোতলের তরল পদার্থটি হুইস্কী নয় অন্য কোনো দ্রব্য।

: কী? তাহলে পুষিক্যাট কী খেতে দিলো। বিষ নয় তো? আমি আতঙ্কিত হয়ে উঠলুম। পুষিক্যাট আমার মনের কথা বুঝতে পারলো।

এবার পুষিক্যাট তার সুন্দর মুখটি আমার মুখের কাছে এনে বললো, ডার্লিং প্লীজ কিস মী।

: কিস মী? কেন? আমি একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করলুম। হঠাৎ এই পাগলী মেয়ে আমাকে চুমু খাবার জন্যে ব্যগ্র হলো কেন?

পুষিক্যাটকে চুমু খেলুম গালে নয় ঠোঁটে।

: ডার্লিং আমি শুধু সোনা নয়, ড্রাগসও স্মাগল করে এনেছি। পুষিক্যাট আমাকে মিষ্টি গলায় বললো।

: ড্রাগস! আমি পুষিক্যাটের কথা শুনে আঁতকে উঠলুম। অসম্ভব! কী ড্রাগস? আমার জানবার ভারী আকাঙ্ক্ষা হলো।

: হ্যাঁ ডার্লিং। তুমি জানো আমি বোতলের ভেতর কী ভরে এনেছি?

: হুইস্কী। আমি একবার বোতলটির দিকে তাকিয়ে বললুম, জনি ওয়াকার।

পুষিক্যাট আমার এই জবাব শুনে হেসে বললো, নো হুইস্কী ডার্লিং। এই হুইস্কীর বোতলের ভেতর আছে ড্রাগস। হেরোনের নাম শুনেছ? এই বেতলের ভেতর আছে লিকুইড হেরোন। কাস্টমসের কর্তারা একবারও সন্দেহ করেননি যে আমি হুইস্কীর বোতলের ভেতর হেরোন ভরে এনেছি। ওদের ধারণা হলো যে আমি জনি ওয়াকারের বোতল নিয়ে এসেছি। স্ট্রেনজ! পুরুষগুলো যে এতো বোকা হয় জানতুম না। মেয়েরা যদি একটু ফিক্ করে হাসলো অমনি হৃদয় গলে গেলো। আর কাস্টমসের কর্তারা আমাকে সন্দেহ করবেন কী করে? ওরা যে ক্ষুধার্ত দৃষ্টিতে আমার মিনি স্কার্টের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। আমাকে প্রশ্ন করার সময় পেলেন কখন। এবার বুঝেছ, আমি কেন মাইক্রোমিনিস্কার্ট পরি।

আমি জিজ্ঞেস করলুম তুমি এই ড্রাগসের বোতল কোথায় পেলে?

: বব! বব আমাকে এই ড্রাগসের বোতল দিয়েছে :

: বব কে? আমার বিস্ময় উত্তেজনা ক্রমেই বাড়তে লাগলো।

পুষিক্যাট আমার প্রশ্ন শুনে একটুও ঘাবড়ালো না। হেসে বললো, বব আমার বয় ফ্রেণ্ড।

বয় ফ্রেণ্ড!

আমি পুষিক্যাটকে সতর্ক করে বললুম: পুষিক্যাট তুমি আমাদের কাজ-কারবারের আইন-কানুন নিশ্চয় জানো? আমরা দলের বাইরে কোনো অপরিচিতের সঙ্গে তোমার হৃদ্যতা মেলামেশা একেবারেই পছন্দ করিনে।

পুষিক্যাট বললো, বাঃ রে, বব অপরিচিত হবে কেন? ববও যে আমাদের মতো স্মাগলার। এই হেরোনের বোতল ববই স্মাগল করেছে, আমি শুধু ওকে কাস্টমসের বেড়াজাল পার হতে সাহায্য করেছি। দাঁড়াও বব এক্ষুণি আসবে। ববের সঙ্গে তোমার আলাপ পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি।

প্রথমে ববের সঙ্গে হ্যাণ্ডসেক করতে আমি একটু সঙ্কোচ বোধ করছিলুম। পরে আমার মনে হলো বব লোকটি দিলদরিয়া প্রকৃতির আমাদের সমগোষ্ঠিরই একজন হবে।

আলাপ-আলোচনায় জানতে পারলুম যে আসলে বব স্মাগলার নন। যারা জিনিস স্মাগল করেন তাদের টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করে। অর্থাৎ আরো সহজ ভাষায় বলা যায় বব হলেন ফিনান্সিয়ার মানি লেণ্ডার।

: গৌতম, হংকংয়ের একটি বড়ো ব্যাঙ্কের নাম হলো কোরিয়া ব্যাঙ্ক: মস্তোবড়ো ব্যাঙ্ক। পৃথিবীর বড়ো বড়ো দেশের সঙ্গে এই ব্যাঙ্ক মোটা টাকার লেনদেন করে। বব হলো এই কোরিয়া ব্যাঙ্কের ম্যানেজার। কী করে যে পুষিক্যাট এই বড়ো ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের সঙ্গে বন্ধুত্ব করলো তার কোনো কারণ খুঁজে পেলুম না, বুঝতে পারলুম যে সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র।

সেদিন রাত্রে হোটেলে বব আমার সঙ্গে দেখা করতে এলো। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের সোনার বাজার নিয়ে আমার সঙ্গে তার আলাপ হলো! ববের কাছে এই সব সোনার বাজারের বিস্তর খবর ছিলো। ববের কাছ থেকে সিঙ্গাপুর কুয়ালালামপুর জাকার্তার সোনার বাজারের খবর পেলুম। কোরিয়া ব্যাঙ্কের এই সব দেশগুলোর সঙ্গে ব্যবসার লেনদেন।

ববের কাছ থেকে আর একটি মূল্যবান খবর পেলুম। বব বললো যে কোরিয়াতে সোনা স্মাগল করতে পারলে প্রচুর লাভ থাকবে। তবে একটা বিপদ আছে। যদি ধরা পড়ি তাহলে দীর্ঘদিনের জন্ম জেল খাটতে হবে।

বব আমাকে এক কোরিয়ান ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করিয়ে

সেদিন এমনি পোষাক পরেছিলুম যে পুরুষ কেন ভগবানও যেচে আমার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতেন। ববও মৌমাছির ঝাঁকের মতো আমার পাশে এসে বসলো।

বব বয়কে ডেকে একটি হুইস্কির অর্ডার দিলো।

: হ্যালো শেরী···বব আমার দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বললো।

বব আমার কাছ থেকে কী চায়··· ·

এই কথাটি আন্দাজ-অনুমান করতে একটুও অসুবিধে হলো না। দেহ? সেক্স! মেয়েদের কাছ থেকে ঐতো একমাত্র কামনা।

আমি ববের কথার কোনো জবাব দিলুম না। সিগারেটের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে মুচকি হেসে বললুম, লাইটার।

বব আমার প্রশ্ন শুনে শুধু হতভম্ব নয় বেশ একটু হকচকিয়ে গেলো। তারপর ব্যস্ত হয়ে পকেট থেকে একটি লাইটার বের করে আমার সিগারেটে আগুন ধরিয়ে দিয়ে বললো, আমার নাম বব। হংকংয়ে কোরিয়া ব্যাঙ্কের ম্যানেজার।

আমি গলার স্বর মিষ্টি এবং মদির করে বললুম, আমার নাম পুষিক্যাট।

: পুষিক্যাট! আমার নামটি পুনরুচ্চারণ করে বব তার মনের উত্তেজনা প্রকাশ করলো।

: হ্যাঁ, পুষিক্যাট। কেউ যদি আমার সঙ্গে দুষ্টুমি করে তবে তাকে আমি কামড়ে দিই।

আমার এই জবাবে বব একটু শান্ত হলো। আর কোনো প্রশ্ন করলো না। আপনমনে হুইস্কি গিলতে লাগলো। বুঝতে পারলুম আমার জবাব শুনে বব ভয় পেয়েছে। আমি ববকে সাহস দিলুম। জিজ্ঞেস করলুম, কোথায় যাবে?

আবার শুকনো গলায় ব জবাব দিলো, হংকং।

: বিজনেস?

: বললুম তো আমি হলুম ব্যাঙ্কের ম্যানেজার। তুমি? বব এই প্রশ্ন করে আমার মুখের দিকে তাকালো।

কী জবাব দেবো চট করে ভেবে পেলুম না। আমার মতো অল্প বয়স্কা একটি মেয়ে কী কাজ করতে পারে এইটে নিয়ে অনেক মুখরোচক গল্প হতে পারে। আজ আমার মাথায় একটি দুষ্টু বুদ্ধি এলো।

বললুম: আমিও বিজনেস করি। আমার ব্যবসা ডেঞ্জারাস।

: ডেঞ্জারাস! আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বব বললো।

: স্মাগলার—এবার বেশ ছোট জবাব দিলুম। আমার জবাব শুনে বব বিষম খেলো।

: স্মাগলার ? বব উৎসুক হয়ে প্রশ্ন করলো। আমার কথাগুলো সে একেবারেই বিশ্বাস করতে চাইলো না।

: গোল্ড স্মাগলার! দেখছো না আমি কতো সোনা স্মাগল করে নিয়ে যাচ্ছি। এই কথা বলে আমি আমার ছোট স্কার্টটি হাঁটুর আর একটু উপরে তুলে ধরলুম। আমার নিটোল সুন্দর পা দুটি বেশ স্পষ্ট দেখা গেলো। বুঝতে পারলুম যে আমার পা দেখে বব উত্তেজিত হয়েছে। হবে না কেন ? মেয়েদের দেহের নগ্নতা দেখলে কোন পুরুষ উত্তেজিত না হয়!

: আমিও হংকং যাবো। স্মাগলিং গোল্ড। আমি বললুম। ববকে এই কথা বলবার সময় আমি জানতুম যে আমি আগুন নিয়ে খেলা করছি। একজন অপরিচিতের কাছে কী বলতে আছে যে আমি স্মাগলিং করছি ? আর সামান্য জিনিস স্মাগলিং নয়, একেবারে গোল্ড স্মাগলিং। কিন্তু আমি জানতুম যে আমার হৃদয়কে জয় করবার জন্যে বব কখনই তার মুখ খুলবে না।

তারপর প্লেনে যাবার জন্যে আমাদের ডাক পড়লো। বব আর আমি গিয়ে প্লেনে বসলুম। বব আমার পাশের সীটে বসলো। ববকে ভোলাবার জন্যে বেশ একটি দামী সেন্ট মেখেছিলুম। বব আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে লাগলো।

মেয়েমানুষ এবং মদের নেশা ববের মনে উত্তেজনা এনেছিলো। বব এবার স্থান-কাল ভুলে গিয়ে আমার হাত চেপে বললো, ডার্লিং। আই লাভ ইউ।

জীবনে তো আর কম পুরুষের সংস্পর্শে আসিনি আর কম পুরুষকে নাচাই নি। আমি জানতুম কোনো পুরুষ যখন মিষ্টি গলায় কোনো মেয়ের সঙ্গে কথা বলে, তখন সেই মিষ্টি গলার পেছনে থাকে একটি গূঢ় উদ্দেশ্য। তাহলে বব আমার কাছে কী চায়! লাভ না বডি।

আমি হাসলুম। মধুর হাসি। তারপর খুবই অস্ফুটস্বরে বললুম, ডার্লিং।

: ডার্লিং মেরী। তোমার কাছে আমার একটি অনুরোধ আছে।

আমি ববের অনুরোধ শোনবার জন্যে উদগ্রীব হলুম।

রাত্রি বেশ হয়েছে। বাইরে সমস্ত পৃথিবী অন্ধকারে আচ্ছন্ন। প্লেনের যাত্রীরা ঘুমুচ্ছে কিংবা ঘুমুবার চেষ্টা করছে। বুঝতে পারলুম এবার বব আমার কাছে প্রেম নিবেদন করবে।

: তুমি কী বলবে বলো। পুরুষদের একই প্রেমের কথা শুনতে শুনতে আমার কান ঝালাপালা হয়ে গেছে। প্রেম, ভালোবাসা, আই লাভ ইউ, আই ওয়ান্ট ইউ……আরো কতো কী ?

বব আমাকে শুধু নিরাশ নয়, বিস্মিত হতবাক করলো।

: ডার্লিং, আমি হংকংয়ে একটি ছোট জিনিস স্মাগল করে নিয়ে যেতে চাই। জিনিসটি সামান্য একটি ওষুধের বোতল। কিন্তু আমি জানি কাস্টমসের কর্তারা কখনই আমাকে এই বোতল নিয়ে হংকং শহরের ভেতরে ঢুকতে দেবে না। তুমি আমার এই ওষুধেব বোতলটি কাস্টমসের বেড়াজাল পার করে নিয়ে যাবে।

ববের প্রস্তাব শুনে আমার বিস্ময় এতো হয়েছিলো যে নিজেকে সামলে নিতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগলো। ভেবেছিলুম বব আমার কাছে প্রেম নিবেদন করবে, মিষ্টি কথা বলবে, লোভনীয় প্রস্তাব করবে। কিন্তু বব যে আমাকে ওষুধ স্মাগল করে নিয়ে যেতে বলবে একথা কখনই আমার মনে জাগে নি।

বুঝতে পারলুম বব সেয়ানা ধুরন্ধর। আর তুমি তো জানো গৌতম, আমি সেয়ানা পুরুষের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে ভালোবাসি। মুখের হাসি মিষ্টি করে বললুম, ডার্লিং ইউ আর এ জিনিয়াস। তুমি যে স্মাগলার একথা আমি কখনই কল্পনা করিনি। বেশ, এবার বলো তোমাব ওষুধের বোতলে কী আছে?

: হেরোন· ···বব খুব ছোট জবাব দিলো।

বব এতো স্বাভাবিক গলায় জবাব দিলো যেন হেরোন স্মাগল করা অস্বাভাবিক বা আশ্চযজনক নয়।

ববের এই জবাব শুনে আমি শুধু বিস্মিতই নয় একটু আতঙ্কিতও হলুম। হেরোন পদার্থটি কী আমার অজানা ছিলো না। আর এই জিনিস স্মাগল করতে গিয়ে ধরা পডলে আমার সাজা কী হবে একথাও আমি জানতুম।

কী করবো? ববের ওষুধের বোতল এবং হুইস্কীর নেশা ববের মনে উত্তেজনা এনেছিলো। বব আমার হাত দুটি ধরে বললো, ডার্লিং আই লাভ ইউ।

যদি হেরোনের ছোট বোতলটা নিযে যেতে অস্বীকার করি তাহলে বব ভাববে আমি ভয় পেয়েছি। হয়তো ভাববে যে আমি ওর কাছে স্মাগলিংয়ের কথাগুলো বানিয়ে বলেছি। আমি বিপদ নিয়ে খেলা করতে ভালোবাসি। আই লাভ এ্যাণ্ড লাইক ডেঞ্জার। তাই আমার বন্ধুরা আমাকে পুষিক্যাট বলে ডাকে।

আমি এবার ববের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে শুরু করলুম। গলার স্বর মিষ্টি করলুম।

সারা দেহটা আলগা করে দিয়ে বললুম, ডার্লিং কোথায় তোমার বোতল? দেখি? না, এই বোতল স্মাগল করে নিয়ে যেতে আমার একটুও আপত্তি নেই বরং আই লাইক ইট।

বব ওষুধের বোতলটি বার করলো। একটি হুইস্কীর বোতল। বোতলে

জনি ওয়াকারের ছাপ ছিলো।

বব ছাপটি দেখিয়ে বললো, ছাপটি বাইরের মুখোস। আসলে এই বোতলের ভেতর আছে হেরোনের সরবৎ। একটু চুমুক দিয়ে ত্থাখো, ভালো লাগবে। আমি ববের কথা রাখলুম। অন্য যাত্রীদের চোখের আড়ালে মুখের ভেতর কয়েক ফোঁটা হেরোন ঢাললুম। বেশ কষা স্বাদ লাগলো। প্রথমে বুঝতে পারলুম না কী জিনিস গিলছি। একটু বাদে আমার মাথা রিমঝিম করে উঠলো।

: কেমন লাগলো ? বব আমাকে জিজ্ঞেস করলো।

: একটু তেতো······কথা বলতে আমার কণ্ঠস্বর জড়িয়ে গেলো।

বব বললো, জানো আজকাল হংকংয়ের বাজারে এই হেরোনের ভীষণ চাহিদা। এক বোতল হেরোনের দাম কতো জানো ? কুড়ি হাজার ডলার।

: কুড়ি হাজার ডলার ! আমি যেন ববের কথা বিশ্বাস করতে পারলুম না। সামান্য এক বোতল হেরোনের দাম এতো বেশি হতে পারে এ আমি কখনই কল্পনা করতে পারিনি।

: ডার্লিং, আমি এই হেরোন স্মাগলিংয়ের বিজনেস করবো···

বব আমার হাতটা জড়িয়ে ধরলো। তারপর বললো, বেইরুটে ট্রানসিট লাউঞ্জে তোমাকে দেখেই আমি বুঝেছিলুম তুমি আমার দলের। অর্থাৎ তুমিও হলে স্মাগলার। তুমি জীবনকে উপভোগ করতে ভালোবাসো, আমিও জীবন উপভোগ করতে চাই। জীবনকে উপভোগ করবার সব চাইতে প্রয়োজনীয় জিনিস হলো কী জানো ? টাকা···মানি মানি···সুইটার ত্থান হানি।

ববের সব কথা আমার কানে যাচ্ছিলো না, তন্দ্রায় আমার চোখ জড়িয়ে আসছিলো। শুধু শুনতে পাচ্ছিলুম বব বলছে···মানি···মানি· সুইটার ত্থান হানি···আমার মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরুলো না।

বব আরো বললো, হ্যাঁ ডার্লিং তুমি ইচ্ছে করলেই এই টাকা রোজগার করতে পারো। আর এই টাকা রোজগারের জন্যে বুদ্ধির দরকার নেই, শুধু তোমার সুন্দর দেহের দরকার। তোমার ঐ মিষ্টি মুখ আর ঠোঁট কাস্টমসের কর্তাদের হৃদয় জয় করতে পারবে। আর স্মাগলিংয়ের কাজের জন্যে ঐ জিনিসটি হলো সবচাইতে প্রয়োজনীয়। লাভলি বডি···আর লাভলি ফেস···

ববের কথা, তার হাতের স্পর্শ আমাকে যথেষ্ট উত্তেজিত করেছিলো। একটু আতংকিত হয়েছিলুম। ভেবেছিলুম যদি এয়ার হোস্টেস দেখতে পায় আমি প্লেনের সীটে বসে ববের সঙ্গে প্রেম করছি তাহলে কেলেঙ্কারী হবে।

এয়ার হোস্টেস দু-একবার আমাদের সীটের পাশ দিয়ে হেঁটে চলে গেলো।

ইচ্ছে করেই যেন আমাদের দিকে তাকালো না। ববের সাহস যেন বেড়ে গেলো। সে আমাকে আবো কাছে পাবার চেষ্টা করলো। কিন্তু আমি ববকে আর বেশী আস্কারা দিলুম না।

প্লেন করাচীতে এসে থামলো। যাত্রীরা সবাই প্লেন থেকে নেমে ট্রানসিট লাউঞ্জে চলে গেলো। আমি বব প্লেনের ভেতব প্রেমিক-প্রেমিকার মতো বসে রইলুম।

প্রায় বারো ঘণ্টা পরে প্লেন এসে হংকংয়ের বিমান বন্দরে নামলো। তখন সবে মাত্র ভোব হয়েছে। পূবের আকাশ বেশ ঝকঝক করছে। অবশ্য হংকংয়ে প্রবেশ করার আগেই ভোরের আলো ফুটে ওঠে।

কিন্তু হংকংয়ে নেমে দেখি এক বিতিকিচ্ছিরি কাণ্ড। প্লেন নামবার সঙ্গে সঙ্গে কাস্টমসের কর্তারা এসে প্লেন ঘিরে ধরলেন। এয়ার হোস্টেসের মুখে শুনতে পেলুম যে কাস্টমসের কর্তারা খবর পেয়েছেন যে এই প্লেনের দু-একজন যাত্রী হেরোন স্মাগল করে নিয়ে যাচ্ছে। তাঁরা এই প্লেন খানাতল্লাসী করতে চান। যাত্রীদের নামতে একটু অসুবিধা হতে পারে।

এয়ার হোস্টেসের কথা শুনে আমি আতংকিত হলুম। সর্বনাশ! কাস্টমসের কর্তারা যদি টের পান যে আমি এক বোতল হেরোন স্মাগল করছি তাহলে বাকী জীবনটা আমাকে জেলখানায় কাটাতে হবে। আর আমি কী শুধু হেরোন স্মাগল করছি? আমার ব্রেসিয়ার করসেটের ভেতর যে সোনা লুকনো আছে। ডবল স্মাগলিং। বিপদের আশংকায় আমার মুখটি শুকিয়ে গেলো।

আমি ববের মুখের দিকে তাকালুম। ববও আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো। কিন্তু তার মুখের ভাব দেখে একটুও মনে হলো না যে সে বিচলিত হয়েছে। ববং সে আমাকে আশ্বাস দিয়ে বললো, ডার্লিং ভয় পেওনা। আমি কাস্টমসের কর্তাদের ধোঁকা দেবো। এই সীটের উপর একটা বোতলে খানিকটা হেরোন রেখে যাচ্ছি। পুলিশ এসে এই বোতল উদ্ধার করবে কিন্তু আসলে কে যে এই হেরোন স্মাগল করছে সেই কথা জানতে পারবে না। ওঁরা যখন প্লেন খানাতল্লাসী করতে থাকবেন, আমরা তখন কাস্টমসের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে পড়বো।

আমি মনে মনে ববের বুদ্ধির তারিফ করলুম। ব্রিলিয়ান্ট আইডিয়া! যদি এই প্ল্যান কার্যকরী হয় তাহলে কাস্টমসের কর্তাদের হাত থেকে রেহাই পেতে আমাদের কোনো অসুবিধে হবে না।

প্লেন থেকে আমরা সবাই একসঙ্গে বেরিয়ে পড়লুম। বব সীটের উপরে একটা বোতলে খানিকটা তরল হেরোন রেখে এলো। কাস্টমসের কর্তারা প্লেন

সার্চ করতে গিয়ে এই বোতল আবিষ্কার করলেন।

কিন্তু এই বোতল কে নিয়ে যাচ্ছিলো সেইটে তাঁরা জানতে পারলো না। তাঁদের সন্দেহ হলো এক ভারতীয় গুরুকে। ভদ্রলোক জাপানী ধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে যাচ্ছিলেন। পুলিশ কাস্টমস তাকে পাকড়াও করে জেরাবন্দী করতে শুরু করলো।

অন্যান্য প্যাসেঞ্জারের সঙ্গে আমরা সবাই যখন কাস্টমস ইন্সপেক্টরের কাছে এসে দাঁড়ালুম তখন আতংকে আমার বুক কাঁপতে লাগলো। তাকিয়ে দেখলুম বব আমার পেছনের এক সারিতে দাঁড়িয়ে আছে এবং আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে।

ইন্সপেক্টর প্রথমে আমার নাম জিজ্ঞেস করলেন।

আমি গলার স্বর মিষ্টি করলুম। কথার জবাব দিতে গিয়ে আমার ঠোঁট কেঁপে উঠলো।

আমার হাসি ইন্সপেক্টরের হৃদয় জয় করলো।

নাম বললুম।

ইন্সপেক্টর আমার সঙ্গে আলাপ জমাবার চেষ্টা করলেন।

আমি ওঁকে নিরাশ করলুম না।

মিস্‌·········

ইন্সপেক্টরের কথা শেষ হবার আগেই আমি ওঁকে সংশোধন করে বললুম······ মাদাম। আমি ডির্ভোসী।

হয়তো আমার জবাবে ইন্সপেক্টর উত্তেজনা বোধ করলেন।

: আপনার ডিক্লেয়ার করবার মতো কী আছে?

: নাথিং বাট মাই বিউটি······আমি একবার ইন্সপেক্টরের সামনে এক পাক ঘুরলুম।

দেখতে পেলুম ইন্সপেক্টর আমার মাইক্রোমিনিস্কার্টের দিকে তাকিয়ে আছেন।

বুঝতে পারলুম ওষুধ ধরেছে। ইন্সপেক্টর আমাকে আর কোনো প্রশ্ন করলেন না। শুধু একবার জিজ্ঞেস করলেন, মাদাম, হংকংয়ে কতোদিন থাকবেন?

: আই লাইক হংকং। লাভলি প্লেস। তাই নয় কী। আমি এখানে জীবন উপভোগ করবো।

এই জবাব দিয়ে আমি কাস্টমস ইন্সপেক্টরের মুখের দিকে তাকালুম। আমার দৃষ্টি ছিলো প্রলুব্ধ। ভাবছিলুম লোকটির বয়স কতো হবে। চল্লিশ-

পঁয়তাল্লিশ। আমি জানতুম এই বয়েসের লোকগুলো বেশি ক্ষুধার্ত এবং লোভী হয়। এঁকে বশ করতে আমার বেশী সময় নিলো না। এবার ইন্সপেক্টর আমাকে স্যুটকেশ খুলতে বললেন।

আমি স্যুটকেসের ডালা খুললুম।

ইন্সপেক্টর জনি ওয়াকারের বোতলটির দিকে তাকালেন। উনি কোনো প্রশ্ন করবার আগেই আমি জবাব দিলুম, হুইস্কি—জনি ওয়াকার!

কাস্টমসের কর্তা আমাকে আর জেরা করলেন না।

আমার স্যুটকেশে একটি দাগ কেটে বললেন, মাদাম, আমার নাম ববটি। আপনি যদি হংকং শহর দেখবার জন্যে কোনো গাইড চান তাহলে আমাকে বলবেন। কাল আপনাকে নিয়ে শহর দেখাবো।

: লাভলি। নিশ্চয় এই শহরে থাকবার সময় আমার একজন গাইড দরকার হবে। তবে কাল নয়, অন্য আর একদিন। আমাকে হোটেলে ফোন করবেন। আমার নাম হলো পুষিক্যাট।

এবার আমি ববটিকে আমার হোটেলের নাম বললুম।

ববটি আমার দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন।

আমি কাস্টমসের বেড়াজাল পার হয়ে এয়ারপোর্টের বাইরে এলুম।

এয়ারপোর্টের বাইরে লিটলজন আমার জন্যে প্রতীক্ষা করছিলো।

আমাকে নিরাপদে বাইরে আসতে দেখে আনন্দে আমাকে জড়িয়ে ধরলো

পুষিক্যাট একটানা আমাকে তার হংকং-য়ে পৌঁছুবার এবং ববের সঙ্গে কী করে আলাপ-পরিচয় হলো তার একটা বিবরণ দিলো।

আমি মন দিয়ে পুষিক্যাটের কথাগুলো গিলতে লাগলুম।

পুষিক্যাট আমাকে আবো বললো, গৌতম, তুমি জানো আমি পুরুষদের সঙ্গে মেলামেশা করতে ভালোবাসি। নিত্য নতুন সঙ্গী চাই। তাই কয়েকদিনের মধ্যে ববের সঙ্গে আমার বেশ ঘনিষ্ঠ হৃদ্যতা হলো। আমার আর একটি নতুন শিকার হলো কাস্টমস অফিসার ববটি।

আমি সহজে পুরুষদের কাছে ধরা দিইনে। আমার চরিত্র বব কিংবা ববটিকে ভালো করে বুঝতে দিলুম না। কখনও আমি তাদের সঙ্গে প্রেমিকার অভিনয় করতুম, কখনও আবার অভিমান করতুম।

কিন্তু বব ছিলো কঠিন শিকার। আমি সহজে তাকে বশ করতে পারলুম না।

তারপর কয়েক সপ্তাহ আমাদের ক্যুরিয়ার নিয়মিতভাবে সোনা নিয়ে হংকং গেলো। লিটলজন কুনলুন এই সোনা খদ্দেরের কাছে বিক্রী করে সেই টাকা টেলেক্স মারফৎ আমার কাছে ব্রাসেলস কিংবা লণ্ডনে পাঠাতো। লিটলজন টোকিওতে আমাদের একজন বিশ্বস্ত এজেন্ট নিয়োগ করেছিলো। একদিন টোকিওর এজেন্টের কাছ থেকে খবর পেলুম টোকিও কাস্টমসের কর্তারা গোল্ড স্মাগল ধরবার জন্যে এয়ারপোর্টে একটি নতুন যন্ত্র বসিয়েছে।

এই খবর পাবার পর আমরা কিছুদিনের জন্যে টোকিওতে সোনা পাঠানো বন্ধ করলুম। কুনলুন বললো, এই যন্ত্রকে ফাঁকি দেবার জন্যে আর একটি যন্ত্র আছে। টোকিওতে সোনা স্মাগল করতে হলে আমাদের ঐ যন্ত্র ব্যবহার করতে হবে। অতএব কিছুকালের জন্যে আমাদের টোকিওতে সোনা পাঠানো বন্ধ করা হোক। আমরা তাই করলুম।

ইতিমধ্যে আমি কুনলুন আর লিটলজনের কাছ থেকে খবর পেলুম যে ববের সঙ্গে তাদের হৃদ্যতা বেশ গাঢ় হয়েছে।

ববের কাছ থেকে লিটলজন সিঙ্গাপুর, জাকার্তা, বর্মা, কুয়ালালামপুরের সোনার বাজারের খবর পেলো। তারপর আমরা যাচাই করে দেখলুম যে এর মধ্যে ব্যাংককে সোনা স্মাগল করাই হবে সব চাইতে বুদ্ধিমানের কাজ।

ববের কাছ থেকে একটি পরিচয়পত্র নিয়ে লিটলজন ব্যাংককের পুলিশের বড়োকর্তা ফাই সদানন্দের সঙ্গে দেখা করলো। লিটলজনের সঙ্গে পুষিক্যাট এবং আলবেলাও ব্যাংককে গেলো।

বব বললো, এই ফাই সদানন্দ এক বিচিত্র মানুষ। পৃথিবীর সব রকম নোংরা কাজ ফাই সদানন্দ করতে প্রস্তুত আছেন। জীবনে তাঁর মাত্র দুটো চাহিদা আছে—অর্থ এবং মেয়েমানুষ। আমি হলপ করে বলতে পারি তোমাদের বান্ধবী পুষিক্যাট এবং আলবেলাকে দেখলে পুলিশের বড়োকর্তার মন ভিজবে।

ফাই সদানন্দের চরিত্রের খবর পেয়ে পুষিক্যাট এবং আলবেলা আনন্দে লাফিয়ে উঠলো। পুষিক্যাট বললো, এতোদিন কাস্টমদের কর্তাদের নাকাল করেছি এবার পুলিশের কর্তার মাথা ন্যাড়া করা যাক।

আলবেলা বললো, ব্যাংককে আমার অনেকদিন থেকে যাবার শখ ছিলো। শুনেছি ওখানে বেশ সস্তায় মারিউনা পাওয়া যায়। আই লাইক মারিউনা।

লিটলজন কিন্তু পুষিক্যাট এবং আলবেলাকে সতর্ক করে বললো, তোমরা এই ফাই সদানন্দকে যতো সহজ মানুষ ভেবেছ, লোকটি অতো সহজ প্রকৃতির লোক নয়। সমস্ত পূর্ব এশিয়া অঞ্চলে ফাই সদানন্দের ডাকসাইটে পুলিশের

কর্তা বসে নামডাক আছে। কাজেই একটু সতর্ক হয়ে কাজ কোরো। ওঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলে উনি কাউকে রেহাই দেন না।

লিটলজন মিথ্যে অনুমান করেনি।

ফাই সদানন্দ ছিলেন ড়াকসাইটে পুলিশের কর্তা।

তিনি পুলিশ বাহিনীর সাহায্য নিয়ে ব্যাংকক থেকে বিভিন্ন ধরনের দ্রব্য বাইরে স্মাগল করতেন। এর মধ্যে মারিউনা এবং হেরোনের নাম উল্লেখযোগ্য লিটলজন এবার গিয়ে ফাই সদানন্দের কাছে প্রস্তাব করলেন যে আমরা তাঁর সাহায্য নিয়ে ব্যাংককে সোনা স্মাগল করবো। আমরা শুধু ব্যাংককে সোনা স্মাগল করতে চাইনে। আমরা ব্যাংকক থেকে এই মাল বর্মায় পাঠাবো। আর বর্মা থেকে সোনার পরিবর্তে কিনবো আপিম। আর এই আপিম থেকে তৈরী করবো মরফিন এবং হেরোন।

আমাদের এই প্রস্তাব ফাই সদানন্দের কাছে যুৎসই বলে মনে হলো। তিনি অনেকদিন ধরে বর্মা থেকে আপিম কিনবার ফন্দী-ফিকির খুঁজছিলেন। মাল নিয়ে আসবার জন্যে লোকজনের অভাব ছিলো না কিন্তু বর্মায় সোনা বিক্রির এজেন্ট আপিম কিনবার লোকের অভাব ছিলো। লিটলজন বললো যে বর্মার এজেন্ট নিয়োগ করতে কোনো অসুবিধে হবে না।

আমি প্রথমে এই ড্রাগস স্মাগলিংয়ের সঙ্গে নিজেকে জড়াতে চাইনি। কিন্তু অল্প কয়েকদিনের মধ্যে আমরা সোনা স্মাগল করে প্রচুর টাকা করেছিলুম। বাবার বন্ধুদের কাছ থেকে যে টাকা ধার করেছিলুম সেই টাকা শোধ করে দিলুম। এতো শিগগির দেনা শোধ করতে দেখে বাবার বন্ধুরা বেশ আশ্চর্য হলেন। আমি তাঁদের বললুম যে আমার এক্সপোর্ট ইমপোর্ট বিজনেসে বেশ অর্থ রোজগার হচ্ছে। আমার কথা শুনে প্রকাশ্যে তাঁরা খুশির ভাব দেখালেন কিন্তু আমি জানতুম, যে মনে মনে তাঁরা আমার এই ঐশ্বর্যে জ্বলে পুড়ে খাক হচ্ছেন।

টাকার লোভে আমি এই ড্রাগস স্মাগলিংয়ের কাজ করতে রাজী হলুম। অবশ্য বর্মায় সোনা স্মাগল করতে হলে তার পরিবর্তে আপিম নেয়া ছাড়া আর কোনো উপায় ছিলো না।

কয়েকদিন বাদে আমি লিটলজনের কাছ থেকে একটি চিঠি পেলুম। চিঠিখানা লিটলজন ব্যাংকক থেকে লিখেছিলো। এই চিঠির খানিকটা সারাংশ এখানে তুলে দিলুম।

লিটলজন লিখেছিলো—ভাই গৌতম, ববের কাছ থেকে শুনলুম যে

ব্যাংককে সোনা স্মাগল করতে পারলে আমরা প্রচুর অর্থ রোজগার করতে পারবো। আর ব্যাংককে সোনা স্মাগল করলে আমরা কর্তৃপক্ষের সাহায্য পাবো। প্রকাশ্যে আমরা পুলিশের কাছ থেকে কোনো সাহায্য পাবো না, কিন্তু বব বলছে যে পুলিশের কর্তা ফাই সদানন্দ আমাদের এই অবৈধ কাজকর্ম বন্ধ করবার কোনো চেষ্টা করবেন না। ওঁকে শুধু আমাদের লাভ থেকে একটা অংশ দিতে হবে। এছাড়া বব বলছে যে পুষিক্যাট ফাই সদানন্দের মন ভেজাতে পারবে। এবার বলো কী করবো?

চিঠিখানা পড়ে আমি জনির সঙ্গে শলাপরামর্শ করতে বসলুম। জনি বিভিন্ন দেশের ড্রাগসের বাজার ভালো করে জানতো। জনি বললো, আজকাল এই ভিয়েতনামের যুদ্ধের জন্যে ব্যাংকক হলো স্মাগলারস প্যারাডাইস। কতোদিন এই ভিয়েতনামের যুদ্ধ চলবে জানি নে। কিন্তু সময় এবং সুবিধে থাকতে আমাদের ব্যাংককে সোনা স্মাগল করা দরকার। আর এই সোনার পরিবর্তে আমরা আপিম কিনবো। কিন্তু আমার মনে হয় গৌতম, তুমি একবার ব্যাংককে গিয়ে ফাই সদানন্দের সঙ্গে মোলাকাৎ করো। লোকটি শুনেছি মহা ধুরন্ধর। ওঁর সঙ্গে সতর্ক না হয়ে কথাবার্তা বললে আমাদের পরে পস্তাতে হবে।

কিন্তু আমি ব্যাংককে যাবার আগেই লিটলজনের কাছ থেকে খবর পেলুম যে সে ব্যাংককে গিয়ে ফাই সদানন্দের সঙ্গে দেখা করেছে। লিটলজনের সঙ্গে কুনলুনও ব্যাংককে গিয়েছিলো। কারণ ব্যাংককের কয়েকটি নাইট ক্লাবে তার মেয়ে সাপ্লাই করবার কণ্ট্রাক ছিলো। বলা বাহুল্য এই সব বিভিন্ন নাইট ক্লাবের বেনামদার মালিক ছিলেন ফাই সদানন্দ।

আবার লিটলজনের কাজ থেকে চিঠি পেলুম।

সে লিখেছে—গৌতম, এই ফাই সদানন্দ সত্যিই বিচিত্র মানুষ। তবে এঁর টাকার বড়ো খাই। কিন্তু সমস্ত দেশে তাঁর অগাধ প্রতিপত্তি। ইনি শুধু পুলিশের বড়ো কর্তা নন, প্রধানমন্ত্রীর ডান হাত। কারণ কী জানো? এই পুলিশের সাহায্য নিয়ে প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতার গদীতে বসে আছেন। কাজেই ফাই সদানন্দের কোনো কাজকর্মেই প্রধানমন্ত্রী আপত্তি করেন না। আর সরকারের অন্যান্য দপ্তরগুলো ফাই সদানন্দকে ভীষণ ভয় এবং সমীহ করে চলে।

ফাই সদানন্দ বব এবং কুনলুনের বিশেষ বন্ধু। কুনলুন তার নাইট ক্লাবগুলোতে অনেক সুন্দরী অপ্সরা সাপ্লাই করেছে। বর্তমানে ব্যাংককের নাইট ক্লাবে মেয়ে সাপ্লাই করবার জন্যে কুনলুন আবার থাইল্যাণ্ডে এসেছে।

কুনলুনের সঙ্গে গিয়ে আমি ফাই সদানন্দের সঙ্গে দেখা করেছি।

গোল্ড স্মাগলিং। আমার এই স্মাগলিংয়ের কথা শুনে ফাই যেন বেশ কৌতুক ও আনন্দ অনুভব করলেন। তাঁর মনের এই আনন্দ ঝোঁকে আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারলুম না। পরে তাঁর কথা শুনে বুঝতে পারলুম যে আমাদের প্রস্তাব শুনে তিনি একটুও বিচলিত বা বিস্মিত বোধ করেন নি। বরং এই ধরনের প্রস্তাব যেন তিনি আমার কাছ থেকে আশা করেছিলেন। 'এই গোল্ড স্মাগলিংয়ে পয়সা কম, অথচ কাজে বিপদ আছে'। ফাই সদানন্দ বললেন।

এবার কুনলুন জবাব দিলো। বললো, ইয়োর এক্সেলেন্সী আমরা গোল্ড স্মাগলিং করে বাজার থেকে পয়সা নিচ্ছিনে পয়সার পরিবর্তে আমরা বাজার থেকে আপিম কিনবো। আর এই আপিম মের্সাইর বাজারে চালান দেবো।

আমি কুনলুনের কথায় সুর মিলিয়ে বললুম, কুনলুন ঠিক কথাই বলেছে। ইয়োর এক্সলেন্সী আমরা সোনা বিক্রীর টাকা দিয়ে আপিম কিনবো। আজকাল বাজারে আপিম কিনবার ভীষণ চাহিদা। তুর্কীর আপিমের চাষ বন্ধ হবার পর আজকাল সবাই বর্মা থাইল্যাণ্ড থেকে আপিম কিনবার চেষ্টা করছে।

ফাই সদানন্দ হেসে আমাদের দুজনের কথার জবাব দিলেন। বললেন, কুনলুন আপিম স্মাগলিংয়ের লাভ বেশি থাকে একথা আমার অজানা নেই। আমার পুলিশের ইনফরমারদের কাছ থেকে খবর পেয়েছি আজকাল বর্মার শান প্রদেশে প্রচুর আপিমের চাষ হচ্ছে। এব সব চাষীরা অধিকাংশই চীনি কম্যুনিষ্ট এবং এরা হলো চিয়াং কাইশেকের সাগরেদ। এই সব চীনিদের চাষবাসের কাজকর্মে সাহায্য করছেন আমাদের আমেরিকান সরকার। আমার ইনফরমারদের কাছে শুনেছি যে এরা ক্যাশ ডলার রেডিও, কসমেটিকসের পরিবর্তে খুব সস্তাদরে তাদের আপিম বিক্রী করতে চায়। এদের কাছে সোনা বিক্রীর টাকা দিয়ে আপিম কিনতে পারবো। তোমাদের এই অভিজ্ঞতা চমৎকার।

তারপর আমরা সবাই মিলে ঠিক করলুম কী,করে এই সোনা ব্যাংককে স্মাগল করবো।

ফাই সদানন্দ এই স্মাগলিংয়ের কাজকর্মে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এই অঞ্চলে একবার সোনা স্মাগল করতে পারলে বর্মা, লাওসে সোনা বয়ে নিয়ে যেতে একটুও অসুবিধে হবে না। আমার সিক্রেট ডিভিশনের ইনফরমাররা এই সোনা ঐ দেশগুলোতে নিয়ে যেতে পারবে। এই সব ইনফরমারদের কাস্টমসের কর্তারা কোনো চেক করেন না।

ফাই সদানন্দ এবার ঠিক করলেন যে থাইল্যাণ্ডে সোনা স্মাগল করবার সব চাইতে উৎকৃষ্ট পন্থা হলো ট্রেনে করে সোনা স্মাগল করে আনা। এসব ট্রেন

ব্যাংককে ... ারস ট্রেন। এরা শুধু হংকংয়ের বাজার থেকে সোনা স্মাগলিং ... র
পা... ব না, এদের আর একটি কাজ হবে থাইল্যাণ্ড থেকে বর্মার আপিম হংকংয়ে নিয়ে যাওয়া।

: আজকাল ভিয়েতনামে যুদ্ধ হচ্ছে অতএব ট্রেনের অভাব নেই। পাইলটও যোগাড় করতে অসুবিধে হবে না। কারণ বিস্তর আমেরিকান পাইলট সায়গন থেকে প্রতি সপ্তাহে ব্যাংককে আসেন। এরা ব্যাংককের বাজার থেকে আপিম আর হেরোন কেনেন। এদের সঙ্গে এই মাল পাচার করবার একটা বন্দোবস্ত করতে হবে।

: আমরা আরো ঠিক করলুম যে হংকং থেকে ক্যুরিয়ার সোনা নিয়ে ব্যাংককে গিয়ে জুয়েলার্সের দোকানে যাবে। বলাবাহুল্য এই সব জুয়েলার্সরা হলেন ফাই সদানন্দের চেলা। এঁরা চোরাই মালের কাজ কারবার করেন এবং আমেরিকান সৈন্যদের কাছে চড়া দামে তাদের বান্ধবীদের জন্যে সোনার গহনা বিক্রী করেন। তুমি শুনলে অবাক হবে এঁরা দশ ডলারের মাল একশো ডলারে বিক্রী করেন। যাক, এই সব জুয়েলার্সরা যে ফাই সদানন্দের অনুচর বা চেলা এই কথা যাচাই করবার জন্যে আমরা এক অভিনব পন্থা অবলম্বন করেছি। আমরা একটি ডলার নোটকে ছিঁড়ে দু'ভাগে ভাগ করেছি। এক ভাগ নোট জুয়েলার্সের কাছে থাকবে। নোটের আর একটি অংশ থাকবে ক্যুরিয়ারের কাছে। নোটের নম্বর মিলিয়ে আমরা জুয়েলার্স সাচ্চা না জাল যাচাই করবো।

লিটলজনের কাছ থেকে ব্যাংককে গোল্ড সাপ্লাই করবার আয়োজন জেনে আমি সন্তুষ্ট হলুম। একবার আমি জনিকে বললুম যে ব্যাংকক-হংকং থেকে আমরা যে আপিম হেরোন পাবো সেই হেরোন মেসাইর বাজারে বিক্রী করতে হবে।

আমরা আরোও ঠিক করলুম যে লিটলজন কুনলুন ফাই সদানন্দের সাহায্য নিয়ে আপিম এবং হেরোন বেইরুট শহর পর্যন্ত নিয়ে আসবে। বেইরুট শহরে আমরা এই মালের দায়িত্ব নেবো। জনি বেইরুট শহরের প্রতি অলিগলি চেনে। অতএব বেইরুট শহর থেকে এই মাল য়ুরোপের বাজারে নিয়ে আসতে তার কোনো অসুবিধে হবে না।

জনিকে এই হেরোন স্মাগলিংয়ের কাজে সাহায্য করবে আলবেলা এবং পুষিক্যাট। সোনা স্মাগল করবার জন্যে আমরা যে করসেট এবং ব্রেসিয়ার তৈরী করেছিলুম ঠিক করলুম এই সব করসেট এবং ব্রেসিয়ারের ভেতর আপিম হেরোন লুকিয়ে আনতে হবে। ব্রেসিয়ারের ভেতর বেশি পরিমাণে আপিম, হেরোন

ভরবার জন্যে তুলোর প্যাড ভরলুম। কাস্টমসের কর্তারা কী টের পাবেন যে এই সব ব্রেসিয়ারের ভেতর আপিম হেরোন লুকানো আছে? ওরা শুধু আলবেলা পুষিক্যাটকে দেখে ভাববেন যে এরা হলো সেক্সী মেয়ে।

এরপর আমাদের গোল্ড স্মাগলিং এবং নার্কোটিকস স্মাগলিংয়ের কাজ পুরোদমে চললো, আমরা এবার থেকে শুধু হংকং-টোকিও ব্যাংককের বাজারে সোনা স্মাগল করতুম না। সিঙ্গাপুর, জাকার্তায় সোনা স্মাগল করতে লাগলুম। সিঙ্গাপুর থেকে ব্রাসেলসে টাকা পাঠাবার জন্যে কোনো অসুবিধে ছিলো না। কারণ সিঙ্গাপুর ছিলো ফ্রী কারেন্সী এরিয়া।

লিলি সিঙ্গাপুরে দু'তিনবার মাল নিয়ে গেলো। সিঙ্গাপুরে হিলটন হোটেলে লিলি থাকতো। হোটেলে থাকবার জন্যে লিলি নাম ভাঁড়িয়েছিলো। লিলির এই ছদ্মনাম ছিলো 'মা সুঙ।' 'মা সুঙ' চাইনীজ নাম। আমরা জানতুম সিঙ্গাপুরে প্রচুর চাইনীজ আছে। এদের কাছে আমরা সোনা বিক্রী করবার চেষ্টা করলুম। এই চাইনীজদের সঙ্গে যোগাযোগ করবার জন্যে লিলি 'মা সুঙ' নাম ব্যবহার করতে লাগলো। সিঙ্গাপুরে চাইনীজদের কাছে লিলি বলেছিলো যে, আসলে সে হলো চাইনীজ মেয়ে। তবে দীর্ঘকাল ধরে য়ুরোপে বসবাস করেছে।

সোনা স্মাগল করে আমরা বেশী পয়সা করতে পারলুম না। তার কারণ য়ুরোপের বাজারে প্রতিদিনই সোনার দর বাড়ছিলো। এই দরের তারতম্যের জন্যে হংকং-টোকিও এবং ব্যাংককের বাজার থেকে বেশি টাকা পেতুম না। অতএব আমরা বর্মা এবং ব্যাংককের বাজার থেকে সেই পরিমাণে আপিম আর হেরোন কিনতে পারলুম না।

আমাদের চিন্তা বাড়লো। কারণ আমরা সোনা-হেরোন স্মাগল করে প্রচুর বিপদের ঝুঁকি নিচ্ছিলুম কিন্তু সেই পরিমাণে মুনাফা করতেপারছিলুম না।

আমরা যে রাতারাতি কোটিপতি হবার স্বপ্ন দেখেছিলুম আমাদের সেই স্বপ্ন সার্থক হলো কি?

এবার কী করবো?

আবার লিটলজনের কাছ থেকে এক লম্বা চিঠি পেলুম।

চিঠির প্রারম্ভে লিটলজন কাজ করবার যে অসুবিধে ছিলো তার একটা ফিরিস্তি দিয়েছিলো। তার বক্তব্য হলো যে, এই গোল্ড. নার্কোটিকস স্মা করবার জন্যে আমাদের প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে। অথচ সেই প মুনাফা করতে পারছি না।

লো।

প্রথমতঃ আজকাল বাজারে সোনার চাইতে হেরোনের চাহিদা বেশী। হেরোন কিনবার জন্যে ক্যাশ টাকার দরকার, সোনা বিক্রী করে সেই পরিমাণে টাকা পাওয়া যাচ্ছে না।

দ্বিতীয়তঃ কাস্টমস এবং পুলিশের কর্তাদের এই মুনাফা থেকে প্রচুর কমিশন দিতে হচ্ছে। এদের খাই খুবই বেশী। এমনকি ফাই সদানন্দ প্রতি দিনে ফিফটি পার্সেণ্ট প্রফিট নিচ্ছেন। আমরা ভেবেছিলুম যে বর্মা থেকে বেশ সস্তা দরে আপিম কিনতে পারবো। কিন্তু বর্মার আপিমের চাষীরা আজকাল বেশ চড়া দরে এই আপিম বিক্রী করছে। তারপর সেই আপিম বর্মীজ সীমান্ত থেকে থাইল্যাণ্ডে স্মাগল করে আনতে বিস্তর খরচ হচ্ছে। কারণ বর্মা চীনিরা আমাদের কাছ থেকে শুধু মাত্র আপিমের জন্যে সোনা এবং ডলার নিচ্ছে না। এই মাল স্মাগল করে নিয়ে আসবার জন্যে তাদের বেশ মোটা কমিশন দিতে হয়'।

লিটলজন লিখেছে: ভাই গৌতম, আমার সন্দেহ হচ্ছে আমরা যে টাকা রোজগার করছি এই টাকার মোটা অংশই ফাই সদানন্দ এবং তাঁর সিক্রেট সার্ভিসের ইনফরমারদের পেছনে খরচ করতে বেরিয়ে যাচ্ছে।

: সম্প্রতি আর একটি বিপদের আশংকা করছি। শুনেছি কিছুদিন আগে ফাই সদানন্দের একটি ইনফরমার আপিম স্মাগল করতে গিয়ে ধরা পড়েছে। ধরা পড়বার কারণ কাস্টমসের কর্তাদের সঙ্গে এই ইনফরমারের ঝগড়া ছিলো, আর এই ঝগড়ার কারণ আর কিছুই নয় মেয়ে ঘটিত ব্যাপার। ব্যাপারটি অনেকদূর গড়িয়েছে। এই খবরটি স্থানীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে এবং বিরোধী দলের নেতারা প্রধানমন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করেছেন যে বর্মা থেকে যে আপিম স্মাগল করে আনা হচ্ছে সেই বিষয়ে একটি পুরো তদন্ত করা হোক। শুধু তাই নয়— সাংবাদিকেরা অভিযোগ করেছেন যে এই স্মাগলিংয়ের সঙ্গে পুলিশের বড়ো কর্তা ফাই সদানন্দও জড়িয়ে আছেন। এই নিয়ে ব্যাংককের বাজারে তুমুল হৈ-হল্লা হচ্ছে। বিরোধী দল আরো বলেছেন যে, ফাই সদানন্দ ব্যাংককে বিস্তর নাইট ক্লাবের ব্যবসা করছেন। এই সব নাইট ক্লাবে মেয়ে বেচাকেনার ব্যবসা হয়। তাই সম্প্রতি ফাই সদানন্দের সঙ্গে আমাদের যোগ সাজসে এই স্মাগলিংয়ের কাজ একটু বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তৃতীয়তঃ আলবেলাকে নিয়ে একটু বিপদে পড়েছি। কয়েকদিন আগে আলবেলা বেইরুট থেকে হংকংয়ে এসেই কী করেছে, জানো? কুনলুনের পরিচালিত এক নাইট ক্লাবে বেলী ড্যান্সারের কাজ নিয়েছে আর এই নাইট প্রতি রাত্রেই মাত্র একটি কৌপীন পরে বেলীড্যান্স করছে। তার এই ন্যুড হংকংয়ের দর্শকমণ্ডলীর ভেতর আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। সবাই জিজ্ঞেস

করছে যে, এই আলবেলা মেয়েটি কে? একদিন মদের নেশায় আলবেলা সবাইকে বলেছে যে, আসলে সে বেলী ড্যান্সার নয়। কোনোদিন সে নাচেও নি। তবে তার আসল পেশা হলো স্মাগলিং।

আলবেলার এই কথা হংকংয়ের একটি কাগজে প্রকাশিত হয়েছে। আর সেই বিবৃতির সঙ্গে আলবেলার একটি ন্যুড ছবি ছাপা হয়েছে। কাগজে ছবি ছাপা হচ্ছে শুনে আলবেলা এতো উৎসাহিত হয়েছিলো যে তার দেহ বস্ত্রের মধ্যে যে সামান্য কোপীন ছিলো, সে ছবি তুলবার জন্যে সেই কোপীনও পরিত্যাগ করেছিলো।

এই বিবৃতি এবং ছবি প্রকাশিত হবার পর হংকংয়ের পুলিশের কর্তা আলবেলাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। কুনলুন আমাকে সতর্ক করে বলেছেন যে আলবেলাকে অবিলম্বে হংকং ত্যাগ করে চলে যেতে হবে। নইলে তাকে নিয়ে বিস্তর ঝামেলায় পড়তে হবে। এদিকে আলবেলা শাসাচ্ছে যে আমরা যদি তাকে হংকং থেকে তাড়িয়ে দিই তাহলে সে যাবার আগে হংকংয়ের গভর্ণরের কাছে আমাদের কাজ কারবারের পুরো খবর দেবে। অর্থাৎ স্রেফ ব্ল্যাকমেল। তাই আলবেলাকে নিয়ে একটু মুস্কিলে পড়েছি। ও মতিগতি যদি না পাল্টায় তাহলে আমাদের এই গোল্ড স্মাগলিংয়ের কাজকর্ম বন্ধ রাখতে হবে।

: যাক এবার তোমাকে ববের কথা বলি।

বব আমাকে সিওলে এক ব্যাঙ্কারের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিয়ে দিয়েছে। এই ব্যাঙ্কারের নাম হলো ডানিয়েল।

এই ডানিয়েল আমাকে বললো যে সিওল শহর হলো গোল্ড স্মাগলিংয়ের জন্যে 'প্যারাডাইস'। আউন্সপ্রতি সিওলে বর্তমানে কালোবাজারে সোনার দর হলো প্রায় একশো কুড়ি ডলার, লণ্ডন বাজারের তিনগুণ দাম। ডানিয়েল বলছে আমরা যদি সিওলে সোনা স্মাগল করতে রাজী থাকি তাহলে সে আমাদের সিওলে সোনা ডেলিভারির সঙ্গে সঙ্গে ডলারে পেমেণ্ট করবে। অবশ্যি সিওল থেকে আমরা এই ডলার টেলেক্স করে হংকং কিংবা ব্রাসেলসে পাঠাতে পারবে না। তবে ডানিয়েল বলছে পুষিক্যাট কিংবা আলবেলার মতো সুন্দরী মেয়ে অতি অনায়াসে এই ডলার নোট সিওল থেকে স্মাগল করে হংকংয়ে নিয়ে আসতে পারবে। অবশ্যি ডানিয়েল আমাদের শুধু ক্লায়েণ্টের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দে[বে] এবং এই পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে তাকে আমাদের একটি পার্সেণ্ট কা[টা] দিতে হবে।

লিটলজনের কাছ থেকে এই চিঠি পাবার পর আরো সাতদিন বাদে

আর একটি চিঠি পেলুম।

এই চিঠিতে লিটলজন সিওলে গোল্ড স্মাগলিংয়ের সুবিধে অসুবিধের আরো খবরাখবর দিয়েছিলো।

: ভাই গৌতম, কয়েকদিনের জন্যে আমি আর আলবেলা সিওলে সাধারণ ট্যুরিষ্ট হিসাবে বেড়াতে গিয়েছিলুম। আলবেলাকে হংকং থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া একান্ত দরকার ছিলো। আর কিছুদিন যদি আলবেলা হংকংয়ে থাকতো তাহলে আমরা সবাই পুলিশের দরবারে ধর্ণা দিতুম। আমার সঙ্গে সিওলে বেড়াতে যাবার মওকা পেয়ে আলবেলা ভারি খুশী হয়েছিলো। এয়ারপোর্টে এমন সুন্দর পোশাক পরে সে আনন্দে ডগমগ করতে লাগলো যে কাস্টমস সিকিউরিটি অফিসারদের দৃষ্টি তার উপর গিয়ে পড়লো।

ডানিয়েল আমাদের তার এক বন্ধুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। এই ভদ্রলোকের নাম হলো ম্যাকুইন। ম্যাকুইন জাতে ইংরেজ এবং সিওলে তার একটি ইমপোর্ট এক্সপোর্ট ব্যবসা আছে। আসলে এই এক্সপোর্ট ইমপোর্টের ব্যবসাটি হলো সামান্য মুখোশ। ম্যাকুইনের আসল কাজ হলো বিদেশী মুদ্রার ব্ল্যাকমার্কেট করা। আর এই কারেন্সী ব্ল্যাকমার্কেট সে ডানিয়েলের সাহায্য নিয়ে করে। ডানিয়েলের বউ আমেরিকান। ম্যাকুইনের ব্যবসায় তার সেক্রেটারী হিসাবে কাজ করে। ম্যাকুইনের সঙ্গে আমার কারেন্সী পরিবর্তন নিয়ে কথাবার্তা হয়েছে। ম্যাকুইন আমাদের এই কারেন্সী পরিবর্তনের কাজে সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

এবার তোমাকে সিওলের সোনার বাজারের কিছুটা খবরাখবর দিই।

বর্তমানে সিওলের বাজারে সোনার দর হলো প্রতি আউন্স একশো কুড়ি ডলার। বর্তমানে এই বাজারে সোনার চাহিদা কতো সঠিক বলতে পারবো না। তবে সোনা বিক্রী করে যে টাকা পাবো সেই টাকা ডলারে পরিবর্তন করলে আমাদের ক্ষতি হবে কুড়ি পার্সেন্ট। তবে ডানিয়েল এবং ম্যাকুইনের বক্তব্য হলো যে বেশি কারেন্সী ডলারে পরিবর্তন করলে আমাদের ক্ষতিটা কম হবে। অবশ্যি ডানিয়েল এবং ম্যাকুইনের কথা আমি পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারিনি। ওদের কথাগুলো যাচাই করবার জন্যে আমি আলবেলাকে সিওলে রেখে এসেছি। ইতিমধ্যে আলবেলা সিওলে আসর জমিয়ে বসেছে। আমাকে বলেছিলো সিওলে ইনটেলিজেন্স চীফের সঙ্গে তার বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়েছে।

: সিওলে প্রতিটি বিদেশীর গতিবিধির উপর পুলিশ তীক্ষ্ণ নজর রাখে। লুকিয়ে আড়ি পেতে টেলিফোন ট্যাপ করে কথাবার্তা শোনে। চিঠিপত্রও সেন্সর করা হয়।

এর ঐ দেশে ক্যুরিয়ার মারফৎ খবর পাঠাতে হবে। সিওলে সোনা স্মাগল

করা সম্বন্ধে তোমার কী মতামত শিগগির জানিও। কারণ কাল আমাকে কুনলুন বলেছে যে ফাই সদানন্দের কাছ থেকে খবর পেয়েছে যে এবছর বর্মায় আপিমের খুব ভালো চাষ হয়েছে। আমরা কতো কিলো আপিম এ বছর কিনবো এবং পরে সেই মাল স্মাগল করে আনবো সেইটে ফাই সদানন্দ জানতে চায়। কারণ আমাদের কাজের রুটিন দেখে সে সীমান্তে তার সিকিউরিটি ফোর্স রাখবে।

আর একটা খবর। থাইল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী ফাই সদানন্দকে সমর্থন করছেন। মনে হচ্ছে এবারের মতো ফাই সদানন্দের বিপদের ঝড় কেটে গেছে।

লিটলজনের কাছ থেকে পর-পর এই চিঠিগুলো পাবার পর শলা-পরামর্শ করবার জন্যে আমরা গোল হয়ে বসলুম।

: প্রথমতঃ আমরা বর্মা থেকে সোনার পরিবর্তে আপিম স্মাগল করে বেশ মোটা টাকা মুনাফা করছিলুম। কিন্তু ফাই সদানন্দের বিরুদ্ধে বিরোধী দলের অভিযোগ শুনে আমরা একটু সতর্ক হয়েছিলুম। কারণ আমরা থাইল্যাণ্ডের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক হাঙ্গামার মধ্যে নিজেদের জড়াতে চাইনি। তাই কিছুদিনের জন্যে আমরা প্রায় বর্মা থেকে আপিম স্মাগল করা বন্ধ করেছিলুম।

: আমাদের দ্বিতীয় চিন্তার বিষয় হলো আমরা কী সিওলের বাজারে সোনা স্মাগল করবো? যদি ঐ বাজারে সোনা স্মাগল করতে পারি তাহলে আমরা বেশ মোটা টাকা মুনাফা করতে পারবো। কারণ আজকাল হংকংয়ের বাজারে সোনা বিক্রী করে আমরা খুব বেশি টাকা মুনাফা করছিলুম না। অতএব টাকা রোজগার করতে হলে আমাদের আরো লাভজনক বাজার খুঁজে দেখতে হবে। সিওলের সোনার বাজার লোভনীয় এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিলো না।

লিলি বললো, সিওলের বাজার বাজিয়ে দেখা দরকার। ঐ বাজারে খুব বেশি প্রফিট করা যাবে। আমাদের এখন আপিম কেনার জন্যে টাকার দরকার।

জনি লিলির প্রস্তাবকে সমর্থন করে বললো, আমি লিলির সঙ্গে একমত।

আমরা ঠিক করলুম যে সিওলের বাজারে গোল্ড স্মাগলিং শুরু করবো। হয়তো আমরা বেশ বড়ো ঝক্কি হাতে নিয়েছিলুম। কারণ পরবর্তীকালে সিওলে সোনা স্মাগল করতে গিয়ে আমরা হাত পুড়িয়েছিলুম।

তাই সিওলের এই সোনা স্মাগলিংয়ের কাহিনী আর একটু ব্যাখ্যা করে বলি।

সমীরকে ডেকে বললুম, আমরা একটা নতুন দেশে সোনা স্মাগল করবার চেষ্টা করছি। তুমি যাবে?

সমীর, এই কথা শুনে দারুণ কৌতূহলী হয়ে আমার দিকে তাকালো।

কোথায় ? তার এই প্রশ্ন ছিলো অতি ছোট এবং সংক্ষিপ্ত।

: সিওল সাউথ কোরিয়ার রাজধানী। তবে তোমাকে আগেই সতর্ক করে দিচ্ছি। ওখানে সোনা নিয়ে যাওয়া বেশ বিপজ্জনক।

সমীর আমার কথা শুনে হাসলো। বললো, আমি বিপদকে তোয়াক্কা করি না। তবে সিওলে যদি আমাকে সোনা নিয়ে যেতে হয় তাহলে দুশো পাউণ্ডের পরিবর্তে চারশো পাউণ্ড কমিশন দিতে হবে। ডবল রেট। কারণ আমাকে স্পেশাল রেটে ইন্সিওরেন্সের প্রিমিয়াম দিতে হবে।

আমাকে সমীরের প্রস্তাব মেনে নিতে হলো। স্বীকার করলুম। বললুম : পাবে চারশো পাউণ্ড।

সমীর এবার সাউথ কোরিয়ার ভিসা নেবার জন্যে সাউথ কোরিয়া এম্বাসীতে গেলো।

সেদিন রাত্রে আমি লিটলজনকে টেলিফোন করলুম। বললুম, আমরা সাউথ কোরিয়ার সিওলে সোনা নিয়ে যাবো। আমাদের প্রথম ক্যারিয়ার হবে সমীর। বিক্রীর টাকা ডলারে পরিবর্তন করে আলবেলাকে দিয়ে পাঠাবে।

তারপর খানিক চিন্তা করে আমি লিটলজনকে বললুম, আমি ভাবছি একবার নিজেই কোরিয়ার মার্কেট যাচাই করতে যাবো। তোমার কী ইচ্ছে বলো ?

: চমৎকার আইডিয়া! কোরিয়ার কাজকর্ম শেষ করে একবার তোমার কিছুদিনের জন্যে ব্যাংককে ফাই সদানন্দের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া একান্ত দরকার। উনি ঐ আপিম স্মাগল করবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন। বলছেন প্রতিদিন ব্যাংককের অলিগলিতে আমেরিকান সৈন্যরা হেরোন পাবার নেশায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওর কথা হলো হেরোন স্মাগলিং সোনা স্মাগলিং কাজের চাইতে অনেক লাভজনক।

: চমৎকার। আমি তিনদিনের মধ্যে হংকংয়ে আসছি।

আমি লিটলজনের সঙ্গে টেলিফোনে কথাবার্তা বলে সাউথ কোরিয়ার এম্বাসীতে ভিসার জন্যে দরখাস্ত করতে গেলুম।

ইতিমধ্যে হোটেলে ফিরে এসে দেখি সমীর আর্জেন্ট টেলিগ্রাম করেছে। তার এই টেলিগ্রামের মর্ম হলো : লিটলজন কোথায় ? আমি আজ অবধি দেখা পাইনি।

আমি অবশ্য এই টেলিগ্রাম পড়ে আতঙ্কিত হলুম না। কারণ আমরা সমীরকে নির্দেশ দিয়েছিলুম যে লিটলজন তার সঙ্গে দেখা না করা অবধি সে হোটেলের বাইরে যাবে না।

পরে শুনেছিলুম যে লিটলজন সিওলে আলবেলাকে নিয়ে বিস্তর হাঙ্গামায় পড়েছিল।

হাঙ্গামার কারণ আর কিছুই নয়। আলবেলা সিওলের ইনটেলিজেন্স চীফের সঙ্গে ভীষণ মাখামাখি করতে শুরু করেছিলো। সিওলের পুলিশের সঙ্গে তার এই আন্তরিকতা ডানিয়েল এবং ম্যাকুইনকে বিচলিত করেছিলো। তাদের মনের এই আতংকের আর একটি কারণ হলো যে ইনটেলিজেন্স চীফের বউ তার স্বামীর সঙ্গে আলবেলার এই মেলামেশা একেবারেই সুনজরে দেখতে পারেন নি। তিনি একদিন আলবেলাকে সবার সামনে গাল দিয়েছেন। আলবেলাও ছাড়বার পাত্রী নয়। সে ইনটেলিজেন্স চীফের বউকে পাল্টা গালমন্দ করেছে। এই ঝগড়া নিয়ে শহরে বিস্তর আলোচনা হচ্ছে।

ডানিয়েল এই ঝগড়ার খবর লিটলজনকে দেয়। লিটলজন এই খবর পেয়ে প্রথম প্লেনে করে সিওলে চলে আসে। তারপর আলবেলাকে অনেক মিষ্টি গলায় বুঝিয়ে হংকংয়ে নিয়ে আসে।

আমরা ঠিক করলুম সোনা বিক্রীর টাকা সিওল থেকে বের করে আনবার জন্যে সেক্স বম্ব পুষিক্যাটকে ব্যবহার করবো। পুষিক্যাট আমাদের কাছ থেকে খবর পেয়ে হংকংয়ে চলে এলো।

আমি হংকংয়ে এসে যখন পৌছলুম তখন প্রায় সন্ধ্যা। আমি নিজের বেল্টে এবং করসেটে করে প্রায় দশ কিলো সোনা এনেছিলুম। ভেবেছিলুম কাস্টমসের কর্তাদের কাছে অনেক প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। কিন্তু আমাদের ট্রেনে আর একটি ছেলে সোনা স্মাগল করতে গিয়ে কাস্টমসের কর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই ছেলেটিকে সার্চ করে পুলিশ প্রায় পাঁচ কিলো সোনা উদ্ধার করে। ছেলেটির হাবভাব দেখে বুঝতে পারলুম যে স্মাগলিংয়ের কাজে ছেলেটি একেবারে আনাড়ী। আমাকে কেউ কোনো প্রশ্ন করলো না।

হোটেলে এসে পৌছবার সঙ্গে সঙ্গে কুনলুন এবং বব আমার সঙ্গে দেখা করলো। ওদের সঙ্গে সিওলে গোল্ড স্মাগলিং সংক্রান্ত অনেক কথাবার্তা বললুম। লিটলজন ঠিক কথাই বলেছে। সিওলে সোনা স্মাগল করতে পারলে আমরা বেশ মোটা টাকা লাভ করতে পারবো।

পরের দিন আমি লিটলজন এবং সমীর থাই এয়ার ওয়েজে চেপে কোরিয়ার রাজধানী সিওলের উদ্দেশ্যে রওনা দিলুম। আমাদের সঙ্গে পুষিক্যাটও ছিলো। পুষিক্যাট বেশ মোটা প্যাডের ব্রেসিয়ার পরেছিলো এবং তার সেই ব্রেসিয়ার কাস্টমসের কর্তাদের নজরে পড়বে এ কথা আমরা জানতুম। আমরা ইচ্ছে করেই এই ব্রেসিয়ার পুষিক্যাটকে পরতে দিয়েছিলুম। কারণ সেদিন পুষিক্যাট

সোনা স্মাগল করবার কোনো চেষ্টা করছিলো না। আমরা জানতুম যে এই ব্রেসিয়ার দেখে কাস্টমস পুষিক্যাটকে প্রশ্ন করবে। এদিকে আসলে সিওলে সোনা স্মাগল করছিলো সমীর। সমীর আমাদের সীটের কিছুদূরে আর একটি সীটে বসেছিলো। যাত্রার সময় আমাদের সঙ্গে কোনো কথা বলেনি। আমরাও ওকে না চিনবার ভান করলুম। এছাড়া আমরা চারজনে লণ্ডন ব্রাসেলস বেরুট এবং হংকং থেকে ভিসা নিয়েছিলুম। অতএব আমাদের পাশপোর্ট দেখে বুঝবার যো ছিলো না যে আমরা একই দলের।

হংকং থেকে আমাদের প্লেন তাইওয়ানে এসে থামলো। এখানে আমরা সোনা স্মাগল করবার বন্দোবস্ত করেছিলুম। তাইওয়ানে কুনলুনের অনেক বন্ধুবান্ধব ছিলো। তাঁরা এসে বিমানবন্দরে আমাদের সঙ্গে দেখা করলেন। লিটলজন একজন বেটে চাইনীজের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলো। বললো, আমার সিনিয়ার পার্টনার, নাম গৌতম জাভেরী।

বেটে চাইনীজ একটু সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন। এরপর আমাদের ব্যবসা নিয়ে কথাবার্তা হলো। আমরা তাইওয়ানে সোনা স্মাগল করবো। উনি কী খদ্দের যোগাড় করতে পারবেন? তারপর হংকং থেকে তাইওয়ানে সোনা বয়ে নিয়ে আসবার জন্যে আমাদের ক্যারিয়ার দরকার হবে। কতোজন ক্যারিয়ার? বর্তমান পাঁচজন ক্যারিয়ার চাই। এর মধ্যে দুজন সুন্দরী সেক্সী মেয়ে চাই। কারণ সময়-অসময়ে আমাদের কাস্টমসের কর্তাদের মন ভেজানো চাই। প্রতিমাসে আমরা কত কিলো সোনা তাইওয়ানে স্মাগল করতে পারবো?

বেটে চাইনীজ ছোট্ট জবাব দিলেন, পঞ্চাশ কিলো।

বেটে চাইনীজের জবাব শুনে আমি অবাক হলুম।

পঞ্চাশ কিলো যে অনেক সোনা?

সিওলে এসে আমরা সোনার বাজার যাচাই করলুম। এই বাজার খুবই লোভনীয় এবং এখানে লাভজনক ব্যবসা করা যাবে এই বিষয়ে আমাদের কোনো সন্দেহ ছিলো না। সিওলে এই কয়েকটা দিন পরমানন্দে কাটলো। আনন্দে দিন কাটবে না কেন? আমাদের সঙ্গে পরমাসুন্দরী পুষিক্যাট ছিলো। পুষিক্যাট থাকা মানে নরক গুলজার করে তোলা।

একদিন রাত্রিবেলা আনন্দ উৎসবের পর লিটলজন আমার কাছে ফিস ফিস করে বললো, গৌতম ডানিয়েল আমাকে স্মাগলিংয়ের চাইতে আরো একটি লাভজনক লোভনীয় ব্যবসার বুদ্ধি পরামর্শ দিয়েছে।

আমি জানতুম লিটলজন কী বলবে। ড্রাগস স্মাগলিং।

আমি বললুম, জানি ডানিয়েল কী বলতে চায়। হেরোন স্মাগলিং। না, লিটলজন তোমার এই ড্রাগস স্মাগলিং লাভজনক বটে কিন্তু এই কাজ করবার জন্যে আমাদের লোকজন দলবল নেই। যদি ব্যাংককে ফাই সদানন্দের পুলিশ বাহিনী থেকে পুরো সাহায্য পাই তাহলে ড্রাগস স্মাগলিংয়ের কাজ পুরোদমে শুরু করবো। এখনও আমাদের বর্মা অপারেশন সাকসেসফুল হয়নি। আর এই গোল্ড স্মাগলিং করে আমরা কিছুটা অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। আমরা এই ব্যবসায় আরো একটু জমিয়ে বসতে চাই। তারপর অন্য ব্যবসার দিকে নজর দেবো।

লিটলজন আমার জবাব শুনে খানিকটা নিরাশ হলো। বেশ জোরে মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, না গৌতম আমি ড্রাগস স্মাগলিংয়ের কথা বলছিনে। ডানিয়েল আরো একটু এক্সসাইটিং ব্যবসার কথা বলছে। এই ব্যবসার কথা শুনলে তুমি কক্ষনো না করতে পারবে না। একাজে প্রচুর উত্তেজনা আছে।

আমি লিটলজনের দিকে বেশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালুম। লিটলজনও আমার এই দৃষ্টিভঙ্গী দেখে বুঝতে পারলো যে আমি সহজে ওর কথা বিশ্বাস করতে পারছিনে কিংবা এখনও আমার মনের সন্দেহ দূর হয়নি।

: ডানিয়েলের সঙ্গে এই নতুন ব্যবসা নিয়ে অবিলম্বে কথা বলা দরকার।

ডানিয়েল কী ব্যবসার প্রস্তাব করছে সেইটে জানবার জন্যে আমি একটু ব্যাকুল হলুম। তাই আমি লিটলজনের প্রস্তাবে রাজী হলুম।

পরের দিন সন্ধ্যায় আমাদের হোটেলে এক বৈঠক বসলো। এই বৈঠকে আমি, লিটলজন এবং ডানিয়েল উপস্থিত ছিলুম। ডানিয়েলের সঙ্গে এই প্রথম ব্যবসা নিয়ে কথাবার্তা হলো।

ডানিয়েলের মুখে একটু নিরাশার চিহ্ন ছিলো।

ডানিয়েল আমাদের বললো, জন সিওলে গোল্ড স্মাগলিং করবার অনেক বাধা-বিপত্তি এসে উপস্থিত হয়েছে। এই কথা শুনে আমি এবং লিটলজন বেশ উদ্‌গ্রীব হয়ে ডানিয়েলের মুখের দিকে তাকালুম।

: কী বাধা-বিপত্তি? সিওলের বাজার যাচাই করে আমরা বেশ উৎসাহিত হয়েছিলুম কিন্তু ডানিয়েল আমাদের মনের কৌতূহল দূর করলো।

: সিওলের কাস্টমসের কর্তারা এয়ারপোর্টে মেশিন বসিয়েছেন—ডানিয়েল বললো।

: মেশিন? আমি এবং লিটলজন এক সঙ্গে বলে উঠলুম।

: হ্যাঁ, এ হলো গোল্ড ডিটেকটিং মেশিন। গত তিন সপ্তাহে ওরা প্রায়

দুই ডজন স্মাগলার গ্রেপ্তার করেছে। সবাই কাস্টমসের বেড়াজাল কাটিয়ে সোনা স্মাগল করবার চেষ্টা করছিলো।

আমি এবং লিটলজন একটু চিন্তিত হলুম। আমাদের সঙ্গে সমীর সোনা নিয়ে এসেছিলো। এই যাত্রায় ওরা সমীরকে ধরতে পারেনি বটে কিন্তু ভবিষ্যতে আমরা কী আর সোনা স্মাগল করতে পারবো?

: কী করে ওদের ধরলো? আমি জানবার কৌতূহল প্রকাশ করলুম।

ডানিয়েল আমার প্রশ্ন শুনে একটু হাসলো। বললো, বিভীষণের অভাব নেই। কাস্টমসের কর্তারা আগে থেকেই জানতেন যে গোল্ড স্মাগল করবার চেষ্টা করা হচ্ছে। তাই স্মাগলাররা সিওল বিমান বন্দরে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে কাস্টমস গোল্ড ডিটেকটিং মেশিন ব্যবহার করেছে।

ডানিয়েল আমাদের আরো বললো, গৌতম কোরিয়ানদের সঙ্গে এই গোল্ড স্মাগলিং ব্যবসা করা মানে জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা। এ কথাটা মনে রেখো। এই সিওল শহর হলো আমেরিকার ইনটেলিজেন্স এজেন্সী সি-আই-এর মস্তো বড়ো ঘাঁটি। এই শহরে নিদেন পক্ষে প্রায় পাঁচশো সি-আই-এ এজেন্ট কাজ করছে। একটু মুখ খুললেই সব কথা সি-আই-এর কর্তাদের কানে যাবে। আর কোনো কথা সি-আই-এ জানা মানেই কোরিয়ার কাস্টমস ইনটেলিজেন্স কর্তাদের কাছে সেই খবর পৌঁছে দেওয়া।

আমি বিস্মিত হয়ে ডানিয়েলের মুখের দিকে তাকালুম।

ডানিয়েল হয়তো আমার মনের কথা বুঝতে পারলো। তাই সে তার বিবৃতি আরো একটু ব্যাখ্যা করে বললো, আসল কথা কী জানো, কোরিয়ার সরকার এবং সি-আই-এর কর্তারা কম্যুনিস্ট স্পাইদের কাজকারবারের ভয়ে কুঁকড়ে আছেন। ওরা জানেন, ওরা যদি অসাবধানী হন তাহলে কোরিয়ার রাজনৈতিক হাঙ্গামার পেছনে থাকবে নর্থ কোরিয়ার ইনটেলিজেন্স সার্ভিস। তাই সাউথ কোরিয়ার সরকার এবং সি-আই-এ দেশের প্রতিটি কাজকর্ম এবং লোকজনের উপর কড়া নজর রাখেন। ওদের অগোচরে কোনো কিছু করবার উপায় নেই। আর ওরা যদি জানতে পারেন কেউ সোনা স্মাগল করছে কিংবা স্পাইয়ের কাজ করছে অমনি তাকে বিনা বিচারে গুলী করে মারেন।

ডানিয়েলের কথা শুনে আমি এবং লিটলজন আতঙ্কিত হলুম।

বিনা বিচারে গুলী করে হত্যা করা হয় এই কথা শুনে আমার ভয় হলো। গুলী করে না মারলেও এর পরবর্তী সাজা কী হবে আমি জানতুম। দীর্ঘদিনের জন্যে কারাবাস। আমার আতঙ্কের আর একটি কারণ হলো পুষিক্যাট। ঐ ক্ষেপী মেয়েটি যে কখন কী কাজ করে বসবে কেউ বলতে পারে না। হয়তো

হাটে-বাজারে আমাদের সব কীর্তিকলাপ প্রকাশ করে ফেলতে পারে।

ডানিয়েল আমাদের আরো বললো, এই দেশের কর্তারা আজকাল একটু সন্দেহ হলেই সেই লোকটিকে জেলখানার ভরে রাখে কিংবা গুলী করে মারে।

আমি এবার প্রশ্ন করলুম। বললুম, ডানিয়েল, দুই সপ্তাহ আগে আমার বন্ধু লিটলজন সাউথ কোরিয়াতে এসেছিলো। তখন এই সব বাধা-বিপত্তির কথা ওকে বলোনি ?

ডানিয়েল হেসে বললো, মিষ্টার গৌতম, সাউথ কোরিয়ার সরকার এবং সি-আই-এ সম্প্রতি এই কড়াকড়ি নিয়মকানুন করেছেন। তার কারণ বাজারে জোর গুজব রটেছে যে সাউথ কোরিয়ায় একটি গৃহ বিপ্লব হবার সম্ভাবনা আছে। এবং বাজারের গুজব হলো এই বিপ্লবের পশ্চাতে রয়েছে নর্থ কোরিয়ার কম্যুনিষ্ট ইনটেলিজেন্স সার্ভিস। আর শুধু তাই নয়। কিছুদিন আগে তোমাদের এক বান্ধবী···

ডানিয়েলের কথা শেষ হবার আগেই আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে লিটলজনের মুখের দিকে তাকালুম। এই বান্ধবীটি কে বুঝতে অসুবিধে হলো না। সে হলো আলবেলা।

ডানিয়েল বললো, তোমাদের এই বান্ধবী সাউথ কোরিয়ার ইনটেলিজেন্স চীফের সঙ্গে বেশ দহরম মহরম করছিলো। সি-আই-এ সন্দেহ করেন এই মেয়েটি হলো মাতাহারি। তাই আমি লিটলজনকে টেলিগ্রাম করেছিলুম যে তোমাদের বান্ধবীকে অবিলম্বে সিওল থেকে সরিয়ে নেওয়া হোক। নইলে আমরা সবাই বিপদে পড়বো। তোমাদের এই বান্ধবী সাউথ কোরিয়ার সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলুম. তারপর নিজের মুখ খুললুম। বললুম, ডানিয়েল আমি বিশ্বাস করতে পারছিনে যে স্মাগলারদের বেরুবার জন্যে কাস্টমস গোল্ড ডিটেকটিং মেশিন ব্যবহার করছেন। কিছুদিন আগে আমরা শুনেছিলুম যে টোকিওর কাস্টমস গোল্ড ডিটেকটিং মেশিন ব্যবহার করছেন। কিন্তু পরে সঠিক খবর পেলুম যে এই খবরের কোনো ভিত্তি নেই, খবরটি ভুয়ো। শুধু স্মাগলারদের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করার জন্যে এই গুজব বাজারে রটানো হয়েছিলো। অবশ্যি এই মেশিনের চোখে ধুলো দেবার জন্যে আমরা এক অভিনব পন্থা অবলম্বন করেছি।

এবার ডানিয়েলের বিস্ময়ের পালা। গোল্ড ডিটেকটিং মেশিনকে কী করে ধাপ্পা দেওয়া যায় এইটে যেন সে ভেবে পেলো না। তাই জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকালো। আমি তার মনের কৌতূহল দূর করলুম।

বললুম, আজকাল পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে এমন এক ধরনের বস্তু আছে যা Low energy gamma rays আটকাতে পারে। পরীক্ষায় জানা গেছে যে এক্স-রে কার্বণ পেপার ভেদ করতে পারে না। আমরা ইচ্ছে করলেই এই সোনার উপর আর একটি কেমিক্যালের প্রলেপ ব্যবহার করতে পারি যে Low energy gamma rays [যে ray গোল্ড ডিটেকটিং মেশিনে ব্যবহার করা হয়] সেই কেমিক্যালেব প্রলেপকে ভেদ করে যেতে পারবে না। প্রয়োজন হলে আমরা করসেট এবং ব্রেসিয়ারের লাইনিংয়েব ভেতর এমন কিছু নতুন জিনিস ব্যবহার করবো যে জিনিস এই গামা রে'কে (Ray) আটকে দেবে।

আমাব কথা শুনে ডানিয়েল বেশ কিছুক্ষণ কথা বললো না। চুপ করে রইলো। বুঝতে পারলুম ডানিয়েল আমার জবাব শুনে বিস্মিত হয়েছে। আমার যে এই গোল্ড স্মাগলিংয়ের কাজকারবারে বেশ আট-ঘাট বেঁধে নেমেছি। এই কথা বুঝতে তার কোনো অসুবিধে হলো না।

লিটলজন এক বোতল হুইস্কী খুললো। ডানিয়েল অনেকখানি হুইস্কী একটি গ্লাসে ঢাললো, তাবপর এক চুমুকে গ্লাসটি নিঃশেষ কবে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, কনগ্র্যাচুলেশন গৌতম। তোমরা যে গোল্ড স্মাগলিংয়ের কাজকারবারের এতোটা অগ্রসর হয়েছ আমি কল্পনা করিনি। তবু আমি বলবো যে আজকাল গোল্ড স্মাগলিং কোরিয়াতে করা সম্ভব নয়। পলিটিক্যাল সিচুয়েশন আমাদের বিপক্ষে।

একটু বাদে ডানিয়েলের স্ত্রী সিলভিয়া এসে আমাদের আলোচনায় যোগ দিলো। সিলভিয়া সুন্দরী নয় তবে দেহ যে কোনো পুরুষকে আকর্ষণ করবে তাতে আমার কোনো সন্দেহ ছিলো না। আমি একবার সিলভিয়ার দিকে তাকিয়ে ডানিয়েলকে জিজ্ঞেস করলুম, আজকাল সিওলে সোনার দব কতো?

জবাব দিলো লিটলজন। বললো, আজ বিকেলে বাজারের দর ছিলো প্রতি আউন্স একশো কুড়ি ডলার।

: এই বাজার দর কোথায় পেলে জন? আমি লিটলজনকে জিজ্ঞেস করলুম।

এবার আমার প্রশ্নের জবাব দিলো ডানিয়েল। সে বললো, এ হলো সরকারী রেট। এই রেটে কোরিয়ান সরকার জহুরীদের কাছে সোনা বিক্রী করে থাকে। আর একটি কথা তোমাদের বলা দরকার মনে করি, কোরিয়ার বাজারে চাইনীজ সোনার কদর বেশি।

এবার আমি একটু অবাক হলুম। 'চাইনীজ সোনার' অর্থ কী?

ডানিয়েল এই কথা ব্যাখ্যা করে বললো, চাইনীজ সোনা মানে সিওলের

বাজারে মানে য়ুরোপীয়ান বাজারে বাইশ ক্যারাটের সোনার কদর নেই। সবাই চাইনীজ সোনা পছন্দ করে। চাইনীজ সোনা পুরোপুরি সোনা নয়। আসল সোনার সঙ্গে কিছু অন্য দ্রব্য মিশিয়ে এই চাইনীজ সোনা তৈরী করা হয়।

আমি বিস্মিত-হতবাক হয়ে ডানিয়েলের কথাগুলো গিলছিলুম। প্রথমে তার কথাগুলো বিশ্বাস করতে আমার মন চায়নি। কখনও ভাবিনি যে সোনাকে মেকী করে চড়া দরে বিক্রী করা যায়। আমি অবশ্য সহজে ভেঙ্গে পড়বার পাত্র নই। নিজের মনকে অবিচলিত রেখে জিজ্ঞেস করলুম, আসল সোনার দর কতো। আই মীন, বাইশ ক্যারাটের নিখাদ সোনার দাম কতো?

ডানিয়েল মাথা নেড়ে বললো, মাপ করো, ঐ বাইশ ক্যারাটের সোনার দর তোমাকে বলতে পারবো না। অবশ্য ম্যাকুইনের কাছে এই খবর পাবো। এনিওয়ে ম্যাকুইনের সঙ্গে তোমার কথা হয়েছে?

আমি মাথা নেড়ে বললুম, হাঁ আজ সকালে ওর সঙ্গে কথা হয়েছে। কিন্তু আমাদের এই সোনা কিনবার তার কোনো ইচ্ছাই নেই। তখন ম্যাকুইনকে গররাজী দেখে সঠিক কারণ বুঝতে পারিনি কেন আমাদের সোনা কিনবার তার কোনো ইচ্ছে নেই, এখন তোমার মুখে বাজারের অবস্থা এবং সরকারী কড়া আইন-কানুন শুনে তার মনের ইচ্ছার সঠিক কারণ বুঝতে পারলুম।

লিটলজন এবার তার মুখ খুললো। বললো, কাল আমি জুয়েলার্সদের সঙ্গে দেখা করবো। বাইশ ক্যারাট সোনার দর ওদের কাছ থেকে জানবার চেষ্টা করবো।

ডানিয়েল এবং সিলভিয়া দুজনেই একসঙ্গে প্রতিবাদ করলো। সমবেত কণ্ঠস্বরে বললো, খবরদার অমন কাজটি কোরো না, কোরিয়ানদের সঙ্গে ঐ সোনার দর নিয়ে কথা বলেছ তো ওরা তোমার গলা কাটবে। এখানে কোরিয়ানদের একদম বিশ্বাস কোরো না।

: ম্যাকুইন কী করে কোরিয়ানদের সঙ্গে ব্যবসা করছে? আমি জিজ্ঞেস করলুম।

: ঈশ্বর জানেন কী করে ম্যাকুইন ওদের সঙ্গে ব্যবসা করছে। আর একটি কথা মনে রেখো—ম্যাকুইনের বউ খুব সুন্দরী। ডানিয়েল জবাব দিলো।

লিটলজন ডানিয়েলের কথাগুলো লুফে নিলো। বললো, সুন্দরী মেয়ের অভাব হবে না। আমাদের সেক্রেটারী পুষিক্যাট সুন্দরী। প্রয়োজন হলে আমরা তাকে আমাদের স্মাগলিংয়ের কাজে ব্যবহার করবো।

ডানিয়েল এই কথার কোনো জবাব দিলো না। এবার সিলভিয়া ডানিয়েলের মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, তুমি গৌতমের সঙ্গে তোমার প্রস্তাব নিয়ে কথা

বলেছো ?

লিটলজন সিলভিয়ার কথা শেষ হবার আগেই হাই তুলতে লাগলো। আমার দিকে তাকিয়ে বললো, গৌতম, বেশ রাত হয়েছে। আমিও ক্লান্তি অনুভব করছি। মাপ করো। আমি এবার ঘুমুতে যাবার চেষ্টা করছি।

আমি লিটলজনের দিকে বেশ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকালুম। আমার এই দৃষ্টির অর্থ বুঝতে কারুর কোনো অসুবিধে হলো না। আমি লিটলজনের কথা শুনে বিরক্ত হয়েছি। হাজার হোক আমি হলুম দলের কর্তা। আমাকে ছেড়ে ঘুমুতে যাবার অধিকার লিটলজনের নেই।

: ইমপসিবল ! আমি বেশ একটু ভর্ৎসনার সুরেই বললুম। সবে মাত্র আমাদের কাজকর্ম শুরু হয়েছে। এখন তুমি আমাদের বৈঠক ছেড়ে কোথাও যেতে পারো না।

লিটলজন চুপ করে রইলো।

এবার ডানিয়েল আমাকে জিজ্ঞেস করলো, গৌতম, টেলেক্স কী করে কাজ করে তুমি জানো ?

: টেলেক্স ? আমি বিস্মিত হতবাক হয়ে প্রশ্ন করলুম। প্রশ্নটি শুনে আমার কৌতূহল এতো হয়েছিলো যে আমার মুখ দিয়ে অনেকক্ষণ কোনো কথা বেরোয়নি।

: হ্যাঁ। টেলেক্স মেশিন কী কাজের জন্যে ব্যবহার করা হয় তুমি তার কোনো খবর রাখো ?

: একদেশ থেকে অন্য দেশে খবর পাঠাবার জন্যে টেলেক্স ব্যবহার করা হয়। আমি জবাব দিলুম। সত্যি কথা বলতে কী টেলেক্সের কাজকারবারের খবর আমি বেশি জানতুম না।

: টেলেক্স মেশিন কী কাজকর্মের জন্যে ব্যবহার করা হয়, এ খবর তুমি নিশ্চয় জানো ? ডানিয়েল আবার আমাকে প্রশ্ন করলো।

: না, শুধু ব্যাঙ্কের খবরা-খবর পাঠাবার জন্যে নয়, এক দেশের ব্যাঙ্ক থেকে অন্য দেশের ব্যাঙ্কে টাকা পাঠাবার জন্যেও টেলেক্স ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অবশ্য টাকা পাঠাবার জন্যে কোড ব্যবহার করা হয় ; অর্থাৎ এক ব্যাঙ্ক কোড মারফৎ এক দেশ থেকে অন্য দেশে টেলেক্সে খবর পাঠায়। ধরো তুমি এই টাকা পাঠাবার 'কোড' যদি জানো তাহলে এক ব্যাঙ্ক থেকে অন্য ব্যাঙ্কে যতো খুশি টাকা পাঠাতে পারবে।

ডানিয়েলের কথাগুলো শুনে আমার বিস্ময় ক্রমেই বাড়ছিলো। ডানিয়েল কী বলতে চায় ? টেলেক্সের সঙ্গে কোডের কী সম্পর্ক ? আর ডানিয়েল আজ

জন্যে ঃ টেলেক্স মারফৎ টাকা পাঠাবার কথা বলছে কেন ?

পেলু।আমি ডানিয়েলের স্ত্রী সিলভিয়ার মুখের দিকে তাকালুম। দেখতে পেলুম ভিয়া আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসছে। তাহলে কী সিলভিয়া জানে যানিয়েল আমার কাছে কী বলতে চায় ?

। : তুমি কখনও টেলেক্স মারফৎ টাকা ট্রান্সফার করেছো ? আমি জিজ্ঞেস করলুম। প্রশ্নটা আমার কানে বেসুরো লাগলো। আমি জানতুম যে ডানিয়েল হলো ব্যাঙ্কের ম্যানেজার। এক দেশ থেকে অন্য দেশে টাকা পাঠানো হলো তার দৈনন্দিন কাজ।

: আমি প্রতিদিন এক দেশ থেকে অন্য দেশে টাকা ট্রান্সফার করছি—ডানিয়েল জবাব দিলো।

: কী করে ? টেলেক্স না কেব্‌লের মারফৎ আমি জানবার আগ্রহ প্রকাশ করলুম।

: আমি টেলেক্স এবং কেব্‌ল্ মারফৎ আমার ব্যাঙ্ক থেকে পৃথিবীর অন্যান্য ব্যাঙ্কে টাকা ট্রান্সফার করছি। অবশ্য একটি কথা তোমাকে জানিয়ে রাখতে চাই যে সিওলে টেলেক্সের প্রচলন বেশী নেই। এখানে কেব্‌ল্ বেশী ব্যবহার করা হয়—ডানিয়েল বললো।

অবশ্য এই টাকা 'কোড' ভাষায় ট্রান্সফার করা হয়ে থাকে ? তাই নয় কী। আমি প্রশ্ন করলুম।

: হ্যাঁ, এক ব্যাঙ্ক থেকে অন্য ব্যাঙ্কে টাকা ট্রান্সফার করবার জন্যে 'কোড' ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আর আমি ছয় বছর নিউইয়র্কের ব্যাঙ্ক অব আমেরিকার কেব্‌ল্ ডিপার্টমেণ্টে কাজ করেছি। অতএব কী করে টাকা কেব্‌ল্ কিংবা টেলেক্স মারফৎ পাঠাতে হয় তার পুরো কায়দা-কানুন আমার জানা আছে।

কথা বলতে বলতে ডানিয়েল তার হুইস্কীর গ্লাসে চুমুক দিলো। তারপর আবার তার কাহিনী বলতে শুরু করলো।

: গৌতম, আজ তোমাকে যে কাহিনী শোনাবো, এই কাহিনীর নিয়ম অনুযায়ী যদি আমরা কাজ করতে পারি তাহলে পৃথিবীর যে কোনো ব্যাঙ্ক, সেই ব্যাঙ্ক যতোই বড়ো হোক না কেন আমরা লুট করতে পারবো। এ হলো ব্যাঙ্ক রবারির কাহিনী। কিন্তু আমাদের এই ব্যাঙ্ক রবারি অতি আধুনিক এবং মডার্ণ। এবার থেকে আর ব্যাঙ্ক লুট করবার জন্যে ব্যাঙ্কের ভেতরে পিস্তল দেখিয়ে, ভয় দেখিয়ে ব্যাঙ্কের ক্যাশ থেকে টাকা লুট করতে হবে না। চেয়ারে বসে কাগজ পেন্সিল নিয়ে তুমি যে কোনো ব্যাঙ্ক লুট করতে পারবে। বলো কোন ব্যাঙ্ক

তুমি লুট করতে চাও? ব্যাঙ্ক অব আমেরিকা, চেস ম্যানহটান ব্যাঙ্ক কিংবা রাশিয়ার নরভোনী ব্যাঙ্ক সব ব্যাঙ্কই আমার এই নিয়মানুযায়ী তুমি লুট করতে পারবে।

: গৌতম, আজ দুনিয়ার বড়ো বড়ো দেশগুলো অন্য দেশের সরকারী কোড-সাইফার জানবার চেষ্টা করছে কেন জানো? তারা অন্য দেশের গোপন কথা জানতে চায়। তার এই কোড-সাইফার জানবার জন্যে সবাই বিস্তর টাকা খরচ করছে। তেমনি বড়ো বড়ো ব্যাঙ্ক খবর পাঠাবার জন্যে কোড ব্যবহার করে থাকে।

: এবার শোনো—লণ্ডনের কোনো ব্যাঙ্ক যদি হংকংয়ের ব্যাঙ্কে টাকা ট্রান্সফার করতে চায়, তাহলে কী করবে? তারা তো টাকা পাঠাবে না। শুধু হংকংয়ের ব্যাঙ্ককে বলবে অমুক পার্টিকে অতো মিলিয়ন ডলার পেমেণ্ট করো। এখন এই সংবাদটি কোড ভাষায় টেলেক্স কিংবা কেব্‌ল্ মারফৎ পাঠানো হয়। এখন প্রতি খবরেব আগে একটি ফিগার থেকে যাকে বলা হয় নম্বর কোড। নমুনা হিসেবে তোমাকে একটি নম্বর কোড বলছি। ধরো আমাদের নম্বর কোড হলো ২৭৫। মনে রেখো এই নম্বর কোড শুধু একটি কোড নয়—এ হলো বহু কোডের যোগফল। এখন যে ব্যাঙ্ক টাকা পাঠায় তার একটি বিশেষ কোড থাকে। আর প্রতিটি খবর কিংবা নির্দেশ বলতে পারো যার জন্যে একটি বিশেষ নম্বর কিংবা নম্বর কোড ব্যবহাব করা হয়ে থাকে। যেমন ধরো কোন ব্যাঙ্ক কোন দেশ থেকে এই এই টাকা পাঠাচ্ছে, আর কোন কারেন্সীতে এই টাকা পাঠানো হচ্ছে, কোন সপ্তাহে, তারিখ, দিন, মাস প্রতিটি বিভিন্ন সংবাদের জন্যে একটি বিশেষ কোড নম্বর ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আর শুধু তাই নয়—যে ব্যাঙ্কের কাছে এই টাকা পাঠানো হচ্ছে সেই ব্যাঙ্কের একটি বিশেষ কোড নম্বর থাকে। এবার সমস্ত নম্বরগুলো যোগ করে যে যোগফল পেলুম সেই যোগফল খবরের প্রারম্ভে জুড়ে দিলুম। এই যোগফলকে বলা হয় Numerical Code.

এই কথা বলে ডানিয়েল একটি কাগজ পেন্সিল নিয়ে বসলো। তারপর আমাকে বললো, গৌতম, বলো তুমি লণ্ডনের কন্টিনেন্টাল ব্যাঙ্কে কী খবর পাঠাবে। তুমি আমাকে শুধুমাত্র খবরটি দাও, আমি তোমাকে এই খবরটি কোডে রূপান্তরিত করে দেবো। আর সমস্ত নম্বরগুলো যোগ করলে তুমি যে নম্বরটি পাবে সেই নম্বরটি হলো ঐ Numerical Code। এই খবরটি সংবাদের প্রারম্ভে ব্যবহার করলে তোমার টাকা ট্রান্সফার করতে অসুবিধে হবে না।

আমি ডানিয়েলের কথানুযায়ী একটি খবর তৈরী করলুম। প্রতিটি খবরের

জন্যে ডানিয়েল একটি নম্বর দিলো। তারপর সব যোগ করে আমরা যে নম্বরটি পেলুম সেই নম্বরটি হলো ২৭৫।

আমি যে খবরটি পাঠিয়েছিলুম সেই খবরটি হলো : 275 Reimburse yourself Continental Bank Newyork Pay 60,000 Dollars Maximos Trading Seoul Order Delta Trading Hongkong Omanband.

এবার ডানিয়েল আমাকে এই টেলিগ্রামের পুরো খবরটি ব্যাখ্যা করে বললো।

: গৌতম : এই Omanband হলো হংকংয়ের Oman Bank-এর কোড। এই ব্যাঙ্কের সিওলে কোনো ব্রাঞ্চ নেই। Delta Trading-এর নির্দেশানুযায়ী Oman Bank আমাদের এই টাকা Maximos Tradingকে পেমেণ্ট করতে বলছে। এখন নিয়মানুযায়ী এই ষাট হাজার ডলার ওমান ব্যাঙ্ক হংকং আমাদের পেমেণ্ট করবে। কিন্তু আগেই বলেছি যে এখানে ওমান ব্যাঙ্কের কোনো শাখা নেই এবং ঐ ব্যাঙ্কের আমাদের ব্যাঙ্কে কোনো এ্যাকাউণ্ট নেই অথচ আমাদের নিউইয়র্কের ব্যাঙ্কে ওদের এ্যাকাউণ্ট আছে। ওমান ব্যাঙ্কের কাছ থেকে এই টাকা পেমেণ্ট করবার নির্দেশ পাবার পর আমরা নিউইয়র্কে Continental Bank-এর কাছে কেব্‌ল্‌ কিংবা টেলেক্স মারফৎ এই টাকা পেমেণ্ট করবার খবরটি পাঠালুম। Continental Bank আমাদের কাছ থেকে এই খবর পাবার প, তাদের এ্যাকাউণ্ট বইতে Oman Bank-এর এ্যাকাউণ্ট ষাট হাজার ডলার debit করলো এবং আমাদের এ্যাকাউণ্ট credit করলো। এই ধরনের এ্যাকাউণ্ট credit debit করাকে বুক ডেবিট বা Book adjustment বলা হয়। Oman Bank-এর এ্যাকাউণ্ট debit করবার পর নিউইয়র্কের Continental Bank হংকংয়ে Oman Bank-এর কাছে এই debit note পাঠালো। এই debit note নিউইয়র্ক থেকে হংকংয়ে পৌছুতে প্রায় দশ থেকে পনেরো দিন লাগবে। এই সব debit note সাধারণ ডাকযোগে পাঠানো হয়। অতএব গন্তব্যস্থলে এই debit note পৌছুতে বেশ খানিকটা সময় নেয়। মিষ্টার গৌতম অতএব এই ষাট হাজার ডলার নিয়ে সটকে পড়বার জন্যে আমাদের দশ থেকে পনেরো দিন সময় পাওয়া যাবে। কারণ দশদিন পরে হংকংয়ের ওমান ব্যাঙ্ক নিউইয়র্ক থেকে debit note পাবার পর জানতে পারবে যে টেলেক্স কিংবা কেব্‌ল্‌ আমরা পাঠিয়েছিলুম সেই টেলেক্সটি ছিলো জাল। অর্থাৎ তাদের নাম করে অন্য আর একজন টাকা নিয়ে গেছেন।

ডানিয়েলের মুখে ব্যাঙ্ক লুট করবার এই অভিনব বিচিত্র পদ্ধতি শুনে আমি

শুধু বিস্মিত নয় বেশ খানিকক্ষণ কোনো কথা বলতে পারলুম না। এই ধরনের ব্যাঙ্ক ডাকাতির কথা আমি এর আগে কখনও শুনিনি।

ডানিয়েল হয়তো আমার মনের কথা বুঝতে পারলো। তাই একটু মৃদু হেসে বললো, মিষ্টার গৌতম, তোমাকে আগেই বলেছি যে ব্যাঙ্ক লুট করবার জন্যে বন্দুক পিস্তলের দরকার নেই। হাতে শুধু কাগজ পেন্সিল থাকলেই হলো। শুধু ব্যাঙ্কের কোড আর Numerical Codeগুলো জানা থাকা দরকার।

: ধরো ব্যাঙ্কের কোডের মধ্যে যদি কোনে ভুল-ত্রুটি থাকে তাহলে কী হবে? আমি জানবার আগ্রহ প্রকাশ করলুম। আমার প্রতিটি বিষয়েব বিস্তারিত খবব জানাবার আগ্রহ অপরিসীম।

আমাব এই প্রশ্ন শুনে ডানিয়েলের মুখ গম্ভীব হলো। চট করে কোনো জবাব দিলো না। তাবপর মৃদু গলায় জবাব দিলো, তোমার কথার ভেতব যুক্তি আছে। ধরো কোনো প্রকারে যদি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ম্যানেজার জানতে পারেন যে টেলেক্সে যে কোড ব্যবহার করা হয়েছে সেই কোড সাচ্চা নয় জাল, তাহলে নিশ্চয় ব্যাঙ্ক ম্যানেজার সন্দেহ কববেন। ব্যাঙ্ক ম্যানেজাব ওমান ব্যাঙ্কে টেলিফোন করে, খবরটি যাচাই করতে চেষ্টা করবেন।

এবার আমার চিন্তা করবার পালা। মনে মনে একটি প্ল্যান কষলুম। এমন ব্যাঙ্কে এমন দেশে এই কেব্‌ল্ পাঠাতে হবে যেখান থেকে সহজে দুই ব্যাঙ্ক যোগাযোগ স্থাপন করতে পারবে না। আর শুধু তাই নয়। আমাদের বিভিন্ন দেশের ব্যাঙ্কগুলোর ছুটির তারিখ জানা দরকার। অবশ্য এই খবর সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য নয়। কারণ বড়ো বড়ো ব্যাঙ্কে বিভিন্ন দেশেব ব্যাঙ্কেব ছুটির তালিকা আছে। আমরা এই ছুটির তাবিখ দেখে টেলেক্স কিংবা কেব্‌ল্ মারফৎ ব্যাঙ্কেব কাছে টাকা পাঠাবার নির্দেশ পাঠাবো।

আমি বললুম, আমরা বিভিন্ন দেশের ব্যাঙ্কের ছুটির তালিকা দেখে এই টেলেক্স পাঠাবো।

ডানিয়েল আমাকে আশ্বাস দিলো। বললো, মিষ্টার গৌতম, যদি আমরা ঠিক কোড এবং ঠিক Numerical code ব্যবহার করতে পারি তাহলে কোনো ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের মনে একটুও সন্দেহ হবে না যে টেলেক্স জাল এবং আমরা ব্যাঙ্ককে প্রতারণা করবার চেষ্টা করছি। দীর্ঘকাল কেব্‌ল্ সেকশন কাজ করে আমি যে-কোনো কেব্‌লের উপর একবার চোখ বুলোলেই বলতে পারি যে এই টেলেক্স জাল না সত্যি!

আমি আবার প্রশ্ন করলুম, এবার ব্যাঙ্কের কোড Numerical code

কোথায় পাওয়া যাবে ?

ডানিয়েল আমার কথা শুনে আবার হাসলো। মিষ্টি হাসি। বললো, মিষ্টার গৌতম, প্রতিটি বড়ো ব্যাঙ্কে এই বিভিন্ন ব্যাঙ্কের কোড Numerical codeয়ের একটি বই আছে। আমরা টেলেক্স পাঠাবার জন্যে এই কোড বই ব্যবহার করবো।

: বেশ ধরো তারপর যখন জানাজানি হলো যে টাকা পেমেণ্ট করবার জন্যে যে টেলেক্স পাঠানো হয়েছিলো সেই টেলেক্স জাল অর্থাৎ এক ব্যাঙ্ক জানতে পারলো যে অন্য ব্যাঙ্কের কাছ থেকে যে টেলিগ্রাম পাওয়া গিয়েছিলো সেই টেলিগ্রামটি জাল , তখন কী হবে ?

ডানিয়েল হয়তো আমার এই প্রশ্নের জন্যে প্রস্তুত ছিলো। বললো, ব্যাঙ্কিং এক বিচিত্র ব্যবসা। কোনো ব্যাঙ্কই জনসাধারণকে জানতে দিতে চায়না যে অন্য কেউ ব্যাঙ্ককে প্রতারণা করে টাকা লুট করে নিয়েছে। সাধারণতঃ এই সব ব্যাপার খুবই গোপন রাখা হয় এবং ব্যাঙ্ক তাদের নিজস্ব ডিটেকটিভের মারফৎ দোষীকে খুঁজে বার করবার চেষ্টা করে। আরি হলপ করে বলতে পারি ব্যাঙ্ক এই ধরনের প্রতারণার কাহিনী কখনই পুলিশের কানে তুলবে না। গোপনে সবার অজ্ঞাতসারে তদন্ত করবে। দোষীকে খুঁজে বার করবে।

: আর একটি কথা গৌতম। মনে রেখো, প্রতি ব্যাঙ্ক বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে কাজ করে। এক ব্যাঙ্ক যদি এই ধরনের জাল টেলেক্স পাওয়া সত্ত্বেও পার্টিকে সবল মনে টাকা পেমেণ্ট করে তাহলে যে ব্যাঙ্ক টাকা পাঠাবার নির্দেশ দিয়েছিলো সেই ব্যাঙ্ক তার প্রতিশ্রুতি রাখবে। ব্যাঙ্কের কোনো কাগজে যদি একবার ম্যানেজার সই করলো তাহলে সেই সই কেউ তুচ্ছ বা অবহেলা করবে না। কারণ একবার যদি ম্যানেজার তার প্রতিশ্রুতির খেলাপ করে তাহলে সেই ব্যাঙ্কের সঙ্গে কেউ লেনদেন করবে না। আর যে ব্যাঙ্কের নাম করে এই কোড টেলিগ্রাম পাঠানো হয়েছিলো সাধারণতঃ সেই ব্যাঙ্ককে এই লেনদেনের দায়িত্ব নিতে হবে। তাদের গাফিলতির জন্যেই এই জাল টেলেক্স পাঠানো হয়েছিলো। কারণ নিশ্চয় ব্যাঙ্কের কেউ কোড বই ব্যবহার করবার সুযোগ কোনো তৃতীয় ব্যক্তিকে দিয়েছিলো। অতএব এই গাফিলতির জন্যে সেই ব্যাঙ্ককে খেসারৎ দিতে হবে। আর যখন কোনো পেমেণ্ট করবার নির্দেশ ব্যাঙ্ক কোড টেলিগ্রামে পায় তখন তারা এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে টাকা পেমেণ্ট করে।

আমি ডানিয়েলের কথাগুলো বেশ মন দিয়ে শুনছিলুম। আমি মনের কৌতূহল চাপতে পারলুম না। জিজ্ঞেস করলুম, মিষ্টার ডানিয়েল এবার আমাদের ব্যাঙ্ক লুটের প্ল্যানটি আরো একটু স্পষ্ট করে আলোচনা করা দরকার।

: ধরো আমরা ঠিক করলুম যে হংকংয়ের ওমান ব্যাঙ্ক থেকে ষাট হাজার ডলার নেবো। ওদের নাম জাল করে ব্যাঙ্কের কোডের ভাষায় একটি টেলিগ্রাম পাঠানো হলো এবং এখানকার ব্যাঙ্ককে বলা হলো লিটলজন কিংবা আমাকে ষাট হাজার ডলার পেমেণ্ট করতে। বেশ, তারপর আমরা কী করবো?

তারপরের কাহিনী অতি সহজ সরল মিষ্টার গৌতম। তুমি কিংবা লিটলজন আমাদের ব্যাঙ্কে একটি এ্যাকাউণ্ট খুলে রাখবে। ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের মনে অগাধ বিশ্বাস জন্মাবার জন্যে বেশ মোটা টাকার লেনদেন করতে হবে। মনে যেন সন্দেহ না হয় তুমি কী উদ্দেশ্য নিয়ে এই ব্যাঙ্ক এ্যাকাউণ্ট খুলেছো। তারপর যখন টেলেক্সের নির্দেশানুযায়ী তোমাকে বেশ মোটা টাকা পেমেণ্ট করা হলো তখন সেই টাকা তোমার এ্যাকাউণ্টে জমা রাখবে। টাকাটা নিদেনপক্ষে আটচল্লিশ ঘণ্টা তোমার এ্যাকাউণ্টে জমা রাখা দরকার। নিউইয়র্ক থেকে ব্যাঙ্কের ডেবিট নোট এসে পৌছুতে প্রায় পনেরো দিন লাগবে। অতএব আটচল্লিশ ঘণ্টা বাদে টাকা তুলে নেবে। ইতিমধ্যে দুই ব্যাঙ্ক যখন জানতে পারলো যে টেলেক্সটি পাঠানো হয়েছিলো সেটি জাল এবং তুমি ব্যাঙ্ককে ধাপ্পা দিয়ে টাকা নিয়ে ভেগে পড়েছো, তখন কেউ তোমাকে খুঁজে পাবে না।

আমরা যার নামে ব্যাঙ্কে এ্যাকাউণ্ট খুলবো সে হলো collector অর্থাৎ সেই লোকই এই টেলেক্সের প্রেরিত টাকা সংগ্রহ করবে। অবশ্য এই কাজের জন্যে collector নকল নাম, ঠিকানা ব্যবহার করবে।

আমাকে আজ স্বীকার করতে হলো যে, ডানিয়েলের এই প্রস্তাবে বেশ অভিনবত্ব ছিলো। ব্রিলিয়াণ্ট আইডিয়া! এই ব্যাঙ্ক ডাকাতির মধ্যে কোনো রক্তপাত নেই, খুন নেই, পুলিশ এই ডাকাতির কথা জানতে পারবে না, এমনকি বাইরের কোনো লোক টের পাবে না যে অতোবড়ো ব্যাঙ্ক থেকে বেশ কয়েক মিলিয়ন ডলার লুট করে নেওয়া হয়েছে। ব্যাঙ্কের কর্তারা এই ব্যাঙ্ক ডাকাতির কথা চেপে যাবার চেষ্টা করবেন। নিজেদের বেয়াকুবির কথা নিয়ে কেউ ঢাক ঢোল পেটাবে না।

আমি জবাব দিলুম। বললুম, ডানিয়েল তোমার এই প্রস্তাব চমৎকার। তোমার নির্দেশানুযায়ী কাজ করলে আমরা অল্প কয়েকদিনের মধ্যে কয়েক মিলিয়ন ডলার রোজগার করতে পারবো। আমাদের কাজকর্মের কোনো আভাষ কেউ পাবে না। আমরা কলেক্টরের নামে জুরিখ, ব্রাসেলস এবং আমস্টারডামে এ্যাকাউণ্ট খুলবো এবং প্রথম কয়েকবার হংকং টোকিও থেকে বেশ মোটা টাকা এ্যাকাউণ্টে পাঠাবো। অবশ্য এই টাকা পাঠানোর একমাত্র উদ্দেশ্য হলো ব্যাঙ্কের কর্তাদের মনে বিশ্বাস জন্মানো।

: ছাটস রাইট, ডানিয়েল আমার কথাকে সমর্থন করে বললো।

এবার আমরা এই টাকা আবার কী করে হংকংয়ে ফেরৎ পাঠাবো সেইটে নিয়ে আলোচনা করতে লাগলুম।

ডানিয়েল বললো, আটচল্লিশ ঘণ্টা বাদে আমরা আর একটি বড়ো সম্ভ্রান্ত ব্যাঙ্কের মারফৎ টাকা হংকংয়ে পাঠাবো।

: কোন ব্যাঙ্ক? আমি জানবার আগ্রহ প্রকাশ করলুম।

: ব্যাঙ্ক অব আমেরিকা, ফার্স্ট ন্যাশনাল সিটি কিংবা মর্গান ট্রাষ্ট।

: কার নামে? আমি পরবর্তী প্রশ্ন করলুম।

এবার লিটলজন তার মুখ খুললো। এতোক্ষণ সে তার মুখ খোলেনি। চুপ করে আপন মনে আমাদের কথাবার্তা শুনছিলো।

: টাকাটা আমার নামে পাঠাতে পারো—লিটলজন বললো।

: পাঠানো যায় বটে, কিন্তু পাঠানো বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

: কেন? লিটলজন জানবার আগ্রহ প্রকাশ করলো। হয়তো এই প্রশ্ন শুনে তার মনে ধারণা হয়েছিলো যে আমরা এতোগুলো টাকা দিয়ে তাকে বিশ্বাস করছিনে।

: না লিটলজন, তোমার নামে আমাদের টাকা পাঠাতে কোনো আপত্তি নেই কিন্তু অসুবিধে আছে। মনে রেখো, ব্যাঙ্ক অব আমেরিকা টেলেক্স করেই তোমার নামে হংকংয়ে টাকা পাঠাবে। তারপর যখন তদন্ত শুরু হবে তখন ব্যাঙ্কের ডিটেক্‌টিভেরা জানতে পারবেন যে টেলেক্স করে ঐ টাকা আবার হংকংয়ে পাঠানো হয়েছে। হংকংয়ে কা' নামে? তদন্তে জানা যাবে যে টাকা তোমার নামে পাঠানো হয়েছিলো। না, আমরা যখন এই অপারেশন' করবো তখন কোনো প্রকারেই কোনো টেলেক্স এবং টেলিগ্রামে আমাদের নাম যেন লেখা না থাকে। কাগজপত্রে আমাদের নাম থাকলে আমরা বিপদে পড়বো।

আমি ডানিয়েলের এই জবাবের ভেতর যুক্তি খুঁজে পেলুম। তাই ডানিয়েলকে সমর্থন করে বললুম, ডানিয়েল ঠিক কথাই বলেছে। আমরা এই অপারেশনের পর গোপনে গা ঢাকা দিয়ে থাকবো। এই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। প্রকাশ্যে কিছু করা ঠিক হবে না।

ডানিয়েল অবশ্য ব্যাঙ্ক থেকে টাকা সংগ্রহ—মানে কলেক্ট করা নিয়ে চিন্তা প্রকাশ করলো। বললো, খুব নিপুণভাবে collectorকে এই টাকা সংগ্রহ করতে হবে। তার কাজকর্মে যদি একটু ত্রুটি থাকে তাহলে ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের মনে সন্দেহ হবে। আর ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের মনে সামান্য সন্দেহ

হলেই সমস্ত প্ল্যান ভণ্ডুল হয়ে যাবে।

লিটলজন আবার একটি প্রশ্ন করলো এবং তার এই প্রশ্নের ভেতর আমি যুক্তি খুঁজে পেলুম।

লিটলজন জিজ্ঞেস করলো, ডানিয়েল, ব্যাঙ্ক যখন আমাদের টাকা পেমেণ্ট করবে তখন ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ার নিশ্চয় সেই নোটগুলোর নম্বর টুকে রাখবে। পরে ঐ নোটের নম্বর দেখে আমাদের খুঁজে বার করবার চেষ্টা করবে।

ডানিয়েল লিটলজনের প্রশ্ন শুনে হাসলো। তার হাসির ভাবটা ছিলো যে লিটলজন নেহাৎ ছেলেমানুষের মতো কথা বলছে।

ডানিয়েল বললো, জন, এই নোটের জন্যে তুমি চিন্তা কোরো না। আমরা শহরের বিভিন্ন দোকানে এই নোট বদল করবো কিংবা জিনিস কিনবো। আর কী ধরনের জিনিস কিনবো জানো? ডায়মণ্ড।

: ধরো এই টাকা যদি আমরা কোনো সেফ ডিপোজিটে লুকিয়ে রাখি তাহলে কী হবে?

ডানিয়েল মাথা নাড়লো। বললো, সেফ ডিপোজিটে এই টাকা লুকিয়ে রাখবার দরকার হবে না। কারণ আমরা ব্যাঙ্কের মারফৎ এই টাকা হংকংয়ে ফেরৎ পাঠাতে পারবো।

কথা বলতে বলতে আমি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলুম বেশ রাত হয়েছে। রাত তিনটে। ডানিয়েলের প্রস্তাব শুনবার পর আমার মাথা ঝিম্ ঝিম্ করছিলো। এতো টাকা যে ব্যাঙ্কের ক্যাশ থেকে চুরি করা যাবে এ আমি কখনই কল্পনা করিনি। ডানিয়েলের প্রস্তাব আমার বেশ মনঃপুত হয়েছিলো। আমি ডানিয়েলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললুম, ডানিয়েল, তোমার এই ব্যাঙ্ক রবারির প্রস্তাব অতি চমৎকার। কিন্তু চট্ করে আমি এই প্রস্তাবকে গ্রহণ করতে পারছিনে। আমাকে এই প্রস্তাব নিয়ে আরো কয়েকদিন চিন্তাভাবনা করতে দাও।

: বেশ, কিন্তু সিওল ত্যাগ করবার আগে আমাকে বোলো তোমার সিদ্ধান্ত কী? ডানিয়েল আমাকে বললো।

: তারও আগে তোমাকে আমাদের মতামত জানাবো।

ডানিয়েল, সিলভিয়া আমাদের 'গুড নাইট' বলে চলে গেলো।

ব্যাঙ্ক রবারির প্রস্তাবটি নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করবার আগে আমাদের আর একটি জটিল সমস্যার সমাধান করতে হলো। সমীর আমাদের সঙ্গে অনেক সোনা নিয়ে সিওলে এসেছিলো। এ পর্যন্ত বাজার যাচাই করে দেখেছি যে

বাইশ ক্যারাটের সোনার প্রচলন খুব বেশী নেই। বাজারে লণ্ডনের ব্যাঙ্কের সোনা চালাতে গেলে আমাদের এই সোনার সঙ্গে খাদ মেশাতে হবে। আর সহজে খুব বিশ্বস্ত লোক না পেলে আমরা এই সোনার সঙ্গে খাদ মেশাতে পারবো না। আমাদের বর্তমানের সমস্যা হলো সমীরের কাছে যে সাত কিলো সোনা ছিলো সেই সোনা নিয়ে কী করবো? এই সোনা আবার হংকংয়ে ফেরৎ নিয়ে যাবো? অসম্ভব। যাবার সময় ধরা পড়বার সম্ভাবনা আছে।

আমরা ঠিক করেছিলুম যে ডানিয়েল লোক মারফৎ সমীরের কাছ থেকে এই সোনা সংগ্রহ করে তার ব্যাঙ্কের হেপাজতে রাখবে। পরে খদ্দের পেলে আমরা এই সোনা বিক্রী করবো।

লিটলজনের কাছে সমীরের ঠিকানা ছিলো। সমীর সিওলের একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর হোটেলে থাকতো। হোটেলের নাম ছিলো 'জনি ওয়াকার।' হোটেলটি ছিলো শহরের সম্ভ্রান্ত এলাকার বাইরে।

ডানিয়েলের সঙ্গে কথাবার্তা হবার পরের দিন আমি আর লিটলজন সমীরের হোটেলে গেলুম। সমীর আমাদের দেখে বেশ খুশী হলো। বললো, তিন দিন ধরে সে একা ঘরে বসে সময় কাটিয়েছে।

গতকাল একটি অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে এলো। প্রথমে বুঝতে পারিনি মেয়েটি আমার কাছে কী চায়? হঠাৎ যেচে মেয়েটি আমার সঙ্গে আলাপ করতে এলো কেন? পরে সাঙ্কেতিক ভাষায় মেয়েটি আমাকে বললো যে সে আমার কাছ থেকে ঐ সাত কিলো সোনা কালেক্ট করতে এসেছে। আমি মেয়েটিকে বললুম আমি বাথরুমে গিয়ে করসেট থেকে সোনা বের করে দিচ্ছি। কিন্তু মেয়েটি কী করলো জানো? আমার সঙ্গে সঙ্গে ঐ বাথরুমে ঢুকলো। আর আমি যখন করসেট খুলে ঐ সোনার পাতগুলো বার করছি তখন মেয়েটি তাকিয়ে তাকিয়ে আমার কাজকর্ম দেখতে লাগলো। ষ্ট্রেঞ্জ?

সমীরের কথা শুনে আমি লিটলজনের মুখের দিকে তাকালুম। লিটলজনও আমার মুখের দিকে তাকালো। আমাদের দু'জনের বুঝতে অসুবিধে হলো না, ঐ সুন্দরী মেয়েটি কে! সিলভিয়া। ডানিয়েলের স্ত্রী।

লিটলজন ঠিক করেছিলো যে সেইদিন আমরা ম্যাকুইনের সঙ্গে দেখা করে এই সোনা বিক্রীর ব্যবসা নিয়ে আলোচনা করবো। আমরা ঠিক করেছিলুম যে সিওল ক্লাবে গিয়ে ম্যাকুইনের সঙ্গে দেখা করবো।

: আমি আর লিটলজন সিওল ক্লাব সুইমিং পুলের সামনে গিয়ে বসলুম। বেশ খানিক বাদে ম্যাকুইন এবং তাঁর স্ত্রী সুইমিং পুলের কাছে এসে বসলো। প্রথমে আমরা একে অন্যকে না চিনবার ভান করলুম। ম্যাকুইন দু'একবার

জলে নামলো। তারপর আমাদের সামনের একটি ইজিচেয়ারে এসে বসলো। এবার আমাদের মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করলো : মাল বিক্রী হয়েছে?

ম্যাকুইনের প্রশ্ন শুনে আমার মনে খানিকটা আশা হলো। হয়তো এখনও সোনা বেচবার আশা আছে। নইলে ঐ সোনা যে হংকংয়ে ফেরৎ নিয়ে যেতে হবে।

লিটলজন মাথা নেড়ে জবাব দিলো। বললো, এখনও মাল বিক্রী হয় নি। ইন্টারেষ্টেড?

: বাজার খুব ভালো নয়। পুলিশ সবার উপর নজর রাখছে। এছাড়া ইনটেলিজেন্স সার্ভিস খোঁজ করছে যে এই শহরে গোপনে কারা সোনা বিক্রী করেছে। ইনটেলিজেন্স সার্ভিস ওদের গ্রেপ্তার করতে চায়।

: কেন?

: বাজারের গুজব যে নর্থ কোরিয়ার সরকার সাউথ কোরিয়াতে হাঙ্গামা সৃষ্টি করবার জন্যে সোনা স্মাগল করে আনছে।

এই কথা বলে ম্যাকুইন আবার জলে ডুব দিলো। আমি ইতিমধ্যে আড়চোখে ম্যাকুইনের স্ত্রীর দিকে তাকালুম। ম্যাকুইনের চাইতে তার স্ত্রী বয়সে কম, সুন্দরী। আজ প্রায় অর্দ্ধনগ্না হয়ে ম্যাকুইনের স্ত্রী জলের ভেতর নেমে সাঁতার কাটছিলো। আমি প্রলুব্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে তার রূপসুধা পান করতে লাগলুম।

লিটলজন আমার মনের চঞ্চলতার কথা বুঝতে পারলো। হয়তো সে আমাকে কিছু বলতে যাচ্ছিলো, এমনি সময় ম্যাকুইন জল থেকে উঠে এসে বললো, আমি ব্যবসার ব্যাপারে দিন সাতেকের জন্য টোকিওতে যাচ্ছি। তোমাদের মাল এই কয়েকটা দিন ধরে রাখতে পারবে?

: সাতদিন? আমি বিস্মিত হয়ে জবাব দিলুম। সাতদিন যে দীর্ঘ সময়। আমরা যে তাড়াতাড়ি হংকংয়ে ফিরে যেতে চাই।

লিটলজন আর আমি আবার গবেষণা করতে বসলুম। আমাদের কাছে যে সাত কিলো সোনা আছে সেই সোনা নিয়ে কী করবো?

লিটলজন তার পকেট থেকে নোটবই বের করলো। একটি ঠিকানা দেখে বললো, কুনলুন আমাকে তার এক বন্ধুর কাছে পরিচয়পত্র দিয়েছে। এই লোকটির নাম হলো পপজয়। লোকটি আসলে মাকাও'র বাসিন্দা, পেশায় স্মাগলার। কুনলুনের কাছে নাইট ক্লাবের মেয়ে সাপ্লাই করে। বললাম, আমি একবার পপজয়ের সঙ্গে এই সাত কিলো সোনা বিক্রীর ব্যাপার নিয়ে কথা বলবো।

সিওল শহরের বহু রাস্তার অলি-গলি পার হয়ে আমরা পপজয়ের বাড়ীতে এসে পৌছুলাম।

পপজয়কে আকৃষ্ট করবার জন্যে আমরা পুষিক্যাটকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলুম। আমরা জানতুম পুষিক্যাটকে দেখলে পপজয়ের মন ভিজবে।

পপজয় আমাদের জাপানীজ ড্রিংকস "রাকী" খেতে দিলো। "রাকী" খেতে অনেকটা ভোঁদকার মতো। আমরা একচুমুকে রাকীর গ্লাস নিঃশেষ করলুম। আমাদের রাকী খাবার শক্তি দেখে পপজয় আকৃষ্ট হলো কিনা জানিনে। শুধু একবার পুষিক্যাটেব দিকে তাকিয়ে বললো, একে দিয়ে কাজ চলবে।

লিটলজন পপজয়ের কথার প্রতিবাদ করে বললো, আমরা মেয়ে বিক্রী করতে আসিনি। আমরা সোনা বিক্রী করতে চাই। আর এই কাজের জন্যে তোমার সাহায্য চাই।

: গোল্ড! পপজয়ের এই জবাবে ছিলো বিস্ময় এবং কৌতূহল। আমরা যে সোনা বিক্রী করবার জন্যে পপজয়ের সাহায্য চাইতে এসেছি এই কথা পপজয় বিশ্বাস করতে চাইলো না।

বেশ কিছুক্ষণ আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললো, সোনা বেচাকেনা করা আমার ব্যবসা নয়। আমি গার্লস নিয়ে কাজ কারবার করি।

আমরা ছাড়বার পাত্র নয়। বললুম, আমাদের স্টকে কিছু সোনা আছে। বাজারে এই সোনা বিক্রী করতে চাই। তুমি কি আমাদের সাহায্য করবে?

অনেক চিন্তা ভাবনার পর পপজয় আমাদের এই সোনা বিক্রী করবার একটি নতুন ফন্দি বাতলালো। বললো, মিষ্টার জন, আপনারা হলেন কুনলুনের বন্ধু, অতএব আমারও বন্ধু। কিন্তু আপনাদের বলছি যে এই সিওল শহরে আপনাদের দামী সোনা বিক্রী হবে না। কারণ এই বাজারে ইউরোপীয়ান সোনা মানে বাইশ ক্যারাট সোনার কোনো চাহিদা নেই। খদ্দের চায় মেকী সোনা— অর্থাৎ মিকশ্চার—বাজারে যাকে বলা হয় চাইনীজ গোল্ড। আমার প্রস্তাব হলো আপনারা বাইশ ক্যারাট সোনার সঙ্গে খাদ মিশিয়ে চাইনীজ গোল্ড তৈরী করুন। তারপর ঐ সোনা বিক্রী করবার জন্যে সিওল সরকারের কাছ থেকে লাইসেন্স আদায় করুন। একবার আপনাদের হাতের মুঠোয় সোনা বিক্রী করবার লাইসেন্স থাকলে ঐ সোনা নিয়ে আর কোনো চিন্তা ভাবনা করতে হবে না।

পপজয়ের কথা শুনে আমি আর লিটলজন বিস্ময়ে চীৎকার করে উঠলুম। লোকটা বলছে কী? পাগল হলো নাকি? সোনা বিক্রী করবার জন্যে সরকারের কাছ থেকে লাইসেন্স আদায় করবো?

পুষিক্যাটও পপজয়ের প্রস্তাব শুনে বিস্মিত হলো। একবার পপজয়ের চারপাশে ঘুরপাক খেয়ে তার ঠোঁটে একটি ছোট চুমু খেয়ে পুষিক্যাট বললো, ডার্লিং ইউ আর ম্যাড। তুমি আমাদের জেলখানায় যেতে বলছ?

পপজয় তার ঠোঁটটি পুষিক্যাটের ঠোঁট থেকে সরিয়ে নিয়ে বললো, আরে না, আমি তোমাদের জেলখানায় যেতে বলবো কেন? আমি তোমাদের সোনা বিক্রী করবার উপায় বাতলাচ্ছি। আমার সোনা বিক্রী করবার পুরো প্ল্যান শুনলে তোমরা আনন্দে লাফিয়ে উঠবে। শোনো আমার এই প্ল্যান।

: সিওল সরকার সোনা আমদানী করবার লাইসেন্স দেন শুধু এক সর্তে। যে সোনা আমদানী করা হয়েছিলো সেই সোনা আবার বাইরে রপ্তানী করা হবে অর্থাৎ যে সোনা দেশের ভেতর আনা হবে সেই সোনা আবার বাইরে পাঠাতে হবে। এবার আমার প্ল্যানটি বুঝেছ?

আমি কিংবা লিটলজন কোনো কিছু বলবার আগে পুষিক্যাট এক লম্বা শিষ দিয়ে উঠলো। তারপর পপজয়ের গলা জড়িয়ে ধরে আর একটি চুমু খেয়ে বললো, ডার্লিং ইউ আর জিনিয়াস।

: জিনিয়াস! আমি পুষিক্যাটের কথাগুলো ঠিক বুঝতে পারলুম না। পুষিক্যাট হঠাৎ পপজয়কে জিনিয়াস বলছ কেন?

: হ্যাঁ গৌতম, আমাদের পপজয় রীতিমতো জিনিয়াস। আরে তুমি ওর আসল উদ্দেশ্য বুঝতে পারছ না?···পুষিক্যাট তার কণ্ঠস্বরকে মিষ্টি করে বললো।

এবার পপজয় তার প্রস্তাবকে আরো সহজ করে বললো, শোনো মিষ্টার গৌতম, আমার পুরো আইডিয়াটি। আমার আইডিয়া হলো যে সিওল সরকারের কাছ থেকে আমরা লাইসেন্স নিয়ে য়ুরোপীয় সোনা মানে বাইশ ক্যারাটের সোনা আমদানী করবো। সরকারকে বলবো যে এই সোনা দিয়ে আমরা বিভিন্ন রকমের গহনা তৈরী করবো এবং বিদেশে এই গহনা রপ্তানী করবো। অর্থাৎ বাইরে থেকে যে সোনা আমদানী করা হয়েছিলো সেই সোনা বাইরে পাঠাবো। সরকারের নিয়মও পালন করা হলো।

: তারপর? পপজয়ের পুরো প্ল্যানটি শুনবার জন্যে আমার মন ক্রমেই উদ্‌গ্রীব হচ্ছিলো। তাই আমার কণ্ঠস্বরে ব্যাকুলতার চিহ্ন ফুটে উঠলো।

: আসলে আমরা যে গহনা বাইরে পাঠাবো সেগুলো সোনার গহনা হবে না। সেগুলো হবে গিল্‌টীর গহনা অর্থাৎ আমরা গহনা তৈরী এবং রপ্তানীর নাম করে সোনা বাইরে থেকে আনবো এবং বিদেশে পাঠাবো গিল্‌টী ভেজাল মাল। আর আমাদের কাছে যে সোনা থাকবে সেই সোনা অতি সহজে ব্ল্যাক-

মার্কেটে বিক্রী করবো।

লিটলজন পপজয়ের কথায় বাধা দিলো। বললো, কিন্তু বিদেশে আমরা যাদের কাছে গিল্‌টীর গহনা বিক্রী করবো তারা যদি আমাদের নামে সিওল সরকারের কাছে নালিশ করে?

পপজয় লিটলজনের কথা শুনে হাসলো। তার এই হাসিতে এমন একটি রেশ ছিলো যেন লিটলজন তার বুদ্ধিশুদ্ধি সব হারিয়ে ফেলেছে।

তাই পপজয় হেসে বললো, তুমি কী পাগল হয়েছ। বাইরে যাদের কাছে আমরা ঐ গিল্‌টীর গহনা বিক্রী করবো তারা আমাদের বিরুদ্ধে নালিশ করবে কেন? ঐ কোম্পানীর মালিকও যে আমরা হবো। অর্থাৎ সিওল কোম্পানী আমাদের লণ্ডন কোম্পানী থেকে কিনবে এবং তাদেব কাছে মাল বিক্রী করবে। কাজেই বাইরের কাউকে ঠকানো হলো না। শুধু গহনা বিক্রীর নাম করে আমবা যে সোনা কোরিয়াতে আমদানী করেছিলুম সেইটে রেখে দিলুম এবং সেই সোনার সঙ্গে খাদ মিশিয়ে চাইনীজ সোনা তৈরী করলুম। আমরা যদি এই পন্থানুযায়ী সিওলে সোনা আমদানী করি তাহলে আমাদের এই কাজকে কেউ গোল্ড স্মাগলিং বলতে পারবে না। আর একটা কথা কী জানো মিষ্টার গৌতম! আমাদের এইভাবে সিওলে সোনা আমদানী করবার জন্যে কোনো ক্যুরিয়ার দরকার হবে না, কারণ আমরা তো সরকারের কাছে লাইসেন্স নিয়েছি। এই সোনা আইনসঙ্গতভাবে সিওলে আমদানী করবো।

আমি এবং লিটলজন মং দিয়ে পপজয়ের কথাগুলো শুনছিলুম। পুষিক্যাট পপজয়ের সোনা আমদানী করবার আইডিয়াটি শুনে খুশীতে উদ্বেলিত হলো।

আমি শুধু একটি ছোট জবাব দিলুম।

: চমৎকার আইডিয়া, কিন্তু এই বাইশ ক্যারাট সোনার সঙ্গে খাদ মেশাতে হলে আমাদের এই কাজ করবার জন্যে আয়োজন বন্দোবস্ত থাকা চাই। অর্থাৎ আমরা কোথায় খাদ মেশাবো?

পপজয় মাথা নেড়ে বললো, সেই চিন্তা ভাবনা তোমরা কোরো না। আমার ফ্যাক্টরীতে এই সোনায় খাদ মেশানোর কাজ অতি সহজে করতে পারবো।

এই কথাবার্তার পর আমরা সবাই পপজয়ের ফ্যাক্টরী দেখতে গেলুম।

ছোট ফ্যাক্টরী, শ্রমিক বেশী নেই। খুব গোপনে সবাই এখানে সোনার সঙ্গে খাদ মিশিয়ে চাইনীজ সোনা তৈরী করে। বাইরে থেকে এই ফ্যাক্টরী দেখলে বোঝবার উপায় নেই ফ্যাক্টরীর ভেতর কী কাজ করা হচ্ছে।

আমরা যে সাত কিলো সোনা স্মাগল করে এনেছিলুম সেই সোনাকে চাইনীজ সোনায় পরিণত করবার কথা পপজয়কে বললুম।

পপজয় বললো, বর্তমানে তার কাছে কোনো ক্যাশ টাকা নেই। কয়েকদিন বাদে তার কিছু টাকা পাবার সম্ভাবনা আছে। সেই টাকা পাবার পর পপজয় আমাদের কাছ থেকে সাত কিলো সোনা কিনে নেবে।

আমরা হোটেলে ফিরে এলুম। পপজয়ের সোনা আমদানী করবার প্ল্যানের ভেতর অভিনবত্ব ছিলো বটে কিন্তু বর্তমানে আমাদের প্রধান সমস্যা হলো সাত কিলো সোনা বিক্রী করা।

আমাদের আর একটি প্রধান চিন্তার বিষয় হলো ডানিয়েলের প্রস্তাবানুযায়ী ব্যাঙ্কের কোড সাইফারের রহস্য ভেদ করে ব্যাঙ্কের ক্যাশ টাকা চুরি করা। আরো সহজ ভাষায় বলতে পারি, বিনা পরিশ্রমে এবং বিনা রক্তপাতে ব্যাঙ্ক লুট করা।

ইতিমধ্যে ডানিয়েল কন্টিনেন্টাল ব্যাঙ্কের ড্রাফট কেব্‌লে পাঠাবার জন্যে যে কোড সাইফার ব্যবহার করা হয় সেই বই নিয়ে এলো। এই বইতে কী করে ব্যাঙ্কের এক ব্রাঞ্চ থেকে অন্য ব্রাঞ্চে টাকা ট্রান্সফার করা হয় তার বিস্তারিত নিয়মকানুন লেখা ছিলো। এ ছাড়া কন্টিনেন্টাল ব্যাঙ্কেব বিভিন্ন দেশের ব্রাঞ্চের ম্যানেজারের স্পেশিম্যান সই ছিলো। শুধু তাই নয় পৃথিবীর বড়ো বড়ো ব্যাঙ্কের প্রধান শাখার ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের সইও ছিলো।

আমরা ঠিক করলুম যে হংকংয়ে ফিরে গিয়ে এই ব্যাঙ্ক লুটের পরিকল্পনা নিয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা করবো। আমি চট করে এতো বড়ো কাজের দায়িত্বের ঝুঁকি নিতে চাইনে। কারণ এই ধরনের কাজে অনেক রকমের বিপদ হবার সম্ভাবনা আছে।

লিটলজন বললো, আমরা আজ সাতদিন ধরে কোরিয়াতে বেকার ঘুরছি। আজ অবধি আমরা সোনা বিক্রী করতে পারিনি। এবার আমাদের হংকংয়ে ফিরে যাবার কথা ভাবতে হবে।

আমি লিটলজনের প্রতি রাগ প্রকাশ করলুম। বললুম, তোমার প্রথম চিঠিতে তুমি আশ্বাস দিয়েছিলে যে আমরা সিওলে অতি সহজে সোনা স্মাগল করতে পারবো। এখানে দেখছি এই স্মাগলিংয়ের কাজে অনেক ঝামেলা। আর এই স্মাগল সোনা বিক্রী করা সহজ কাজ নয়।

লিটলজন আমাকে আশ্বাস দিয়ে বললো, রাগ কোরো না গৌতম। ডানিয়েল আমাকে বলেছিলো কোরিয়াতে স্মাগল সোনা বিক্রী করলে অনেক লাভ করা যাবে।

পরের দিন আমরা পপজয়কে টেলিফোন করলুম। আমরা হংকংয়ে ফিরে যাচ্ছি।

: তোমাদের কাছে যে সোনা ছিলো সেই সোনা বিক্রী করেছ? পপজয় আমাদের জিজ্ঞেস করলো।

: না। লিটলজন খুব ছোট্ট জবাব দিলে। বেশী কথা বলে আমরা সময় নষ্ট করতে চাইনে।

: তোমরা কী এই সোনা হংকংয়ে ফেরৎ নিয়ে যাচ্ছো? পপজয় আবার প্রশ্ন করলো।

: হ্যাঁ—লিটলজনের জবাব ক্রমে ছোট এবং দৃঢ় হচ্ছিলো।

: পাগলামি কোরো না জন। আজকাল এয়ারপোর্টের কাস্টমস আইনকানুন কতো কড়াকড়ি করেছে জানো। ঐ সোনা নিয়ে যাবার চেষ্টা করলে ধরা পড়বার সম্ভাবনা আছে।

লিটলজন মিথ্যে কথা বললো। বললো, এয়ারপোর্টের কাস্টমসের জন্যে চিন্তা কোরো না। আমরা কাস্টমসের কর্তাদের বশ করেছি। ওঁরা আমাদের যাওয়া নিয়ে কোনো হাঙ্গামা সৃষ্টি করবেন না।

পপজয় কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর জিজ্ঞেস করলো, বেশ এবার বলো কতো দরে ঐ সাত কিলো সোনা বিক্রী করবে?

: সোনার দর তোমাকে আগেই বলেছি। প্রতি আউন্সে একশো কুড়ি ডলার।

: নো কনসেশন—? পপজয় জিজ্ঞেস করলো।

: নট এ পেনী—লিটলজন জানতো কি করে দর কষাকষি করতে হয়। বিশেষ করে যারা স্মাগল সোনা কেনে তাদের কাছে সোনা বিক্রী করা সহজ কাজ নয়।

: বেশ আমাকে আরো চব্বিশ ঘণ্টা সময় দাও। এই সময়ের মধ্যে আমি টাকা যোগাড় করবার চেষ্টা করবো। তারপর কণ্ঠস্বর মৃদু করে বললো, বলো, এই টাকার লেনদেন কোথায় করবো?

: ডানিয়েলের বাড়ীতে—লিটলজন জবাব দিলো।

: বেশ কাল বারোটার মধ্যে আমি টাকা নিয়ে যাবো।

পপজয়ের কথা শুনে আমরা সবাই বেশ আনন্দিত হলুম।

এই টাকা পয়সার লেনদেন আমি ডানিয়েলের বাড়ীতে করাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করলুম। বাইরে এই সোনা বিক্রীর লেনদেন করলে বিপদ হবার সম্ভাবনা আছে।

পরের দিন ঠিক নির্দিষ্ট সময়ে পপজয় দুটো বড়ো হাণ্ডব্যাগ নিয়ে ডানিয়েলের বাড়ীতে এসে উপস্থিত হলো। হাণ্ডব্যাগ দেখে বুঝতে পারলুম যে পপজয় টাকা

নিয়ে এসেছে।

পপজয় আমাদের বললো, গাড়ীতে আরো টাকা আছে।

বলাবাহুল্য পপজয় আমাদের লোকাল কারেন্সীতে এই সোনার দাম দিচ্ছিলো। আমরা ঠিক করেছিলুম যে এই লোকাল কারেন্সী হংকংয়ে স্মাগল করে যাবো। তারপর এই কারেন্সী হংকংয়ের বাজারে বিক্রী করবো এবং পরিবর্তে ডলার নেবো।

এবার আমরা আমাদের সাত কিলো সোনা পপজয়কে দেখালুম। বললুম, খাঁটি বাইশ ক্যারাটের সোনা। এর ভেতরে ৯৯৯ জনসন এবং ম্যাথে কোম্পানীর ছাপ মারা আছে। আমরা এইবার এই সাত কিলো সোনার দর কষলুম। সাত কিলো সোনার দর হলো তেইশ হাজার ডলার। এর পরিবর্তে পপজয় আমাদের ষাট লাখ সিওলের মুদ্রা দিলো। সিওলের মুদ্রার নাম হলো ওয়ান।

আমি লিটলজনের দিকে তাকিয়ে বললুম, গুণে নাও।

কিন্তু এই ষাট লাখ ওয়ান গুণে নেয়া কী সহজ কথা? নোটের বাণ্ডিল গুণে নিতে আমাদের দু'ঘণ্টা কেটে গেলো।

কিন্তু আমরা হিসেব করে দেখলুম যে সোনার দাম বাবদ আরো পনেরো লাখ ওয়ান পপজয়ের কাছ থেকে পাবো। পপজয় বললো, এতো টাকা আমার কাছে নেই। আমাকে আরো দু'সপ্তাহ সময় দাও। আমি হংকংয়ে বাকী টাকাটা পেমেণ্ট করবো।

আমি পপজয়ের কথা শুনে লিটলজনের মুখের দিকে তাকালুম। লিটলজন হেসে বললো, কী কারেন্সীতে পেমেণ্ট করবে?

: হংকং ডলার দেবো—পপজয় ছোট জবাব দিলো।

: বেশ, এই আমাদের হংকংয়ের ঠিকানা। আমরা আরো কিছুদিন হংকংয়ে থাকবো। কিন্তু খবরদার কথার খেলাপ কোরো না।

পপজয় সোনার প্যাকেটগুলো তার থলিতে ভরতে ভরতে জবাব দিলো, আমাকে বিশ্বাস করতে হবে। আমি কথার খেলাপ করিনে।

পপজয়ের কাছ থেকে আমরা টাকা নিয়ে এলুম। আমি লিটলজনকে বললুম, সিওলে আর একদিন থাকাও বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। এখানকার পুলিশ আমাদের কাজকর্মের হদিস পেতে পারে। এবার আমাদের সিওল থেকে সরে পড়াই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।

আমরা প্লেনের টাইম টেবিল নিয়ে বসলুম। হিসেব করে দেখলুম যদি আমরা বিকেল নাগাদ থাই এয়ারওয়েজে হংকংয়ে ফিরে যেতে পারি তাহলে সকালবেলায় ব্যাঙ্ক খুলবার আগেই হংকংয়ে পৌঁছুতে পারবো।

: কিন্তু এই নোটের বাণ্ডিল নিয়ে কী করে যাবো? লিটলজন জিজ্ঞেস করলো।

এই কারেন্সী নোট স্মাগল করে নিয়ে যাবার একটি ফন্দিও পুষিক্যাট বাতলালো। পুষিক্যাট তার পা থেকে নাইলনের 'লেডীজ' মোজা খুলে বললো, গৌতম, এই মোজার ভেতর টাকাগুলো ভরে নাও। তারপর আমরা সবাই এই মোজা কোমরে বেল্টের মতো করে বাঁধবো।

আমি আর লিটলজন পুষিক্যাটের এই প্ল্যানের ভেতর যুক্তি খুঁজে পেলুম। নাইলনের মোজার ভেতর টাকা ভরে নিয়ে যাওয়াই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। লিটলজন আর আমি তক্ষুনি বাজারে নাইলনের মোজা কিনতে বেরুলুম।

বাজার থেকে মোজা কিনে আনতে বেশী সময় নিলো না। তারপর আমরা সবাই বাথরুমে গিয়ে মোজার ভেতর নোটের তাড়াগুলো ভরতে লাগলুম। হিসেব করে দেখলুম প্রতিটি মোজার ভেতর আটটি করে নোটের বাণ্ডিল ভরে নেয়া যায়। আমরা চারজন ছিলুম। আমি, লিটলজন, সমীর এবং পুষিক্যাট। পুষিক্যাট তার স্কার্টের ভেতর অনেক নোটের বাণ্ডিল ভরে নিলো।

এয়ারপোর্টে ডানিয়েল এবং তার স্ত্রী সিলভিয়া আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলো। আমি ডানিয়েলকে এয়ারপোর্টের একপ্রান্তে ডেকে বললুম, ডানিয়েল আমরা হংকংয়ে ফিরে যাচ্ছি। কুনলুনের সঙ্গে এই ব্যাঙ্ক লুট করবার ফন্দি নিয়ে আলোচনা করবো এবং পরে তোমাকে আমাদের মতামত জানাবো।

ডানিয়েল মাথা ঝেঁকে বললো, সে আমাদের কথা বুঝতে পেরেছে।

হংকংয়ে পৌঁছে আমরা কুনলুনের সঙ্গে দেখা করলুম। ববও আমাদের এই আলাপ-আলোচনায় যোগ দিলো। আমরা ব্যাঙ্ক লুটের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করলুম।

বব ব্যাঙ্কার। অতএব ব্যাঙ্কের কায়দা-কানুন তার বেশ ভালো করে জানা ছিলো। আমাদের মুখে ডানিয়েলের পুরো প্রস্তাবটি শুনে বব বললো, গ্র্যাণ্ড আইডিয়া। এতো সহজে যে কোনো ব্যাঙ্ক লুট করা যায় একথা আমি কখনই ভেবে দেখিনি। শুধু ব্যাঙ্কের কোড সাইফারগুলো ভাঙলেই হলো। না, এই প্ল্যান অনুযায়ী কাজ করলে কেউ জানতে পারবে না যে ব্যাঙ্কের টাকা কী করে লুট করা হয়েছে।

কুনলুন আমাদের কথা মন দিয়ে শুনলো। চট্ করে কোনো জবাব দিলো না। খানিকবাদে মারিউনার সিগারেটে একটি লম্বা টান দিয়ে বললো, ডানিয়েলকে কতো কমিশন দিতে হবে?

: টেন পার্সেণ্ট। আমি বললুম।

বব বললো, কিন্তু আমাদের কোড সাইফার ভেঙে টাকা লুট করলেই হবে না। এই টাকা সংগ্রহ করবার জন্যে ভালো বিশ্বস্ত, নির্ভরশীল কলেক্টর চাই। মানে এই টাকা ব্যাঙ্কের এ্যাকাউণ্ট থেকে নিরাপদে নিয়ে আসবে এমনি একজন লোক আমাদের দরকার।

আমি ভেবে চিন্তে দেখলুম যে এই কাজের জন্যে সমীর এবং পুষিক্যাটই সবচাইতে যুগ্যি লোক। পুষিক্যাটকে এই কাজে ব্যবহার করতে লিটলজন একটু মৃদু আপত্তি করলো। বললো, গৌতম, তুমি জানো পুষিক্যাট সব পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পুষিক্যাট একবার যখন কোনো ব্যাঙ্কের ভেতর ঢুকবে তখন সব পুরুষই পুষিক্যাটের দিকে তাকিয়ে থাকবে। না, এই কাজে পুষিক্যাটকে ব্যবহার করা একেবারে বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

আমি পুষিক্যাটকে এই কলেক্টরের কাজে ব্যবহার করবার অন্য যুক্তি দিলুম। বললুম, জন, পুষিক্যাট যদি এই কাজ করে তাহলে তাকে কেউ বৃথা প্রশ্ন করে সময় নষ্ট করবে না। সবাই পুষিক্যাটকে সাহায্য করবে।

কিন্তু যখন জানাজানি হবে যে আমরা ব্যাঙ্ক লুট করেছি তখন পুলিশ পুষিক্যাটকে ধরবার চেষ্টা করবে। আর পুষিক্যাটের দেহ সৌন্দর্য এমনি যে একবার তাকে যে দেখবে সহজে কেউ তাকে ভুলতে পারবে না। অতএব পুলিশ যে কোনো শহরে যে কোনো মুহূর্তে ঐ সুন্দরী নারীকে খুঁজে বাব করতে পারবে। না গৌতম, পুষিক্যাট সুন্দরী বটে কিন্তু মনে রেখো পুষিক্যাট হলো, বিপজ্জনক, একেবারে জ্বলে পুড়ে মরবার আগুন।

আমি লিটলজনের যুক্তির সঙ্গে একমত হতে পারলুম না। ঠিক করলুম যে ব্রাসেলসের ব্যাঙ্ক থেকে আমাদের টেলেক্স প্রেরিত টাকা সংগ্রহ করবার জন্যে সমীর এবং পুষিক্যাটকে ব্যবহার করবো। সমীর এবং পুষিক্যাটকে আমাদের ব্যাঙ্ক লুট করবার প্রস্তাব বললুম।

আমাদের প্রস্তাব শুনে সমীর এবং পুষিক্যাট দুজনেই উত্তেজিত হলো। পুষিক্যাট তার নরম ঠোঁট দুটো আমার ঠোঁটে লাগিয়ে বললো, গৌতম তোমার প্রপোজাল ভারী এক্সাইটিং। এই কাজ করতে আমার উত্তেজনা হচ্ছে। কবে থেকে এই কাজ শুরু করবে ডার্লিং ?

আমি বললুম, কাজ শুরু করতে আরো বেশ কিছুদিন সময় নেবো, কারণ এই কাজ শুরু করবার আগে আমরা সমস্ত পথের আট-ঘাট বেঁধে নামবো।

সমীর জিজ্ঞেস করলো, এই কলেক্টরের কাজ করবার জন্যে আমাদের কতো দেবেন ?

: প্রতি ডিলের জন্যে দশ হাজার ডলার। আমি জবাব দিলুম।

: অল্প টাকা। আমরা বড়ো বিপদের ঝুঁকি নিচ্ছি। সমীর জবাব দিলো।

পুষিক্যাট সমীরকে সমর্থন করে বললো, খুবই অল্প টাকা। আমাদের প্রতি ডিলে কুড়ি হাজার ডলার দিতে হবে।

আবার আমি লিটলজনের মুখের দিকে তাকালুম। যখনই আমি কোনো কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হই তখনই আমি লিটলজনের বুদ্ধি পরামর্শ গ্রহণ করি।

লিটলজন আমার এই চাহনির অর্থ বুঝতে পারলো। পুষিক্যাটের দিকে তাকিয়ে হেসে বললো, অল রাইট ডিয়ার, প্রতি ডিলে তোমাদের কুড়ি হাজার ডলার দেবো।

এবার আমি কুনলুনের মুখের দিকে তাকালুম। আমার এই দৃষ্টিভঙ্গীর ভেতর যে একটি প্রশ্ন লুকানো ছিলো একথা কুনলুনের বুঝতে অসুবিধে হলো না। কুনলুন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, মিস্টার গৌতম। আপনার কোরিয়ার ওয়ান মুদ্রা পরিবর্তন করবার বন্দোবস্ত করেছি।

কুনলুনের জবাব শুনে আমার মুখে হাসি ফুটে উঠলো। ওয়ান মুদ্রা আমেরিকান ডলারে পরিবর্তন না করা অবধি আমার মনে কোনো শান্তি ছিলো না।

কুনলুন আবার বললো, আজ সন্ধ্যা সাতটার সময় আমার দুই বন্ধুর কাছে আপনারা এই টাকা নিয়ে যাবেন। এই সাউথ কোরিয়ার, ওয়ান মুদ্রার পরিবর্তে ওরা আপনাকে আমেরিকান ডলার দেবে? মোট কতো টাকা?

আমি ছোট জবাব দিলুম, ষাট লাখ ওয়ান। বেশ এই ষাট লাখ ওয়ান মুদ্রার পরিবর্তে আপনারা ডলার পাবেন। অবশ্যি আপনি যদি চান তাহলে এর পরিবর্তে হংকংয়ের ডলার কিংবা ব্রিটিশ স্টার্লিংও গ্রহণ করতে পারেন। মিস্টার গৌতম আপনাকে একটি সুখবর দিচ্ছি। আপনার এই টাকার জন্যে আমি সরকারী এক্সচেঞ্জ রেটের বন্দোবস্ত করেছি।

: অফিসিয়াল রেট! লিটলজনের এই ছোট প্রশ্নে বিস্ময় কৌতূহল ছিলো। কারণ ওয়ান মুদ্রার পরিবর্তে যে সরকারী এক্সচেঞ্জ রেট পাবো কখনই কল্পনা করিনি।

: হ্যাঁ, অফিসিয়াল রেট। কুনলুন বললো। আর একটা কথা আপনাদের বলা দরকার মনে করি। যাদের সঙ্গে দেখা করবেন তাদের কাছে আমার নাম উচ্চারণ করতে পারবেন না। এমনকি এই ডিলের সঙ্গে যে আমি জড়িয়ে আছি একথাও বলা নিষেধ।

আমি মাথা নাড়লুম। বললুম, অলরাইট।

: ওয়ানয়ের আমেরিকান ডলারের অফিসিয়াল রেট কতো?—লিটলজন জানবার আগ্রহ প্রকাশ করলো।

: এক ডলার প্রায় দুশো সত্তর ওয়ান। এই ঠিকানা হলো আমার একটি নাইট ক্লাবের। অবশ্যি এই নাইট ক্লাবে ভালো শো হয় না। এই নাইট ক্লাবে শুধু নাবিকেরা আসে। অতএব নাচ গানের চাইতে হৈ-হল্লাই বেশী হয়। আপনি নাইট ক্লাবের বড়ো বারম্যানের সঙ্গে দেখা করবেন। বারম্যানকে আপনাদের কথা বলা আছে। বারম্যান আপনাদের এই টাকা পরিবর্তনের বন্দোবস্ত করবে।

কুনলুনের এই প্রস্তাব ছিলো নিখুঁত সুন্দর। তাই আমি তার কথায় সায় দিয়ে বললুম, গুড আইডিয়া।

সেদিন সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পরে আমি এবং লিটলজন কুনলুনের দেয়া ঠিকানা অনুযায়ী সেই জায়গায় গেলুম। জায়গাটি খুঁজে বার করতে আমাদের বেশী সময় নিলো না। মাকাও জাহাজ ঘাটি পার হয়ে একটু দূরে কুনলুনের এই নাইট ক্লাবটি দেখতে পেলুম।

নাইট ক্লাবে লোক গিস গিস করছিলো। ঠিক কথাই বলেছে কুনলুন। দর্শকেরা অধিকাংশই নাবিক। মদ গিলছে আর হৈ-হল্লা করছে আর সুন্দরীদের বগলদাবা করে তাদের লাল ঠোঁটে চুমু খাচ্ছে।

আমরা বারের ভেতর গিয়ে এক বোতল শ্যাম্পাইনের অর্ডার দিলুম। শ্যাম্পাইনের নাম শুনে বারম্যান বেশ কৌতূহলের দৃষ্টিতে আমাদের মুখের দিকে তাকালো। তার এই কৌতূহলের দৃষ্টির আর একটি অর্থ ছিলো। এই নাইট ক্লাবে আমরা নবাগত। আমরা কী চাই?

বোতলের ছিপি খুলবার পর আমি নিজের নাম বললুম।

: আমার নাম মিস্টার গৌতম।

: ওয়েলকাম টু আওয়ার শো মিস্টার গৌতম। মিস্টার পকাপিং আপনাদের জন্যে প্রতীক্ষা করছেন।

এই কথা বলে বারম্যান আমাদের নাইট ক্লাবের পেছনের একটি ঘরে নিয়ে গেলো। জায়গাটি নির্জন। এই নির্জন প্রান্তে কোনো মানুষকে খুন করলে বাইরের জগতের কেউ এই খুনের কথা টের পাবে না।

ঘরের ভেতর একটি মৃদু আলো জ্বলছিল। ঘরের ভেতর আরো তিনজন চাইনীজ বসেছিলেন। আমাদের দেখে এই তিনজন চাইনীজ উঠে দাঁড়ালেন।

বারম্যান আমাকে একজন মধ্যম বর্ষীয় চাইনীজের সঙ্গে আলাপ পরিচয়

ঝাঁকিয়ে দিলেন। বারম্যান বললো, মিস্টার গৌতম—আর ইনি হলেন পকাপিং।

পকাপিং আমার হাতে একটি লম্বা ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, গ্ল্যাড টু মীট্ ইউ। আপনি টাকা এনেছেন?

বুঝতে পারলুম মিস্টার পকাপিং বৃথা ভণিতা করে সময় নষ্ট করতে চান না।

আমি লিটলজনের দিকে একবার তাকিয়ে তারপর পকাপিংয়ের প্রশ্নের জবাব দিলুম। বললুম মানি ইজ রেডী মিস্টার পকাপিং। এই বলে আমরা ব্যাগ খুলে নোটের বাণ্ডিল টেবিলে রাখতে লাগলুম।

পকাপিংয়ের একজন সহকর্মী এই নোটের বাণ্ডিল গুণতে লাগলেন।

ষাট লাখ ওয়ান মুদ্রা গুণে নেয়া অল্প সময়ের কাজ নয়। নোটের তাড়া গুণে নিতে বেশ কিছুক্ষণ নিলো। এই টাকা গুণে নেবার পর পকাপিংয়ের একজন সহকর্মী কিছুক্ষণের জন্যে ঘরের বাইরে গেলেন। তারপর নিজের হাতে দুটো বড়ো ব্যাগ নিয়ে এসে বললেন, এর ভেতর বাইশ লাখ আমেরিকান ডলার আছে। আপনারা এই টাকা গুণে নিন।

লিটলজন নোটের বাণ্ডিল গুণতে লাগলো! সমস্ত কাজকারবার করতে প্রায় দুই ঘণ্টা সময় লাগলো! লেনদেন হবার পর পকাপিং আমার হাতে একটি লম্বা ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, এই টাকার জন্যে ধন্যবাদ। ভবিষ্যতে যদি আপনারা কখনও 'ওয়ান মুদ্রা' এক্সচেঞ্জ করতে চান তাহলে আমাদের খবর দেবেন। আমরা আপনাদের 'ওয়ান মুদ্রার' জন্যে সরকারী অফিসিয়াল আমেরিকান ডলার রেট দেবে।

পকাপিং কী কারণে এই সাউথ কোরিয়ার 'ওয়ান মুদ্রা' কিনে নিচ্ছেন আমার সেইটে জানবার আকাঙ্ক্ষা হলো। আমার মনের কৌতূহল দমন করতে পারলুম না। জিজ্ঞেস করলুম, দেখুন যদি আপনাদের আপত্তি না থাকে তাহলে এই সাউথ কোরিয়ার টাকা কেন কিনে নিচ্ছেন বলবেন কী?

আমার এই প্রশ্ন শুনে পকাপিংয়ের মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠলো। তিনি খুব মৃদু গলায় বললেন, মিস্টার গৌতম, আমরা আসলে চাইনীজ নই। আমরা হলুম নর্থ কোরিয়ার ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের লোক। সাউথ কোরিয়াতে আমাদের ইনটেলিজেন্সের কাজ কারবারের জন্যে দরকার হবে।

আপনাদের এই টাকা দিয়ে আমরা সি-আই-এ এবং সাউথ কোরিয়ার সরকারের গোপন খবরাখবর কিনবো।

এবার আমি বুঝতে পারলুম পকাপিং কেন আমাদের ওয়ান মুদ্রার পরিবর্তে সরকারী ডলারের এক্সচেঞ্জ রেট দিতে রাজী হয়েছেন। প্রকাশ্যে নর্থ কোরিয়ার ইনটেলিজেন্স সার্ভিস ব্যাঙ্কের মারফৎ টাকা সিওলে নিয়ে যেতে

পারেন না। বাইরে থেকে এই টাকার আমদানী দেখলে সাউথ কোরিয়া সরকারের মনে সন্দেহ হবে। তাঁরা জানবার আগ্রহ প্রকাশ করবেন কে এবং কী কারণের জন্যে এই টাকা সিওলে আমদানী করা হচ্ছে—এর জবাবদিহি দেবার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে নর্থ কোরিয়ার ইনটেলিজেন্স সার্ভিস সাউথ কোরিয়ার বাইরে ওয়ান মুদ্রা ক্রয় করেন এবং সেই মুদ্রা পরে স্মাগল করে ঐ দেশে নিয়ে যান।

এই টাকা-পয়সা পরিবর্তন করে আমরা হোটেলে ফিরে এসে দেখলুম কুনলুন আমাদের জন্যে হোটেলের বারে প্রতীক্ষা করছে।

কুনলুন আমাদের দেখে জানবার আগ্রহ প্রকাশ করলো, এভরিথিং ও-কে?

আমি হেসে জবাব দিলুম, অল ক্লিয়ার। তারপর এক বোতল শ্যাম্পাইনের অর্ডার দিলুম। শ্যাম্পাইনের গ্লাসটি তুলে ধরে বললুম, কুনলুন থ্যাঙ্কস ফর ইয়োর হেল্প। চীয়ার্স।

: চীয়ার্স। কুনলুন এবং লিটলজন একসঙ্গে বললো।

: কুনলুন, হংকংয়ের ডায়মণ্ডের বাজার কি রকম? অর্থাৎ আমি জানতে চাই এই ডায়মণ্ড বিক্রী করে আমরা কী ভালো টাকা পাবো?

আমার প্রশ্ন শুনে কুনলুন এবং লিটলজন একসঙ্গে চীৎকার করে উঠলো। তাদের দুজনের কণ্ঠস্বরে ছিলো উত্তেজনা। কী ব্যাপার? আমি হংকংয়ের ডায়মণ্ডের বাজার দর জানতে চাইছি কেন?

লিটলজন তার মনের উত্তেজনা চাপতে পারলো না। জিজ্ঞেস করলো, গৌতম তুমি ডায়মণ্ডের বাজার দর জেনে কী করবে?

আমি হেসে জবাব দিলুম, জন, ডানিয়েলের ব্যাঙ্ক রবারি প্ল্যানটি নিয়ে আমি সারা সময় ভাবছি। ধরো আমরা ব্রাসেলসের ব্যাঙ্ক থেকে পঞ্চাশ হাজার ডলার তুলে নিলুম। কিন্তু এই টাকা নিয়ে দেশ থেকে বেরুবার এবং পরে বিদেশে অন্য মুদ্রায় পরিবর্তন করতে অনেক অসুবিধে হবে। তাই আমি এই বেলজিয়ান ফ্রাঙ্ক দিয়ে এ্যান্টওয়ার্পের বাজার থেকে ডায়মণ্ড কিনতে চাই এবং পরে এই ডায়মণ্ড হংকং টোকিওর বাজারে বিক্রী করবো। ব্যাঙ্কের নোট দিয়ে ডায়মণ্ড কিনে রাখলে আমাদের খোঁজ খবর সহজে কেউ পাবে না।

কুনলুন আমার কথা শুনে খুশি হলো না। তার জবাবে বেশ খানিকটা নিরুৎসাহের চিহ্ন ফুটে উঠলো। বললো, মিষ্টার গৌতম এই ডায়মণ্ডের ব্যবসা নিয়ে লেনদেন করা সাধারণ লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। যারা ডায়মণ্ড নিয়ে আজীবন ব্যবসা করছে তারাই ডায়মণ্ডের সঠিক মূল্য জানতে পারবে। কারণ

কোন ডায়মণ্ডের কতো দাম সহজে যাচাই করা যায় না। আর এই ডায়মণ্ডের ব্যবসার বিন্দুবিসর্গও আমি জানিনে।

আমি সহজে দমবার পাত্র নই। কুনলুনের কাছ থেকে হংকংয়ের এক ডায়মণ্ড ব্যবসায়ীর ঠিকানা নিয়ে আমি সেই ব্যবসায়ীর সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। এই ডায়মণ্ড ব্যবসায়ীর নাম ছিলো চিয়াং।

ভিক্টোরিয়া পার্কের কাছেই চিয়াংয়ের বড়ো একটি দোকান ছিলো। আমি চিয়াংকে বললুম যে, আমি কয়েকটি ডায়মণ্ড বিক্রী করতে চাই।

চিয়াং চট করে আমার কথার কোনো জবাব দিলো না। বেশ অপূর্ব দৃষ্টি দিয়ে আমাকে যাচাই করতে লাগলো। বুঝতে পারলুম চিয়াং জানতে চায়, আমি কী ধরনের লোক। আমি কী চোরাই ডায়মণ্ড বিক্রী করবার চেষ্টা করছি, না আমার এই ব্যবসা নির্ভেজাল।

চিয়াং তার গলার স্বর খাটো করে বললো, আপনার মাল বিক্রী করতে আমি রাজী আছি। কিন্তু·····

: কিন্তু কী···?

আমি চিয়াংয়ের অর্ধ-সমাপ্ত কথাটি লুফে নিয়ে জিজ্ঞেস করলুম।

মাল যদি বেসরকারী হয় অর্থাৎ চোরাই মাল হয়, তাহলে আমি প্রতিটি লেন-দেনের জন্যে কুড়ি পার্সেণ্ট কমিশন নেবো।

আমি চিয়াংকে আশ্বাস দিলুম। বললুম, আমারা সরকারী ভাবে এ্যান্টওয়ার্পের বাজার থেকে ডায়মণ্ড কিনে আনবো এবং সেই মাল হংকংয়ের বাজারে বিক্রী করবো।

: চিয়াং বললো, হংকংয়ে ডায়মণ্ডের অনেক কাস্টমস ডিউটি দিতে হবে।

আমি কোনো চঞ্চলতা প্রকাশ করলুম না। বরং ধীর শান্ত কণ্ঠে বললুম, জন আমরা শুধু পুকুর চুরি করতে যাচ্ছিনে। আমরা একেবারে সাগর সেঁচে মণিমুক্তা সংগ্রহ করতে যাচ্ছি। হাত যদি ময়লা করতে না হয় তাহলে বেশ কয়েক কোটি ডলার চুরি করতে হবে। যাক শোনো আমার পুরো প্রস্তাব·····।

লিটলজন এবং বব চুপ করে রইলো। আমি আবার আমার কাহিনী বলতে শুরু করলুম।

ডানিয়েল সিওল থেকে ব্রাসেলসে টেলেক্স পাঠাবে। আর বব হংকং থেকে লাক্সেমবুর্গের কাছে একটি জাল টেলেক্স পাঠাবে। আর লিটলজন তুমি জুরিখে জুরিখ ব্যাঙ্কের কাছে টেলেক্স পাঠাবে। প্রতি পেমেণ্ট অর্ডার থাকবে এক মিলিয়ন ডলারের। এই জাল টেলেক্স পাঠাবার আবার পাঁচদিন বাদে

ডানিয়েল সুইস ব্যাঙ্কে পেমেণ্ট অর্ডার পাঠাবে। বব পাঠাবে ব্রাসেলস ইনট্রাব্যাঙ্কের কাছে আর তুমি লাক্সেমবুর্গে আরবেদ ব্যাঙ্কের কাছে টেলেক্স পাঠাবে। অর্থাৎ আমরা সাতদিনের মধ্যে ব্রাসেলস, জুরিখ এবং লাক্সেমবুর্গের ছয়টি বিভিন্ন ব্যাঙ্কের কাছে ছয়টি টেলেক্স পাঠাবো। দুইবার এক ব্যাঙ্কের উপর পেমেণ্ট অর্ডার থাকলে ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের মনে সন্দেহ হবে। আর আমাদের জেনে রাখা দরকার কন্টিনেণ্টাল ব্যাঙ্কের নিউইয়র্কে ব্যাঙ্ক অব আমেরিকার অ্যাকাউণ্টে মোট কতো টাকা আছে। কারণ এই ছয়টি পেমেণ্ট অর্ডার আমরা কন্টিনেণ্টাল ব্যাঙ্কের নাম করে বিভিন্ন ব্যাঙ্কে পাঠাচ্ছি। প্রতিটি ব্যাঙ্কই নিউইয়র্কে ব্যাঙ্ক অব আমেরিকার কন্টিনেণ্টাল ব্যাঙ্কের এ্যাকাউণ্ট ডেবিট করবে। কন্টিনেণ্টাল ব্যাঙ্কের যদি নিউইয়র্কে ব্যাঙ্ক অব আমেরিকাতে এ্যাকাউণ্টে এতো টাকা না থাকে তাহলে আমরা বিপদে পড়বো। বলো তোমার কী বক্তব্য ?

বব কন্টিনেণ্টাল ব্যাঙ্কের আর্থিক পরিস্থিতি বেশ ভালো করে জানতো। বব আমাদের আশ্বাস দিয়ে বললো, কন্টিনেণ্টাল ব্যাঙ্ক খুব পরিচিত সমৃদ্ধশালী ব্যাঙ্ক। এই ব্যাঙ্কের কাছ থেকে পে-অর্ডার নির্দেশ পেলে কোনো ব্যাঙ্কই টাকা পে করতে আপত্তি করবে না।

বেশ এবার আমাদের এই ছয়টি পেমেণ্ট অর্ডার কলেক্ট করবার জন্যে ছয়জন 'কলেক্টর' দরকার হবে। একই নামে দু'বাব টাকা পাঠালে ব্যাঙ্কের কর্তারা এবং পরবর্তীকালে পুলিশের তদন্তে জানা যাবে যে এই ব্যাঙ্ক লুটের পশ্চাতে এক বিরাট ষড়যন্ত্র এবং বড়ো দল আছে। না আমরা এমনভাবে কাজ করবো যেন কেউ জানতে না পারে যে রীতিমতো আয়োজন করে আমরা ব্যাঙ্ক লুট করেছি। সমীর এবং পুষিক্যাট ব্রাসেলস ব্যাঙ্ক থেকে টাকা কলেক্ট করবে। জনি আর লিলি জুরিখের ব্যাঙ্ক থেকে টাকা সংগ্রহ করবে। আর লাক্সেমবুর্গের ব্যাঙ্ক থেকে টাকা সংগ্রহ করবার জন্যে আরো দু'জন কলেক্টর যোগাড় করবো।

এই ছয়জনেব কাছ থেকে টাকা পাবার পর আমরা জুরিখের টাকা দিয়ে সোনা কিনবো আর ব্রাসেলসের এবং লাক্সেমবুর্গের টাকা দিয়ে ডায়মণ্ড কিনে হংকংয়ে পাঠাবো। এই সোনা এবং ডায়মণ্ড কিনে আমরা যে টাকা রোজগার করবো সেই টাকা দিয়ে আমরা ব্যাংককের বাজার থেকে হেরোন কিনবো। পরে সেই হেরোন ফ্রান্সের মের্সাইর বাজারে চড়া দামে বিক্রী করবো। আমাদের এই কাজের জন্যে ছুটো ভাগ থাকা চাই। একটি ভাগের—মানে গোল্ড স্মাগলিংয়ের কাজকর্ম দেখবে লিটলজন। আর ড্রাগস স্মাগলিংয়ের অপারেশন

দেখবে বব। এই জন্যে আমরা ববকে দশ পার্সেণ্ট কমিশন দেবো। তোমার কী বক্তব্য বব?

বব মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো। আমি আবার বলতে শুরু করলুম। লিটলজন, আমি আরো ঠিক করেছি যে আমাদের এই নতুন প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশকে বাদ দেবো। উপায় নেই। প্রকাশকে নিয়ে যে আমরা আর কাজকর্ম করতে পারিনে। লিলির কাছ থেকে আমি গোটাকয়েক চিঠি পেয়েছি। লিলি আমাকে লিখেছে যে লণ্ডনে আমার পুরনো বন্ধু-বান্ধবদের কাছে প্রকাশ আমাকে গালমন্দ দিয়ে বেড়াচ্ছে। শুধু তাই নয় প্রকাশ আবার ইঙ্গিতে কয়েকজনকে বলেছে যে আমি হংকংয়ে গোল্ড স্মাগল করছি। আর সেদিন প্রকাশ এবং তার বান্ধবী মার্গারেট কী করেছে জানো? একটি হোটেলে হেরোনের নেশা করে বুঁদ হয়ে বসেছিলো। পুলিশ এসে দুজনকে পাকড়াও করে। এই প্রসঙ্গে প্রকাশ আবার পুলিশের কাছে এই গোল্ড স্মাগলিংয়ের কথা বলে। কিন্তু ভাগ্যিস পুলিশ প্রকাশের কথা বিশ্বাস করেনি।

আমাদের আর একটি কাজ হবে আমাদের সবার জন্যে নতুন পাশপোর্ট তৈরী করা। আমাদের সবাইকে ছদ্মনাম নিয়ে ব্রাসেলস, জুরিখ এবং লাক্সেমবুর্গে যেতে হবে। প্রতিজনের জন্যে একটি করে পাশপোর্ট হলে চলবে না। প্রতিজনের জন্যে নিদেন পক্ষে দুটি করে পাশপোর্ট থাকা চাই। কোনো দেশে অর্থাৎ আমরা যে নামের পাশপোর্ট নিয়ে ঢুকবো বেরুবার সময় অন্য পাশপোর্ট নিয়ে বেরুবো। তাহলে আমাদের গতিবিধি যাতায়াতে খবর কেউ জানতে পারবে না।

আমার কথাগুলো সবাই বেশ মন দিয়ে শুনছিলো। কেউ কোনো প্রশ্ন করেনি। খানিকবাদে শুধু লিটলজন বললো, প্রকাশ আমাদের বিজনেসের পার্টনার। আমরা যদি এখন তাকে এই বিজনেস থেকে সরিয়ে দিই তাহলে প্রকাশ হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে পারে। না গৌতম, চট করে প্রকাশকে আমাদের এই বিজনেস থেকে তাড়ানো বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

আমি চিন্তা করে দেখলুম যে লিটলজনের কথার মধ্যে যুক্তি আছে। প্রকাশ আমাদের কাজকর্মে বাধা বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে। অতএব চট করে তার মনে আঘাত দেয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। আমি লিটলজনকে আশ্বাস দিলুম ভয় কোরোনা লিটলজন, আমি প্রকাশকে বুদ্ধি করে আমাদের দল থেকে তাড়াবো। বলতে পারো ডবল ক্রস করবো। হ্যাঁ, আর একটা কথা। শুধু প্রকাশকে আমাদের দল থেকে তাড়ালে চলবে না। আমাদের কিছু ক্যুরিয়ার অদল বদল করতে হবে। অনেক দিন ধরে একই রুটে তারা যাতায়াত করছে।

কাস্টমস এবং পুলিশের কর্তাদের কাছে আজ তারা একেবারে অপরিচিত নয়। তাই আমাদের ক্যুরিয়ারের কাজের জন্যে নতুন লোক বহাল করতে হবে।

বব আমার এই প্রস্তাবে সায় দিলো। বললো, গৌতমের কথার ভেতর যুক্তি আছে। পুরনো লোক নিয়ে বেশীদিন কাজ করা উচিত হবে না। আমাদের এই অপারেশনের জন্যে নতুন লোকের দরকার হবে।

আমি ববকে প্রতিশ্রুতি দিলুম যে আমাদের সঙ্গে কাজ করলে টেন পার্সেন্ট কমিশন দেবো। বব আমার প্রস্তাবে রাজী হলো। ববের এতো সহজে রাজী হবার আর একটি কারণ ছিলো। সে কারণ হলো পুষিক্যাট। সুন্দরী নারীর দেহ কে না চায়? আমি জানতুম বব পুষিক্যাটের প্রেমে পড়েছে। কিন্তু বব কী সহজে পুষিক্যাটকে বশ করতে পারবে?

লিটলজন বললো ব্যাংককে ফাই সদানন্দের সঙ্গে হেরোন স্মাগলিংয়ের ব্যাপার নিয়ে আলাপ আলোচনা করবার জন্যে সে কিছুদিনের জন্যে থাইল্যাণ্ড যাবে। আমিও লণ্ডনে ফিরে আসবার আয়োজন করতে লাগলুম। কারণ ইতিমধ্যে লিলি আমাকে লণ্ডনে ফিরে আসবার জন্যে বড্ডো তাগিদ দিচ্ছিলো। হংকংয়ের মতো কোনো প্রলোভনীয় জায়গায় গৌতম জাভেরীকে কী একা রাখা যায়?

লণ্ডনে ফিরে আসবার আগের দিন আমার একটি নতুন মেয়ের সঙ্গে আলাপ হলো। মেয়েটি সুন্দরী। তবে হয়তো পুষিক্যাটের মতো দেহ সৌন্দর্য দিয়ে কোনো পুরুষের চোখ ঝলসায় না কিংবা লিলির মতো তার চোখে স্নিগ্ধতা নেই কিন্তু তবু বলবো যে হঠাৎ এই মেয়েটিকে দেখলে যে কোনো পুরুষের মনে কামনা জাগবেই। হঠাৎ সেদিন হোটেলের সুইমিং পুলের পাশে এই মেয়েটিকে দেখে তার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করবার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা আমার হলো।

কিন্তু পরবর্তীকালে বুঝতে পেরেছিলুম যে এই মেয়েটির সঙ্গে আলাপ পরিচয় না করলে হয়তো আমার বিপদের ঝক্কি অনেক কমতো।

মেয়েটির নাম মিমি।

হোটেলের সুইমিং পুলের সামনে একটি বিকিনি সুইমিং কষ্টুম পরে মেয়েটি বসেছিলো। চোখে ছিলো বড় রঙীন কাঁচের পুরু চশমা। ইজি চেয়ারে হেলান দিয়ে মেয়েটি একটি সিনেমার ম্যাগাজিন পড়ছিলো। তার টেবিলের পাশে ছিল এক গ্লাস লাইম জুস।

আমি গিয়ে সুইমিং পুলের সামনে বসলুম। বয়কে ডেকে একটি বড় পেগের হুইস্কীর অর্ডার দিলুম। নিজের দেহের আয়তন এবং মাত্রা কমাবার

জন্যে আমি কখনই বিয়ার খাইনে। হঠাৎ আমার দৃষ্টি পড়লো মিমির উপর। আমি আড়চোখে তাকিয়ে দেখলুম যে মিমি আমার দিকে বার বার তাকাচ্ছে। তার এই দৃষ্টিভঙ্গী দেখবার পর আমার মিমির সঙ্গে আলাপ করবার শখ হলো।

আমি নিজের ডেক চেয়ারটি মিমির চেয়ারের কাছে টেনে নিলুম। আমাকে তার কাছে আসতে দেখে মিমি কোনো ওজর আপত্তি করলো না। বরং হাতের সিনেমার ম্যাগাজিনটি কোলের উপর রেখে আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো।

: আমার নাম গৌতম জাভেরী। বিজনেসম্যান। নিজের পরিচয় দিলুম।

: আমি মিমি। সিঙ্গাপুরে থাকি। হংকংয়ে বেড়াতে এসেছি।

: একা? আমার এই ছোট প্রশ্নে অনেক অর্থ লুকনো ছিলো। হয়তো মিমি আমার প্রশ্নের পুরো মানে বুঝতে পেরে মিষ্টি হাসি হাসলো।

: ঠিক একা নই। আমার এক বান্ধবী সঙ্গে আছে। বান্ধবী শহরে বাজার করতে বেরিয়েছে। এখনও ফিরে আসেনি। তাই আমি সুইমিং পুলের কাছে বসে আছি।

আমি এবার নিজের প্যাকেট থেকে একটি সিগারেট বের করে মিমিকে দিলুম। মিমি সলজ্জ ভঙ্গীতে সিগারেটটি গ্রহণ করলো। হেসে বললো, আমাকে খারাপ করবার চেষ্টা করছেন। আমি সাধারণত সিগারেট খাইনে। তবে আজ খাবো।

মিমি তার সিগারেটে আগুন ধরালো। ওর সিগারেট খাবার ভঙ্গী দেখে আমার বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না যে মিমি আমার কাছে সত্যি কথা বলেনি। এর আগেও মিমি সিগারেট খেয়েছে এবং একবার নয় বহুবার।

আমি মিমির সঙ্গে আলাপ পরিচয় জমাবার চেষ্টা করলুম। অল্পক্ষণের মধ্যে মিমির সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব বেশ গাঢ় হলো। মিমিকে আরো ভালো করে জানবার আকাঙ্ক্ষা হলো।

: মিমি তুমি বুঝি নানা দেশ ঘুরে বেড়াও?

: সুবিধে পেলেই দেশ ঘুরবার চেষ্টা করি। দেশ ঘুরে বেড়ানো আমার ভারী শখ।

: বড়লোক?—

আমার কথায় মিমি হাসলো। বললো, না আমি বড়লোক নই। কাজকর্ম নিয়ে বিভিন্ন দেশ ঘুরে বেড়াই। মিমি অবিচলিত কণ্ঠে বললো।

: কী ধরনের কাজ?

: বিজনেস—মিমি আমার প্রশ্নবাণে একটুও কাহিল হলো না। আমার

বুঝতে অসুবিধে হলো না যে মিমি বেশ শক্ত মেয়ে।

: কী ধরনের বিজনেস? আমি আবার প্রশ্ন করলুম।

: বিসনেস ইজ বিজনেস। গিভ মী এ সিগ্রেট। মিমি বললো।

আমি ছাড়বার পাত্র নই।

আবার প্রশ্ন করলুম, বলো না কী জিনিস নিয়ে ব্যবসা করো? আমিও ব্যবসায়ী। তাই তোমার ব্যবসা কী ধরনের জানবার আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে।

: এই ধরো বাবার ব্যবসাকে সাহায্য করা। কিংবা অনেক সময়ে বন্ধু-বান্ধবদের সাহায্য করি। আর প্রতি কাজে আমি কমিশন নিই।

আমি বুঝতে পারলুম মিমি আমার কাছে সত্যি কথা লুকোবার চেষ্টা করছে। আমি এবার সহজ স্পষ্ট গলায় বললুম, মিমি, আমি কিন্তু একটা আন্দাজ করেছি তুমি কী ধরনের ব্যবসা করো। না. আমার কাছে কথা কিংবা, তোমার পেশা লুকোবার চেষ্টা কোরো না। লাভ হবে না। আসলে তোমার পেশা কী জানো?

: কী? মিমি তার চোখ দুটো নাচিয়ে জিজ্ঞেস করলে।।

: ইউ আর এ স্মাগলার—

মিমি আমার কথা শুনে একটুও রাগ করলো না। বরং আনন্দ অনুভব করলো। হাত বাড়িয়ে বললো, আর একটা সিগারেট দাও।

আমি মিমিকে আব একটি সিগারেট দিলুম। আর এই সিগারেট ওর হাতে তুলে দেবার সময় আমার মনে হলো যে খানিক আগে মিমি আমাকে বলেছিলো যে সে একেবারে সিগারেট খায় না এবং আমি চরিত্র নষ্ট করবাব চেষ্টা করছি।

মিমির হাতে সিগারেট তুলে দিয়ে প্রশ্ন করি, তুমি কী স্মাগল করো? এবং কোথায়?

: ডায়মণ্ড। আমি ডায়মণ্ডের ব্যবসা করি।

: অলরাইট। এসো আমরা দুজনে একসঙ্গে বিজনেস করি—আমি বললুম। আমি তোমাকে ডায়মণ্ড সাপ্লাই করবো। তুমি এই ডায়মণ্ড স্মাগল করবে—আমি বললুম।

: কোথায় নিয়ে যেতে হবে? মিমি জিজ্ঞেস করলো।

: আজকাল তুমি কোথায় ডায়মণ্ড নিয়ে যাচ্ছো?

: ম্যানিলাতে। কিন্তু ম্যানিলায় ডায়মণ্ডের বাজার পড়তির মুখে।

: বেশ এই ডায়মণ্ড স্মাগল করবার জন্যে তুমি কতো কমিশন আদায় করো, মানে তোমার 'কাট' কতো?

: ফিফটি-ফিফটি।

: টু মাচ্।

: ইচ্ছে হয় আমার টার্মস গ্রহণ করতে পাবো। ইচ্ছে না হয় আমার সঙ্গে কাজ কোবো না· .....

এবার মিমি আমাকে তার কাজের একটা ফিরিস্তি দিলো। তার মুখে ডায়মণ্ড স্মাগলিং বিবরণী শুনে আমি তাজ্জব বনে গেলুম।

মিমি আমাকে বললো, আমার বিভিন্ন দেশে বহু ডিপ্লোম্যাট, বহু মন্ত্রীবন্ধু আছে। সবাই মিমিকে পাবাব জন্যে ব্যস্ত এবং ব্যগ্র। আমি এই পবিচয় এবং বন্ধুত্বের পুবো সুযোগ গ্রহণ কবি। আর বিশেষ করে ।ডপ্লোম্যাটদেব কথা বোলো না। ওবা আমাকে বাত্রেব সহচরী কবতে চায়। অতএব আমি এব পরিবর্তে ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগেব সুযোগ নিই। আর আজকাল বিভিন্ন দেশের মন্ত্রীবা ক্যাশ টাকাব পরিবর্তে শুধু ডায়মণ্ড মজুত করে বাখতে চান। এই সব ডায়মণ্ড আমি ওদেব কাছে বিক্রী কবি। আমার এই ডায়মণ্ড কিনবাব জন্যে বিস্তব খদ্দেব আছে। তুমি আমাকে যত খুশি ডায়মণ্ড দাও। আমি ঐ ডায়মণ্ড বাজাবে বিক্রী করবো। কিন্তু প্রতি ডিলে আমাকে পঞ্চাশ পার্সেণ্ট কমিশন দিতে হবে।

আমি মিমির কথা শুনে অবাক হলুম না, কাবণ হংকংয়ে পৌছুবার পর লিটলজন এবং কুনলুন আমাকে থাই দেশেব অনেক বিচিত্র ঘটনা বলেছিলো। আব প্রতিটি বিস্ময়কর ঘটনার প্রধান নায়ক ছিলো থাইল্যাণ্ডের মন্ত্রী এবং বডো বড়ো কর্মচাবীবা। আজকাল সব দেশের মন্ত্রীরাই কোনো না কোনো কেলেঙ্কারীর সঙ্গে জড়িয়ে আছেন।

আমি মিমিকে বললুম যে শিগ্গিরই আমরা ডায়মণ্ডের ব্যবসা শুরু করবো। ব্যবসা শুরু করবার পর আমি মিমির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করবো।

মিমি হাসলো। তারপর একটি ঠিকানা দিয়ে বললো, কখনও যদি আমার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে চাও তবে এই ঠিকানায় এবং এই টেলিফোনে আমাকে ডেকো।

মিমি এই কথা বলে সুইমিং পুল থেকে উঠে গেলো।

এই ঘটনার প্রায় তিনমাস পরে আমি খবর পেয়েছিলুম যে মিমি আসলে ছিলো সি-আই-এ স্পাই। সেদিন মিমির কাছে মন খুলে আমার ব্যবসার কথা বলে বড় ভুল করেছিলুম। কারণ মিমি এবং মিমির কর্তারা অনেকদিন ধরে আমার পেছু নিয়েছিলেন। কেন এবার সেই ঘটনা বলবো।

লণ্ডনের এয়ারপোর্টে এসে পৌঁছুবার সঙ্গে সঙ্গে লিলি এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলো। জনি এলো। আমি লিলি এবং জনিকে হংকংয়ে সিওলের অভিজ্ঞতার কথা বললুম।

লিলি একটা বিপজ্জনক খবর দিলো।

প্রকাশ এবং মার্গারেট আমাদের দুজনের নামে কেচ্ছা গেয়ে বেড়াচ্ছে। শুধু তাই নয়। মার্গারেট প্রতিদিন শাসাচ্ছে আমরা যদি তাকে এই স্মাগলিংয়ের অপারেশনে গ্রহণ না করি তাহলে সে পুলিশের কাছে আমাদের সব কীর্তি প্রকাশ করবে।

আমি প্রকাশকে ভয় করতুম না। কিন্তু মার্গারেটকে নিয়ে আমার খানিকটা আতঙ্ক হলো। মার্গারেট ছিলো ফিল্ম একট্রেস। অতএব কাগজওয়ালাদের কাছে তার বেশ কদর আছে। মার্গারেট যদি কাগজওয়ালাদের কাছে আমাদের কীর্তিকলাপ প্রকাশ করে তাহলে আমরা বিপদে পড়বো। আর এই ব্যাঙ্ক রবারি অপারেশনের প্রারম্ভে আমি কোনো হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে চাইনে।

আমি মনে মনে ঠিক করলুম যে প্রকাশকে আমাদের দল থেকে বাদ দেবো বটে তবে চটাবো না। খুব মিষ্টি করে ওকে ভাওতা দেবো। সাপও মারবো কিন্তু লাঠি ভাঙবো না।

এবার জনিকে আমার মনের কথা খুলে বললুম। ডানিয়েলের প্রস্তাব শুনে জনি এবং লিলি উত্তেজিত হলো বটে কিন্তু খানিকটা আতঙ্ক প্রকাশ করলো। বললো প্রকাশ যদি জানতে পারে তাহলে বিপদ হবে।

আমি বললুম, একাজের জন্যে আমি বেশ আটঘাট বেঁধে নেমেছি। তাই আমাদের এই কাজকর্মের খবরাখবর খুবই গোপন রাখতে চাই। প্রকাশকে আমাদের দল থেকে সরাতে হবে। কোনো প্রকারে প্রকাশ যদি এই ব্যাঙ্কিং অপারেশনের খবর পায় তাহলে শুধু আমাদের প্ল্যান ভেস্তে যাবে না। আমরা ধরা পড়বো। আর এই ব্যাঙ্ক জালিয়াতির কেসে ধরা পড়লে আমাদের দীর্ঘকালের জন্যে জেল খাটতে হবে।

: জনি, তুমি প্রকাশকে আমার অজ্ঞাতসারে বলবে যে তুমি এই গোল্ড স্মাগলিং কাজ ছেড়ে দিচ্ছো। আমি প্রকাশকে বলবো যে এই স্মাগলিংয়ের কাজে কোনো লাভ হচ্ছে না। বরং এই কাজ করে আমরা ইন্টারপোলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। অতএব ব্যবসা গোটাতে চাই।

: প্রকাশ আমাদের বিজনেসের পার্টনার হবার জন্যে টাকা ইনভেষ্ট করেছিলো। যদি আমরা তাকে বলি যে ব্যবসার পাততাড়ি গোটাচ্ছি তাহলে সে তার ক্যাপিটাল ফেরৎ চাইবে—লিলি মন্তব্য করলো।

আমি লিলিকে জড়িয়ে ধরে একটি চুমু খেয়ে বললুম, ডার্লিং প্রকাশকে টাকা ফেরৎ দেবার আমার কোনো ইচ্ছেই নেই। কিন্তু তার মনে কোনো সন্দেহ সৃষ্টি করতে চাইনে। আমি প্রকাশকে আশ্বাস দেবো যে তার ক্যাপিটাল কিস্তিবন্দীতে পরিশোধ করবো।

: তারপর? লিলি যেন আমার জবাবে সন্তুষ্ট হলো না।

: যখনই টাকা চাইবে তখনই টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দেবো। না লিলি, প্রকাশকে আমি ভয় পাইনে কিন্তু ঐ নচ্ছার এ্যাকট্রেস মেয়েটিকে আমি একেবারে বিশ্বাস করিনে। মেয়েটি শুধু হিপি কিংবা এ্যাকট্রেস নয়। আমার মনে হচ্ছে মেয়েটি হলো ইন্টারপোলের স্পাই।

আমি জনি এবং লিলিকে সাবধান করে বললুম, আমাদের হংকং সিওলের ব্যবসার কাজকর্মের একটি খবরও প্রকাশকে বলবে না।

সেদিনই জনি প্রকাশের সঙ্গে দেখা করলো এবং তাকে বললো যে সে আমাদের ব্যবসার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করতে চাইছে। কারণ জনি তার দেশ লেবাননে ফিরে যেতে চায়।

জনির মুখে প্রকাশ খবর পেলো যে আমি হংকং থেকে ফিরে এসেছি। প্রকাশ আর এক মুহূর্তও দেরী করলো না। তার বান্ধবী মার্গারেটকে নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে চলে এলো।

হংকং সিওলে যাবার পর আমি হেরোন খাবার নেশা শুরু করেছিলুম। সন্ধ্যার পর হেরোনের নেশা না করলে আমার শরীর ম্যাজ ম্যাজ করতো। আর লণ্ডনে এসে আমি লিলিকে হেরোনের নেশা করাতে শুরু করেছিলুম।

বিকেলবেলা প্রকাশ এবং তার বান্ধবী যখন আমার কেনসিংটনের ফ্ল্যাটে এলো তখন আমি সবেমাত্র হেরোনের প্রথম ছিলিমে টান দিয়েছিলুম।

প্রকাশকে ঘরের ভেতর ঢুকতে দেখে লিলি তার ব্লাউজের বোতামগুলো আটকাতে লাগলো। আমরা দুজনেই একটু সামলে বসলুম। আমি কখনই প্রকাশের গেরুয়া বসন এবং তার বান্ধবীকে পছন্দ করিনে।

প্রকাশ চীৎকার করে বললো, গৌতম কী ব্যাপার? আজ ছয়মাস ধরে আমরা এই গোল্ড স্মাগলিংয়ের ব্যবসা করছি। লাভ লোকসানের হিসেবপত্র তোমার কাছ থেকে পাইনি। আর এদিকে জনি বলেছে যে সে তার দেশে ফিরে যাবে। আমাদের এই স্মাগলিংয়ের ব্যবসা সে করবে না। তুমিও নাকি বাজারে বলে বেড়াচ্ছ যে ব্যবসা গোটাবার চেষ্টা করছ। তোমাদের সমস্ত কাজকর্ম আমার কাছে রহস্যজনক বলে মনে হচ্ছে।

আমি মনে মনে ঠিক করলুম যে প্রথম থেকে প্রকাশের সঙ্গে বেশ কড়া মেজাজে কথা বলবো। আমি তার বিরুদ্ধে উল্টো অভিযোগ করবো যে প্রকাশ এবং তার বান্ধবী আমাদের স্মাগলিংয়ের ব্যবসার খবরাখবর পুলিশকে দিচ্ছে।

: আজকাল সোনা বিক্রী করে লাভ নেই। ড্রাগস স্মাগলিং…

আমার এই কথা শেষ হবার আগেই মার্গারেট চীৎকার করে বললো, আই লাভ ড্রাগস……হেরোন, মারিউনা……হাসিস……

তারপর একটু গন্ধ শুঁকে মার্গারেট আবার বললো, আমি ঘরে হেরোনের গন্ধ পাচ্ছি।

আমি যেন বিপদের গন্ধ পেলুম। বুঝতে পারলুম যে এই এ্যাকট্রেস ভদ্রমহিলা আমাকে বিপদে ফেলবেন। এখনই সতর্ক হওয়া দরকার।

প্রথমে কথার মোড় ঘোরাবার চেষ্টা করলুম। বললুম, ডার্লিং মার্গারেট, ' আমি শুধু বলছিলুম যে আজকাল সোনা স্মাগল করে কোনো লাভ থাকে না, বরং ড্রাগস স্মাগল করলে পয়সা থাকে। না, প্রকাশ আমরা গত ছয়মাসে গোল্ড স্মাগল করে কোনো লাভ করতে পারিনি। বরং ক্যাপিটাল ভেঙ্গে আমাদের কাজ চালাতে হচ্ছে।

এবার আমি প্রকাশকে বললুম যে গত ছয়মাস আমাদের তিনজন ক্যুরিয়ার সোনা সমেত ধরা পড়েছে। কথাটি অবশ্যি মিথ্যে। এতে আমাদের প্রচুর লোকসান হয়েছে। তারপর হংকংয়ের সোনার বাজার পড়তির মুখে। আমরা সোনা স্মাগল করে বিপদের ঝুঁকি নিচ্ছি বটে কিন্তু লাভ করতে পারছিনে। তারপর আমরা যে স্মাগলিংয়ের কাজকারবার করছি এই খবরটি বাজারে বেশ ছড়িয়ে পড়েছে। অবশ্যি বাজারে এই খবর প্রচারের জন্যে প্রকাশ এবং তার বান্ধবীই দায়ী। এই পরিস্থিতিতে আমাদের ব্যবসা গোটানোই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। তাই জনি আবার তার দেশে ফিরে যেতে চাইছে।

প্রকাশ আমার কথা বিশ্বাস করলো কিনা জানিনে। বেশ খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর জিজ্ঞেস করলো, গত তিন মাস ধরে তোমার কাছ থেকে কোনো খবর, বা লাভ লোকসানের হিসেব পাইনি। আমিও তোমার বিজনেস পার্টনার। এই ব্যবসার সব খবর জানবার অধিকার আমার আছে।

আমি প্রতিবাদ করে বললুম, প্রকাশ তুমি হলে স্লিপিং পার্টনার। আমরা তোমার কাছ থেকে ব্যবসা করবার জন্যে টাকা ধার নিয়েছি। আমাদের কাজকর্মে তোমার মতামত দেবার কোনো অধিকার নেই।

: তুমি হংকংয়ে গিয়েছিলে? প্রকাশ প্রশ্ন করলো।

: বাজার সুবিধের নয়। কেউ সোনা কিনতে চায় না। আমরা সম্প্রতি দুটো ডিল করেছি। প্রতিটি ডিলেই বেশ লোকসান করেছি…

আমার কথা শেষ হবার আগেই প্রকাশ বললো, তুমি আমার কাছে সত্যি কথা গোপন করবার চেষ্টা করছো গৌতম। লিলির কাছে তুমি যে চিঠি লিখেছিলে সেই চিঠিতে দেখলুম……

আমি প্রকাশের অর্ধ-সমাপ্ত কথাটি লুফে নিয়ে বললুম, লিলির কাছে আমি যে চিঠি লিখেছি সেই চিঠি তুমি কোথায় পড়লে ?

প্রকাশ হাসলো। বললো, গৌতম কথা লুকোবার চেষ্টা কোরো না। তুমি হংকংয়ে কী করেছো আমার অজানা নেই। এমনকি তুমি কোরিয়ার রাজধানী সিওলে গিয়ে সোনা বিক্রী করবার চেষ্টা করেছিলে এই কথাও আমি জানি।

প্রকাশের কথা শুনে আমার মেজাজ সপ্তমে উঠে গেলো। কিন্তু তবু আমি নিজের রাগ দমন করবার চেষ্টা করলুম। তাই একটি ছোট প্রশ্ন করলুম, আমি তোমার কাছে কথা গোপন করবার চেষ্টা করছি একথা তোমাকে কে বললো ?

: তোমার বন্ধুরা খুব বিশ্বস্ত নয়। বলেছি তো তুমি তোমার বান্ধবীর কাছে যে সব চিঠি লিখেছিলে……

এই বলে প্রকাশ লিলির মুখের দিকে তাকালো। আমি তাকিয়ে দেখলুম। লিলির মুখটি একেবারে রক্তিম হয়ে উঠেছে।

আমি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলুম ! লিলি কী আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছে ? প্রকাশ মিথ্যে কথা বলেনি। আমি হংকং কোরিয়া থেকে লিলিকে বিস্তর চিঠি লিখেছিলুম। আর সব চিঠিতে আমি কাজকর্মের মোটামুটি একটা বিবরণ দিয়েছিলুম। আমার মন বলতে লাগলো প্রকাশ এই সব চিঠি দেখেছে এবং পড়েছে।

লিলি প্রতিবাদ করবার চেষ্টা করলো। কিন্তু প্রকাশ বাধা দিয়ে বললো, হ্যাঁ তুমি যে সব চিঠি তোমার বান্ধবীর ছদ্মনামে জানাতে আমি সেই সব চিঠি পড়বার সুযোগ পেয়েছি। কী করে সেই প্রশ্ন আমাকে কোরো না।

এবার সমস্ত রহস্য আমার কাছে সহজ এবং সরল হয়ে গেলো। লিলিকে বাঁচাবার জন্যে আমি লিলির ছদ্মনামে গোপন চিঠিপত্র আলবেলার ঠিকানায় জানাতুম। আমি বুঝতে পারলুম প্রকাশ এই সব চিঠিপত্র থেকে আমাদের কার্যকলাপের হদিশ পেয়েছে।

আমি বেশ কড়া মেজাজে জবাব দিলুম। বললুম, ইমপসিবল, তোমার সঙ্গে কাজ করা সম্ভব নয়। আমাদের ব্যবসায় তল্পিতল্পা গোটাতে হবে।

: গৌতম তুমি আমার সঙ্গে ডবলক্রস কিংবা বেইমানী কোরো না। এই স্মাগলিং ব্যবসা শুরু করবার প্রারম্ভে তোমার যখন অর্থের প্রয়োজন হয়েছিলো তখন আমি তোমাকে টাকা দিয়ে সাহায্য করেছিলুম। আজ অবধি তোমার কাছ থেকে একটি কানাকড়িও ফেরৎ পাইনি। আমার মূলধনের ইণ্টারেস্টও পাইনি। প্রকাশ অনেকগুলো কথা একসঙ্গে বললো। আমি তাকিয়ে দেখলুম মার্গারেট আবার মারিউনার সিগারেটে বেশ জোরে টান দিচ্ছে।

লিলি আমার কানে কানে মৃদুস্বরে বললো, এই যে আমেরিকান এ্যাকট্রেস দেখছো, এই ভদ্রমহিলাই সব হাঙ্গামার পেছনে আছেন।

আমি আরেকবার মার্গারেটের মুখের দিকে তাকালুম। লিলি ঠিক কথাই বলেছে। এই আমেরিকান এ্যাকট্রেস ভদ্রমহিলাই সব হাঙ্গামার পশ্চাতে আছেন। কিন্তু আমি সহজে দমবার পাত্র নই। ঠিক করেছিলুম যে আমাদের স্মাগলিংয়ের ব্যবসার লাভের এক কানাকড়িও প্রকাশ কিংবা তার বান্ধবীদের দেবো না।

আমি গলার স্বর আর একটু উঁচু করে বললুম, তর্ক করে লাভ নেই প্রকাশ। এই স্মাগলিংয়ের ব্যবসা কববার আমার আর ইচ্ছে নেই। এই কাজে পয়সা নেই ববঞ্চ যথেষ্ট বিপদ আছে। আজ থেকে আমাদের বিজনেসের ইতি হলো।

: আমাব মূলধন! আমার মূলধনের কী হবে! প্রকাশ চীৎকার কবে বললো। তার এই কণ্ঠস্বরে আমি যেন আতঙ্কের সুর পেলুম।

আমি ধীর শান্তকণ্ঠে বললুম, মাই ডিয়ার, এই কোম্পানীর হিসেবপত্র মেটাতে আমাদের বেশ কিছু টাকা লাগবে। তাই আমাদেব দেনা মেটাতে মূলধন লাগবে। সব টাকা মিটিয়ে যা বাকী থাকবে সেই টাকা তোমাকে দেবো।

এবার প্রকাশ চীৎকার করে গালাগাল দিতে লাগলো। মার্গারেট এতোক্ষণ মারিউনার ছিলিম টেনে নেশায় বুঁদ হয়েছিলো। কিন্তু প্রকাশের উচ্চ কণ্ঠস্বর শুনে তার নেশা ভেঙ্গে গেলো। মার্গারেট আমাদের দুজনেব মুখের দিকে তাকিয়ে সমস্ত ব্যাপারটি আন্দাজ করে নিলো। তার বুঝতে অসুবিধে হলো না যে আমি প্রকাশকে প্রতারণা করবার চেষ্টা করছি। মার্গারেট শুধু একটি ছোট কথা বললো : চীট।

আমি মার্গারেটের মুখের দিকে কঠোর দৃষ্টিতে তাকালুম। তারপর জনিকে বললুম, এদের ঘর থেকে বের করে দাও। ওদের মুখ থেকে গালমন্দ শোনবার কোনো ইচ্ছেই আমার নেই।

প্রকাশ ঘর থেকে বেরুবার কোনো লক্ষণই দেখালো না। বরং উত্তেজিত

হয়ে ঘরের ভেতর পায়চারী করতে লাগলো।

আমি চীৎকার করে বললুম, গেট আউট। জনি তুমি এদের ঘর থেকে বের করে দাও।

এবার প্রকাশ এবং মার্গারেটকে ঘর থেকে বের করতে হলো না। ওরা নিজেরাই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। যাবার সময় আমাকে শাসিয়ে গেলো দেখে নেবে বলে।

প্রকাশ ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর আমি জনির দিকে তাকালুম। জনি হয়তো আমার এই দৃষ্টিভঙ্গীর সঠিক কারণ বুঝতে পারলো। জনি মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, তারপর ?

: তারপর কী ? আমার এই জবাবে বেশ খানিকটা উষ্ণতা ছিলো।

আমি জনিকে বললুম, আমাদের লণ্ডনের পাততাড়ি গোটাতে হবে। আমাদের প্রথম কাজ হবে লণ্ডনের এই গোল্ড স্মাগলিংয়ের ব্যবসার তল্পিতল্পা গোটানো। ক্যুরিয়ারদের কাজ থেকে বিদায় দিতে হবে। ডায়মণ্ড হেরোন স্মাগলিংয়ের জন্যে নতুন ক্যুরিয়ার নিযুক্ত করতে হবে। পুরানো দলের মধ্যে শুধু সমীর এবং পুষিক্যাটকে রাখবো। গুডবাই টু আলবেলা। এই মেয়েটিকে নিয়ে অনেক হাঙ্গামা পোহাতে হয়েছে। আমাদের দ্বিতীয় কাজ হবে ব্রাসেলস, লাক্সেমবুর্গ এবং জুরিখে গিয়ে বড়ো বড়ো ব্যাঙ্কগুলোর কর্তাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করা। আমরা এমনি ঢংয়ে ওদের সঙ্গে কথাবার্তা বলবো যেন আমরা হলুম আরবদেশের শেখ কোটিপতি ব্যবসাদার।

আমরা আরো ঠিক করলুম যে ব্রাসেলস, লাক্সেমবুর্গ এবং জুরিখে জাল পাশপোর্ট নিয়ে নাম ভাড়িয়ে ঢুকবো। আমি লণ্ডন থেকে ব্রাসেলসে যাবো, লিলি ডাবলিন থেকে ব্রাসেলসে যাবে এবং জনি রোম থেকে লাক্সেমবুর্গ যাবে। বেইরুট থেকে সমীর এবং পুষিক্যাট জুরিখে যাবে। তারপর আমরা সবাই ব্রাসেলসে গিয়ে একত্র হবো। আমাদের বিভিন্ন দেশ থেকে যাবার কারণ হলো যেন পুলিশ কোনোপ্রকারে আমাদের সন্দেহ না করতে পারে যে আমাদের একের সঙ্গে অন্যের যোগাযোগ আছে।

তিনদিনের মধ্যে আমরা সবাই গিয়ে ব্রাসেলসে উপস্থিত হলুম।

আমরা প্রথমে সমীরকে ব্রাসেলস ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের কাছে ব্যবসা নিয়ে আলোচনা করতে পাঠালুম।

সমীর আরব। সম্প্রতি সে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি রাখতে শুরু করেছিলো। স্যাভিল রো'র খুব দামী স্যুট পরে সমীর যখন ব্রাসেলস ব্যাঙ্কের কর্তার কাছে

গিয়ে উপস্থিত হলো তখন ব্যাঙ্কের ম্যানেজার তাকে খুব খাতির যত্ন করতে লাগলেন। সমীর ব্যাঙ্কের কর্তার কাছে তার জুরিখ ব্যাঙ্কের নাম ঠিকানা দিলো। বললো, সম্প্রতি তেলের ব্যবসা করে হংকং থেকে কিছু টাকা পাবার সম্ভাবনা আছে। ব্রাসেলসে সে তার কোম্পানীর একটি শাখা অফিস খুলতে চায়। এই কাজের জন্যে সমীর ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের কাছে সাহায্য চাইলো।

সমীর নিজেকে সৌদী আরবিয়ার রাজপরিবারের একজন নামকরা লোক বলে পরিচয় দিলো। সমীর বললো তার নাম হলো শেখ আহমেদ।

তেলের দেশ সৌদী আরবিয়া। সমীরের চেহারা এবং কথাবার্তা শুনে বেলজিয়ান ব্যাঙ্ক ম্যানেজার বেশ আকৃষ্ট হলেন এবং শেখ আহমেদের নামে সুইস কারেন্সীতে একটি এ্যাকাউন্ট খোলা হলো। শুধু তাই নয়, ব্যাঙ্কের ম্যানেজার সমীরকে ভিন্ন উপায়ে সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

বিকেলবেলা জুরিখ থেকে পুষিক্যাটের টেলিফোন পেলুম।

পুষিক্যাট বললো, আজ আমি জুরিখে এসে পৌঁছেছি। এয়ারপোর্টে পুলিশ আমার পাশপোর্ট নিয়ে বিস্তর হাঙ্গামা করেছিলো।

: কেন? আমি জানবার আগ্রহ প্রকাশ করলুম! হংকংয়ে কুনলুন পুষিক্যাটের নামে দুটি ভিন্ন জাল পাশপোর্ট তৈরি করে দিয়েছিলো।

: কারণ সহজ। পুলিশ জানতে চাইলো আমি বিবাহিতা কিনা? আমি প্রথমে ভেবেছিলুম যে পুলিশের লোকটি আমার সঙ্গে প্রেম করতে চায়। আমি জবাব দিলুম আমি কুমারী, কিন্তু পরে ওর কথাবার্তা শুনে বুঝতে পারলুম যে লোকটি বিবাহিতা ভদ্রমহিলাদের বেশী খাতির যত্ন করেন। আমি তাড়াতাড়ি বললুম আমি বিবাহিতা ডিভোর্সী। হয়তো আমি এই দুটি জবাবই একসঙ্গে দিয়েছিলুম। তাই পুলিশের কর্তার মনে একটু সন্দেহ জাগলো। তিনি আমার নাম জিজ্ঞেস করলেন। আমি নিজের নাম বললুম পুষিক্যাট! ভদ্রলোক আমার জবাব শুনে আঁতকে উঠলেন। বললেন, এ কী রকম নাম রে বাবা? তারপরেই বললেন পাশপোর্ট তো ভিন্ন নামে লেখা আছে। তোমাকে কী বলবো গৌতম, তাড়াহুড়োয় উত্তেজনায় আমি নিজের আসল পাশপোর্ট ব্যবহার করে জুরিখে ঢুকিছি। জাল পাশপোর্ট ব্যবহার করবার সুযোগ পাইনি।

: হোয়াট! আমি বিস্মিত হয়ে প্রায় জোরে চীৎকার করে উঠলুম। কারণ আমি বুঝতে পারলুম সুইস ইমিগ্রেশনের কাছে পুষিক্যাটের আসল নাম ঠিকানা লেখা আছে। আর এই নাম ইন্টারপোলের কাছে একেবারে অপরিচিত

নয়। বহুবার হংকংয়ের কাস্টমস পুষিক্যাটের কাজকর্ম নিয়ে জেরা করেছিলো। জুরিখের কর্তারা এবার পুষিক্যাটের অতীত জীবন নিয়ে তদন্ত শুরু করবেন।

আমি একটু ধমকের সুরে বললুম, পুষি ডার্লিং, তুমি বোকার মতো নিজের পাশপোর্ট ব্যবহার করতে গেলে কেন? এখন সবাই যে তোমার পরিচয় জানতে পারবে।

পুষিক্যাট সহজে দমবার পাত্রী নয়। একটু নরম সুরে বললো, ডার্লিং গৌতম, তোমাকে কী বলবো, কাস্টমসের লোকটি দেখতে এতো সুন্দর ছিলো যে ওর মুখের দিকে তাকাবার পর আমি মিথ্যে কথা বলতে ভুলে গেলুম। হোয়াট এ লাভলি ফিগার।

: ··· তুমি একেবারে গবেট বোকা। তুমি জানো পুলিশ এখন তোমার অতীত জীবন নিয়ে তদন্ত করবেন। যাক্, তুমি জুরিখ ব্যাঙ্কে গিয়ে নিজের নামে এ্যাকাউন্ট খোলো।

পুষিক্যাট বললো, এ্যাকাউন্ট খুলেছি। কিন্তু এখনও লিটলজনের কাছ থেকে কোনো টাকা পাইনি।

: যদি কাল টাকা না আসে? এখানে একা থাকতে ভালো লাগছে না। হোটেলের কর্তারা আমাকে অনেক প্রলোভনীয় প্রস্তাব দিয়েছেন। কী করবো ভেবে পাচ্ছিনে। ওরা জিজ্ঞেস করেছেন যে আমি সব সময়ে হোটেলে দরজা বন্ধ করে বসে থাকি কেন?

এবার আমি খানিকটা সময় চুপ করে রইলুম। পুষিক্যাট যদি একবার সুন্দর দেহ নিয়ে হৈ-হল্লা ফুর্তি করতে বেরোয় তাহলে তার জের কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে সেকথা আমার অজানা ছিলো না। তাই অনেক চিন্তা ভাবনা করে বললুম, পুষি ডার্লিং, আমরা ভীষণ বিপদ নিয়ে খেলা করছি। তাই প্রথম কয়েকটা দিন একটু সতর্ক হয়ে কাজ করতে হবে। এখন ফুর্তি করবার সময় নেই। আর কিছুদিন সবুর করো।

তারপর আমি লাক্সেমবুর্গে জনিকে টেলিফোন করলুম। জনি লাক্সেমবুর্গে হোটেল ব্রাসেয়ারে ছিলো।

: লাক্সেমবুর্গ ব্যাঙ্কে এ্যাকাউন্ট খুলেছ? আমি জনিকে জিজ্ঞেস করলুম।

: হ্যাঁ।

: টাকা এসেছে? বব হংকং থেকে টাকা পাঠিয়েছে?

: এখনও কোনো খবর পাইনি। সকাল বিকেল ব্যাঙ্কে খোঁজ খবর নিচ্ছি।

এবার আমি হংকংয়ে বব এবং লিটলজনের কাছে টেলিফোন করলুম।

ওদের বললুম, আমরা সবাই ব্রাসেলস, লাক্সেমবুর্গে বিভিন্ন ব্যাঙ্কে এ্যাকাউন্ট খুলেছি। টাকা পাঠিয়েছ? এছাড়া ডানিয়েলের কাছ থেকে কোনো খবর পেয়েছো?

: ডানিয়েল সিওল থেকে সমীরের নামে এক মিলিয়ন ডলার টেলেক্স করে পাঠিয়েছে।

: এক মিলিয়ন ডলার! টেলিফোনে এই কথাটি আমি পুনরুচ্চারণ করলুম।

: দ্যাটস্ রাইট। বব জবাব দিলো।

: কিন্তু আজ সকালে সমীর গিয়ে ব্রাসেলস ব্যাঙ্কে খোঁজ নিয়েছে। এখন পর্যন্ত তার নামে কোনো টাকা আসেনি। তুমি ঠিক জানো টাকা পুষিক্যাটের নামে পাঠানো হয়েছে।

: পুষিক্যাটের নামে নয়। আমরা মাদাম সোনিয়ার নামে এক মিলিয়ন ডলার পাঠিয়েছি।

মাদাম সোনিয়া ছিলো পুষিক্যাটের ছদ্মনাম। এই মাদাম সোনিয়ার নাম ভাড়িয়ে পুষিক্যাটের জুরিখে ঢুকবার কথা ছিলো। কিন্তু বব কিংবা লিটলজন কী জানতো যে পুষিক্যাট তার নিজের নামে আসল পাশপোর্ট নিয়ে জুরিখে ঢুকেছে। তাই ব্যাঙ্কে ঐ নামে এ্যাকাউন্ট খুলেছে।

আমরা ঠিক করেছিলুম যে মাদাম সোনিয়া মানে পুষিক্যাট গিয়ে জুরিখ ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের কাছে পরিচয় দেবে। বলবে সে বিধবা। তার স্বামী সিওলে থাকতো। স্বামীর পেন্সন এবং সম্পত্তি বিক্রীর টাকা সিওল থেকে জুরিখে পাঠানো হয়েছে।

এখন কী করবো?

মাদাম সোনিয়ার নাম ভাড়িয়ে জুরিখের ব্যাঙ্কে নতুন করে এ্যাকাউন্ট খুলবার সম্ভাবনা নেই। কারণ ঐ নামের পাশপোর্ট সুইস দেশে বর্তমানে ব্যবহার করা চলবে না। ঐ পাশপোর্ট ব্যবহার করতে হলে পুষিক্যাটকে সুইটজারল্যাণ্ডে আবার নতুন করে ঢুকতে হবে। অর্থাৎ আমাদের আবাব নতুন করে এই নাটক শুরু করতে হবে।

এই সমস্ত কথাগুলো ভাবতে আমার কয়েক সেকেণ্ড সময় নিলো। আমি লিটলজনকে বললুম, পুষিক্যাটের নামে আর কোনো টাকা পাঠিয়ো না। মেয়েটি আবার আমাদের জন্যে কিছু হাঙ্গামা সৃষ্টি করেছে। এই হাঙ্গামা মেটাতে কিছুদিন সময় নেবে। সেই সময় অবধি তার নামে যেন টাকা পাঠানো না হয়। ডানিয়েলকে এই খবর দিও।

লিটলজন তার বিস্ময় এবং কৌতূহল যেন চাপতে পারলো না। জিজ্ঞেস

করলো, কী ব্যাপার ? পুষিক্যাট কী নতুন বয়ফ্রেণ্ড জুটিয়েছে ?

: নেভার মাইণ্ড জন। সব কথা টেলিফোনে বলা যায় না। সরকারী কর্তারা নিশ্চয় আমাদের আলাপ-আলোচনা টেপ রেকর্ড করছেন।

এই টেলিফোনের পর আমি জনিকে লাক্সেমবুর্গে টেলিফোন করলুম। বললুম, এক্ষুণি ব্রাসেলসে চলে এসো। তোমার সাহায্য দরকার।

আমার এই কথার মধ্যে শুধু ব্যস্ততার সুর নয়, খানিকটা আতংকের সুর ছিলো। জনি তাই ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞেস করলো, কী ব্যাপার গৌতম ?

: এখানে এসো। আমাদের বিজনেস নিয়ে আলোচনা করা দরকার।

তিন ঘণ্টার মধ্যে জনি লাক্সেমবুর্গ থেকে ব্রাসেলসে চলে এলো।

আমি জনিকে বললুম, সিওল থেকে ডানিয়েল জুরিখ ব্যাঙ্কে পুষিক্যাটের নামে এক মিলিয়ন ডলার পাঠিয়েছে।

টাকার অঙ্ক শুনে ডানিয়েল শিষ দিয়ে উঠলো। বললো, এ যে অনেকগুলো টাকা।

: দেরী কোরো না গৌতম, এক্ষুণি টাকা ব্যাঙ্ক থেকে তুলে নাও। এই টাকা পুষিক্যাটের ছদ্মনামে মানে মিসেস সোনিয়ার নামে পাঠানো হয়েছে।

আমার কথার অর্থ যেন জনি বুঝতে পারলো না। বেশ সহজ সরল কণ্ঠে প্রশ্ন করলো, তাহলে তো আরো চমৎকার। টাকা তুলে নিয়ে ভেগে পড়লে কেউ আমাদের হদিস পাবে না।

: কিন্তু মিসেস সোনিয়া কোথায় ?

আমার এই কথা যেন জনির বোধগম্য হলো না। বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো, হোয়াট টু ইউ মীন। মিসেস সোনিয়া কোথায় এই কথার মানে কী ? পুষিক্যাট কী টাকা নিয়ে ভেগে পড়েছে—না অন্য কোনো বয়ফ্রেণ্ডের সঙ্গে রাত্রিতে সহবাস করছে ?

: তোমার কোনো অনুমানই সত্যি নয়। আমি জনিকে আশ্বস্ত করে বললুম, পুষিক্যাট জুরিখ শহরে প্যালেস হোটেলে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে ভগবানের নাম করছে। এমনকি ভয়ে এক মুহূর্তের জন্যে দরজা খুলছে না। খানিক আগে আমাকে টেলিফোন করে বলছিলো যে সবাই নাকি ওকে রাত্রে সহবাসের জন্যে অনুরোধ করছে। কিন্তু আমাদের মিসেস সোনিয়ার দেখা নেই।

আমার এই খেয়ালী কথার মানে বুঝতে না পেরে জনি একটি মারিউনার সিগরেট ধরালো তারপর সিগারেটে এক লম্বা টান দিয়ে বললো, কথাটা আরো একটু খুলে বলো। তোমার এই হেয়ালী কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছিনে।

আমি জনির হাত থেকে মারিউনার সিগারেটটি টেনে এক লম্বা টান দিলুম। তারপর বললুম, আমাদের পুষিক্যাট আর এক নতুন হাঙ্গামা সৃষ্টি করেছে। জুরিখ এয়ারপোর্টে নেমে এক ইমিগ্রেশন অফিসারের সুন্দর মুখ দেখে জাল পাশপোর্টে ব্যবহার করেতে ভুলে গেছে। অর্থাৎ মিসেস সোনিয়ার নামে যে পাশপোর্টটি ছিলো সেই পাশপোর্ট ব্যবহার করা হয়নি। পুষিক্যাট তার নিজের নামের পাশপোর্ট ব্যবহার করেছে। অতএব বর্তমানে পুষিক্যাটেব ছদ্মনাম মানে মিসেস সোনিয়ার নাম একেবারেই জুরিখে ব্যবহার করা চলে না। কারণ ব্যাঙ্কের কর্তারা ইমিগ্রেশনের সীল না দেখলে ঐ পাশপোর্ট বিশ্বাস করবেন না। তাই মিসেস সোনিয়ার নামে যে এক মিলিয়ন ডলার সিওল থেকে পাঠানো হয়েছে, সেই টাকা ব্যাঙ্ক থেকে তোলা যাবে না।

জনি এবার আমার কথা বুঝতে পারলো। মুখ খিস্তি করে বললো, নচ্ছার মেয়ে। যেখানে যায় সেইখানেই প্রেম করবার চেষ্টা করে। তুমি জানো গৌতম, বেইরুট শহরে সে এতো কেলেঙ্কারী করেছে তোমাকে আর কী বলবো? যাক্, এবার এই এক মিলিয়ন ডলার ব্যাঙ্ক থেকে কী করে তুলবে?

সেই আলোচনা করবার জন্যেই তোমাকে ডেকেছি। এখন আমাদের নতুন করে নাটক শুরু করতে হবে।

: মানে? জনি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো।

: মানে অতি সহজ। পুষিক্যাট জুরিখ শহর থেকে বেরিয়ে আসবে। তারপর মাদাম সোনিয়ার জাল পাশপোর্ট নিয়ে আবার জুরিখ শহরে ফিরে যাবে। কয়েক ঘণ্টার ব্যাপার। এরপর ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে নিতে আর কোনো অসুবিধে হবে না।

: ইম্পসিবল! অসম্ভব। তুমি বলো কী গৌতম! ইমিগ্রেশনের কর্তাদের চোখে ধুলো দেয়া সহজ কাজ হবে না। বিশেষ করে পুষিক্যাটের পক্ষে। তুমি জানো পুষিক্যাটকে একবার দেখলে সহজে ভোলা যায় না। এছাড়া তুমি খানিক আগে বলেছ যে ইমিগ্রেশনের এক কর্তা পুষিক্যাটকে অনেক জেরাবন্দী করেছিলেন। যাক্, গৌতম, আমার মাথায় আর একটি নতুন ফন্দী গজিয়েছে। মাদাম সোনিয়ার নাম করে লিলি জুরিখে যেতে পারলে আমাদের ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে আনতে কোনো অসুবিধে হবে না।

জনির কথার ভেতর যুক্তি ছিলো কিন্তু এই কাজ কয়েক ঘণ্টার মধ্যে করা সম্ভব ছিলো না। তাই বললুম, মাদাম সোনিয়ার নাম করে জাল পাশপোর্ট তৈরী করতে নিদেনপক্ষে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা লাগবে। মনে রেখো আমাদের কাছে প্রতিটি মুহূর্তই বিশেষ মূল্যবান। ব্যাঙ্কে আমি বেশিক্ষণ টাকা ফেলে

রাখতে চাইনে। যে কোনো মুহূর্তে আমাদের ষড়যন্ত্রের কথা ব্যাঙ্কের কর্তারা জানতে পারেন। এবার আমার প্ল্যানটি শোনো। পুষিক্যাট জার্মানীর সীমান্ত দিয়ে জুরিখে ঢুকেছিলো। এবার পুষিক্যাট গাড়ী করে ফরাসীর প্রান্ত দিয়ে সুইটজারল্যাণ্ডে যাবে। এয়ারপোর্টের ইমিগ্রেশন আর দুই দেশের বর্ডার এরিয়ার সীমান্তের ইমিগ্রেশন এক নয়। অর্থাৎ পুষিক্যাট যদি ফরাসী দেশের সীমান্ত ভেদ করে সুইটজারল্যাণ্ডে যায় তাহলে কেউ তাকে সন্দেহ করতে পারবে না।

জনি আমার সঙ্গে একমত হলো। আমরা আবার পুষিক্যাটকে টেলিফোন করলুম। বললুম, তুমি এক্ষুনি প্লেনে করে ফ্রাঙ্কফুর্টে চলে এসো।

: তুমি বলছো কী গৌতম? পুষিক্যাট যেন আমার কথা একেবারে বিশ্বাস করতে পারলো না।

: আমি যে ঠিক করেছি কাল ব্যাঙ্কে গিয়ে খোঁজ করবো আমার নামে কোনো টাকা এসেছে কিনা?

খবরদার ব্যাঙ্কে যেও না। অন্ততঃ এখন নয়। কারণ ব্যাঙ্কের কর্তারা যেন তোমাকে চিনতে না পারেন। তারপর আমি পুষিক্যাটকে বললুম, বেশীক্ষণ টেলিফোনে কথা বলা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। কারণ খুব সম্ভবতঃ পোস্ট অফিসের কর্তারা আমাদের সব কথা টেপ রেকর্ড করছেন।

আমরা আরো ঠিক করলুম যে পুষিক্যাট ফরাসী দেশের সীমান্ত দিয়ে আবার সুইটজারল্যাণ্ডে ফিরে যাবে। লিলি এবং আমি জার্মানীর ব্ল্যাক ফরেস্টের প্রান্ত দিয়ে সুইটজারল্যাণ্ডে যাবো। জনি লাক্সেমবুর্গের ব্যাঙ্ক থেকে টাকা এনে আমাদের জন্যে ব্রাসেলসে অপেক্ষা করবে।

সুইটজারল্যাণ্ড থেকে বেরিয়ে আসতে পুষিক্যাটের বেশী অসুবিধে হলো না। আমি লিলিকে নিয়ে বেলজিয়ামের সীমান্ত লিয়েজ এবং আখেন পার হয়ে ফ্রাঙ্কফুর্টে গেলুম। জার্মানীর ভেতর ঢুকবার সময় আমরা জাল পাশপোর্ট ব্যবহার করেছিলুম। ইমিগ্রেশন অফিসার লিলিকে যেন একটু সন্দেহের চোখে দেখলেন। আমি ওর মনের সন্দেহ দূর করার জন্যে মৃদুকণ্ঠে বললুম, ওয়াইফ।

কথাটা বলা হয়তো উচিত হয়নি। কারণ ইমিগ্রেশন অফিসার লিলির হাতের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, স্ত্রী? কিন্তু এর হাতে বিয়ের আংটি কোথায়?

এবার আমরা দুজনেই অপ্রস্তুত বোধ করলুম। কী জবাব দেবো ভেবে পেলুম না। লিলি বললো, আমরা বিয়ের আংটি ব্যবহার করিনে।

ইমিগ্রেশনের কর্তারা আমাদের এই জবাবে সন্তুষ্ট হলেন কিনা জানিনে।

তবে আর কোনো আপত্তি করলেন না। আমাদের দুজনের পাশপোর্টেই ছাপ মেরে দিলেন।

আমরা ফ্রাঙ্কফুর্টে পৌঁছুবার খানিকবাদে পুষিক্যাট জুরিখ থেকে এসে পৌঁছলো। এয়ারপোর্টে আমরা পুষিক্যাটের সঙ্গে দেখা করলুম। তারপর অটোবান দিয়ে গাড়ী করে ফ্রান্সের সীমান্ত মেতজের দিকে রওনা দিলুম। মেতজ পার হয়ে আমরা সুইটজারল্যাণ্ড পৌঁছবো।

গাড়ীতে পুষিক্যাট আমাদের বললো যে জুরিখে ঢুকবার সময় যে ভুল-ত্রুটি হয়েছিলো এর প্রধান কারণ হলো ইমিগ্রেশনের ফর্ম জর্মান ভাষায় লেখা ছিলো। আমি হলুম স্প্যানিশ মেয়ে। জর্মান ভাষা আমি একেবারেই বুঝতে পারিনে।

আমি পুষিক্যাটকে জিজ্ঞেস করলুম, ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করেছ ?

: এখনও দেখা করিনি।

: গুড। ব্যাঙ্কেব ম্যানেজার তোমাকে চেনেন না ?

: না।

: বেশ। এবার তুমি ফরাসী দেশের সীমান্ত দিয়ে সুইটজারল্যাণ্ডের ভেতর ঢুকবে। আর ঐ দেশে ঢুকবার সময় তুমি মাদাম সোনিয়ার পাশপোর্ট ব্যবহার করে ব্যাঙ্কে এ্যাকাউন্ট খুলবে। মনে রেখো সিওল থেকে ডানিয়েল মাদাম সোনিয়ার নামে এক মিলিয়ন ডলার পাঠিয়েছেন।

: এক মিলিয়ন ডলার! এই কথা বলতে গিয়ে পুষিক্যাট যেন বিষম খেলো।

: ইয়েস ডার্লিং। এই টাকাটা আমরা বেশীক্ষণ ব্যাঙ্কে ফেলে রাখতে পারিনে। আমরা আগুন নিয়ে খেলা করছি। যে কোনো মুহূর্তে আমাদের এই ব্যাঙ্ক রবারির কথা ব্যাঙ্কের কর্তারা জানতে পারেন। আর একবার এই কথা জানাজানি হলে সমস্ত য়ুরোপের বিভিন্ন দেশগুলোর পুলিশ এবং ইন্টারপোল আমাদের খোঁজ করে বেড়াবে। আমাদের কাছে প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান।

: এবাব আমি কী পরিচয় দেবো ? পুষিক্যাট তাব মনের উত্তেজনাকে দমন করে জিজ্ঞেস করলো।

: আর্ট ডিলার। মাদাম সোনিয়া হলেন আর্ট ডিলার অর্থাৎ দুষ্প্রাপ্য ছবি ক্রয় বিক্রয় করেন। সিওলে তুমি কিছু ছবি বিক্রী করেছিলে। তাই এই টাকা তোমার নামে পাঠানো হয়েছে। আর জুরিখে এই টাকা পাঠাবার কারণ, এই টাকা বাজার থেকে সহজে অন্য মুদ্রায় অদলবদল করা যায়। তুমি ব্যাঙ্কের কর্তাকে বলবে যে জুরিখের বাজার থেকে ফরাসী মুদ্রা ক্রয় করবে এবং সেই টাকা দিয়ে ফরাসী শিল্পীদের ছবি কিনবে। অনেকগুলো কথা পুষিক্যাটকে

তোতাপাখীর মতো শেখানো হলো।

পুষিক্যাট এবার গলার স্বর একটু মিষ্টি করে বললো, গৌতম আমাকে আরো তিন হাজার পাউণ্ড বেশী দেবে ?

: তিন হাজার পাউণ্ড বেশী দেবো ? কী ব্যাপার ? আমি এমন সুরে এই কথাগুলো বললুম যেন পুষিক্যাটের কথা একেবারেই বিশ্বাস করতে পারিনি।

: হ্যাঁ গৌতম আমার একটু টাকার দরকার।

: কেন ? আমি জানবার আগ্রহ প্রকাশ করলুম।

: বিয়ে করবো। আই এ্যাম গোয়িং টু ম্যারী।

পুষিক্যাটের কথা শুনে আমি এতো বিস্মিত হলুম যে গাড়ীর ব্রেকে পা দিলুম। গাড়ী তীব্র আর্তনাদ করে রাস্তায় থেমে গেলো।

: বিয়ে করবে ? আমি যেন পুষিক্যাটের কথাগুলো বিশ্বাস করতে পারলুম না।

: ছাটস রাইট গৌতম। আমি যখন বেইরুটে ছিলুম তখন এক বারম্যানের প্রেমে পড়েছি। আমি ঠিক করেছি ঐ লোকটিকে বিয়ে করবো। এই বিয়ের খরচ বাবদ আমাকে আরো তিন হাজার পাউণ্ড দিতে হবে।

আপত্তি করে লাভ নেই। আমরা এই ব্যাঙ্ক লুটের পরিকল্পনার অনেক দূর এগিয়েছি। এখন আর পেছোবার উপায় নেই। তাই একটু বিষণ্ণ গলায় জবাব দিলুম, ও. কে. তুমি এই টাকা পাবে।

: থ্যাঙ্কস্ গৌতম, আমি ভেবেছি ব্যাঙ্ক থেকে এই টাকা নিয়ে ভাগবার পর আমি স্মাগলিংয়ের কাজকর্ম ছেড়ে দেবো। স্বামীর সঙ্গে নাইট ক্লাবে কাজ করবো। নাইট ক্লাবের কাজ ভারী এক্সাইটিং।

আমি চুপ করে রইলুম। তাহলে শিগ্‌গিরই পুষিক্যাট আমাদের দল থেকে ভেগে পড়বে।

ফ্রান্সের সীমান্তে এসে আমরা পুষিক্যাটের কাছ থেকে বিদায় নিলুম। আমি এবং লিলি ভিন্ন গাড়িতে ফ্রান্সের ভেতর ঢুকলুম। পুষিক্যাট মাদাম সোনিয়ার পাশপোর্ট ব্যবহার করে ফ্রান্সে ঢুকলো। পুষিকাটের কাছ থেকে বিদায় নেবার আগে আমরা ওকে বার বার করে সতর্ক করলুম। বললুম, এবার কিন্তু ইমিগ্রেশনের কর্তার সুন্দর মুখ দেখে খবরদার ভুল পাশপোর্ট ব্যবহার কোরো না। এখন থেকে তোমার নাম হলো মাদাম সোনিয়া। তোমার স্বামী মারা গেছেন…

আমার কথা শেষ হবার আগেই পুষিক্যাট চীৎকার করে বললো, মাই হাজব্যাণ্ড! ওঃ ডিয়ার আমার স্বামী মারা যাবে কেন ?

: তুমি অভিনয় করছো পুষিক্যাট। আমি তো আর বাস্তব জীবনের কথা বলছিনে! যাক্, মাদাম সোনিয়া তুমি হলে আর্ট ডিলার। এই নাম এবং পরিচয় দিয়ে তুমি জুরিখ ব্যাঙ্কে একটি এ্যাকাউন্ট খুলবে এবং সিওল থেকে তোমার নামে যে এক মিলিয়ন ডলার পাঠানো হয়েছে সেই টাকা ঐ এ্যাকাউন্টে জমা হবে। এই টাকা তোমার এ্যাকাউন্টে জমা হবার তিনদিন পর তুমি ঐ টাকা ব্যাঙ্ক থেকে তুলে নেবে।

: তারপর? পুষিক্যাট কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করলো।

: ঐ এক মিলিয়ন ডলার তুমি একটা ব্যাগে ভরবে। মনে রেখো ব্যাঙ্ক তোমাকে ঐ টাকা দেবার সময় প্রতিটি নোটের নম্বর টুকে রাখবে। অতএব আমাদের খুব সতর্ক হয়ে কাজ করতে হবে। তাই আমরা তিন-চারবার ঐ নোট পালটাবো।

: মানে? পুষিক্যাট বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো। আমার কথার পুরো মানে যেন বুঝতে পারলো না। আমি তিন-চারবার নোট পাল্টাবার কথা বলছি কেন?

: শোনো, ঐ নোটের নম্বর দেখে পুলিশ আমাদের খুঁজে বার করতে পারে। প্রথমতঃ ব্যাঙ্ক থেকে ঐ টাকা তুলে আনবার পর তুমি ঐ টাকাব ব্যাগ আমাকে দেবে। কী করে ঐ টাকার ব্যাগ আমাকে দেবে এবার তার প্ল্যান তোমাকে বলছি।

: ব্যাঙ্ক থেকে টাকা নিয়ে তুমি সোজা আমার সঙ্গে জুরিখ বিমানবন্দরে দেখা করবে। আমি তোমার জন্যে সুইস এয়ার কোম্পানীর ইনফরমেশন কাউন্টারের পাশে প্রতীক্ষা করবো। তোমার হাতে থাকবে সুইস এয়ার ওয়েজ কোম্পানীর একটি সবুজ ব্যাগ। ঐ ব্যাগের ভেতর থাকবে টাকা। আমিও সুইস এয়ার ওয়েজ কোম্পানীর একটি সবুজ ব্যাগ নিয়ে যাবো। ইনফরমেশন কাউন্টারের পাশের বেঞ্চিতে আমি বসে থাকবো। তুমি ঐ টাকার ব্যাগ নিয়ে আমার পাশে এসে বসবে। তারপর দু'মিনিট পরে একটি খবর জানবার জন্যে উঠে ইনফরমেশন কাউন্টারে যাবে। আমি ইতিমধ্যে ব্যাগের অদলবদল করবো।

: এখানেই আমাদের কাজের শেষ হলো না। আমি ঐ টাকা নিয়ে জুরিখের বাজার থেকে সোনা কিনবো। অর্থাৎ ব্যাঙ্কের নোটগুলো সোনার বাজারে চলে গেলো। পুলিশ যদি ঐ সোনা কেনবার খবর পেলো তাহলে এবার নিশ্চয় সবাইকে সার্চ করবে। কিন্তু আমরা কী করবো জানো? বাজারে আবার ঐ সোনা বিক্রী করবো। বাজার মানে কোনো ব্যাঙ্কের কাছে। দু'তিনবার এই সোনা বিক্রীর লেনদেন হলে আমরা কী নোট ব্যাঙ্ক থেকে

তুলেছিলুম তার খোঁজ খবর কেউ পাবে না। তারপর সেই টাকা নিয়ে আমরা সোজা এ্যান্টওয়ার্প এবং আমস্টারডামের বাজার থেকে ডায়মণ্ড কিনবো। তারপর এই ডায়মণ্ড হংকংয়ের বাজারে পাচার করবো।

আমি একসঙ্গে কথাগুলো বলে যাচ্ছিলুম। আমার কথা শুনে কার মুখে কী প্রতিক্রিয়া হচ্ছিলো সেদিকে নজর দিইনি। আমি এবার পুষিক্যাটের মুখের দিকে তাকালুম। দেখতে পেলুম পুষিক্যাট আমার কথা শুনে বেশ উত্তেজিত হয়েছে।

পুষিক্যাট আমাকে জড়িয়ে ধরে একটি লম্বা চুমু খেয়ে বললো, ডার্লিং ইউ আর জিনিয়াস।

এই বলে আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিলো। যাবার আগে পুষিক্যাটকে পই পই করে বলে দিলুম—ডোণ্ট ফরগেট, তোমার নাম হলো মাদাম সোনিয়া, বিধবা আর্ট ডিলার।

তখন কী ছাই জানতুম যে পুষিক্যাট এই পরিচয় দিয়ে আমাদের জন্তে আর একটি বিপদ সৃষ্টি করবে!

সে আর এক লম্বা কাহিনী।

আমি আর লিলি জর্মানীতে ফিরে এলুম। তারপর ব্ল্যাক ফরেস্টের রাস্তা দিয়ে সুইটজারল্যাণ্ডের ভেতর ঢুকলুম।

আমাদের নতুন পরিচয় হ.পা মিঃ এ্যাণ্ড মিসেস রবিনসন।

এবার বাজার থেকে আমরা দুজনে দুটি আংটি কিনে নিয়ে হাতে পরলুম। কারু মনে যেন সন্দেহ না জাগে যে আমরা বিবাহিত স্বামী-স্ত্রী নই।

ইতিমধ্যে সমীর এবং জনির কাছ থেকে খবর পেলুম যে হংকং থেকে ওদের নামে টেলেক্স করে দুই মিলিয়ন ডলার ব্যাঙ্কে এসেছে। ব্যাঙ্ক থেকে কেউ এখনও টাকা তোলেনি। সবাই ম্যানেজার এবং কাউন্টার ক্লার্কের সঙ্গে বন্ধুত্ব করছে। এই বন্ধুত্ব একটু জমাবার পর ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তোলা হবে।

কিন্তু আমাদের হাতে সময় নেই। সব কাজই বেশ তাড়াহুড়ো করে করতে হবে। কারণ যে কোনোদিন কন্টিনেণ্টাল ব্যাঙ্কের কর্তারা আমাদের এই ব্যাঙ্ক লুটের ষড়যন্ত্রের খবর পেতে পারেন। তাহলে আমাদের বিপদ হবে।

ইতিমধ্যে সমীর খবর দিলো যে এ্যাণ্টওয়ার্পের বাজারে ১১।২ ক্যারাটের ডায়মণ্ড পাওয়া যাচ্ছে না। আমস্টারডামে ডায়মণ্ডের বাজার যাচাই করতে হবে।

সমীর আমাকে টেলিফোন করে বললো, কাল এ্যাণ্টওয়ার্পের ডায়মণ্ডের

বাজারে এই ১১৷২ ক্যারাটের ডায়মণ্ডের খোঁজ খবর করতে গিয়েছিলুম। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। সম্প্রতি এই ক্যারাটের ডায়মণ্ড একেবারেই বাজারে পাওয়া যাচ্ছে না।

১১৷২ ক্যারাটের ডায়মণ্ড কেনবার অনেক সুবিধে ছিলো? কারণ বাজারে এই ক্যারাটের ডায়মণ্ডের চাহিদা বড্ড বেশী। আর এই ডায়মণ্ড স্মাগল করে নিয়ে যাবার অনেক সুবিধে আছে। আমি সমীরকে আশ্বাস দিলুম—১১৷২ ক্যারাটের ডায়মণ্ডের জন্যে চিন্তা ভাবনা কোরো না। এই ক্যারাটের ডায়মণ্ড যদি বাজারে না পাওয়া যায় তাহলে আমরা এক ক্যারাটের ডায়মণ্ড কিনবো এবং বাকী টাকা দিয়ে সোনা কিনবো। বেশ এবার বলো, ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলেছো কবে?

পরশু। ব্যাঙ্কের কর্তাকে বলেছি যে আমাদের ব্যবসার জন্যে কিছু ক্যাশ টাকার প্রয়োজন। অতএব এক মিলিয়ন ডলার ক্যাশ টাকা নেবো। আমার এই এক মিলিয়ন ডলার ক্যাশ নোটে নেবার কথা শুনে ব্যাঙ্কের ম্যানেজার বেশ একটু বিস্মিত হয়েছিলেন। কিন্তু আমি ওকে বুঝিয়েছি যে আমরা এই ক্যাশ টাকা দিয়ে আফ্রিকার বাজার থেকে কোকো কিনবো। তাই আমাদের ক্যাশ নোটের প্রয়োজন।

জনি লাক্সেমবুর্গ থেকে আমাদের ভালো খবর দিলো। বললো, আজ ব্যাঙ্ক থেকে পঞ্চাশ হাজার ডলার তুলেছি। কাল বাকী টাকাটা তুলবো। বাই দি ওয়ে, লিটলজন হংকং থেকে আরো দুই মিলিয়ন ডলার পাঠিয়েছে। কিন্তু এতো টাকা ক্যাশ নোটে নিতে গেলে ব্যাঙ্কের ম্যানেজার সন্দেহ করবেন। তাই ওর কাছে মোট আড়াই মিলিয়ন ডলারের একটি ব্যাঙ্ক ড্রাফট চেয়েছি জুরিখের ব্যাঙ্কের উপর।

: জুরিখের ব্যাঙ্কের উপর? আমি বেশ উত্তেজিত গলায় এই কথাগুলো বললুম। আমি ভয়ের আশংকা করলুম। কারণ আমার মতলব ছিলো যে পুষিক্যাটের কাছ থেকে ক্যাশ টাকা পেলে জুরিখ থেকে পালাবার চেষ্টা করবো। কিন্তু এখন যদি জনি আড়াই মিলিয়ন ডলারের ব্যাঙ্ক ড্রাফট নিয়ে আবার জুরিখে আসে তাহলে কী করবো? এই চিন্তা আমার প্রবল হলো।

জনির কাছ থেকে আর একটি খারাপ খবর পেলুম। জনি বললো, ওর পাশপোর্ট দেখে ব্যাঙ্কের ম্যানেজার বিবিধ প্রশ্ন করেছেন।

জনির মুখ থেকে শুনলুম যদিও জনি ব্রেজিলিয়ান নাগরিকের পাশপোর্ট দেখিয়েছিলো তবু নিজেকে ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের কাছে লেবানীজ নাগরিকের পরিচয় দেওয়াতে ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করেছে। কারণ

সম্প্রতি লাক্সেমবুর্গের ব্যাঙ্ক এক লেবানীজ ব্যবসায়ীর কাছে অনেক টাকা খেসারত দিয়েছেন। ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের মন তুষ্ট এবং তার মনের সন্দেহ দূর করবার জন্যে জনি খোসামোদ করেছে। ম্যানেজারকে খুসী করতে আরো কিছু সময় নেবে।

প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা বাদে আমি পুষিক্যাটের কাছ থেকে টেলিফোন পেলুম।

সে ফোনে বললো, গৌতম, ডার্লিং তোমাকে একটি সুখবর দিচ্ছি।

: সুখবর? তুমি এক মিলিয়ন ডলার ব্যাঙ্ক থেকে তুলেছো? আমি কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলুম।

পুষিক্যাট আমার কথার কোনো জবাব দিলো না। আমার প্রশ্নকে এড়িয়ে গিয়ে বললো, ডার্লিং আমার কথা শুনলে তুমি খুসী হবে।

আমি আবার জোর গলায় বললুম, বাট মানি। শেরী ঐ এক মিলিয়ন ডলারের কথা আমি জানতে চাইছি।

পুষিক্যাট আবার আমার প্রশ্নকে এড়িয়ে গেলো। বললো, ডার্লিং হ্যাপি নিউজ। আমি আবার প্রেমে পড়েছি।

আমি পুষিক্যাটের কথা শুনে স্তম্ভিত হলুম। পুষিক্যাট বলছে কী? এই দুদিন আগে আমাকে বললো যে সে লেবাননের এক নাইট ক্লাবের বারম্যানের প্রেমে পড়েছে এবং তাকে বিয়ে করবে। আজ আবার সে আর কার সঙ্গে প্রেমে পড়লো!

আমি টেলিফোনে আর কথা বললুম না। ঠিক হলো শহরের এক কফির দোকানে ওর সঙ্গে দেখা করবো।

কফির দোকানে পুষিক্যাট আমার আগেই এসেছিলো।

পুষিক্যাট আমাকে দেখে বললো, গৌতম তুমি শুনলে নিশ্চয় খুসী হবে, আমি আবার প্রেমে পড়েছি। এবার বাসী প্রেম নয় রিয়েল লাভ। আর যার প্রেমে পড়েছি সে আমাকে কালই বিয়ে করতে চায়।

পুষিক্যাটের কণ্ঠস্বরে উত্তেজনা ছিলো। আমি পুষিক্যাটের কথা শুনে চীৎকার করে উঠলুম। মেয়েটি বলছে কী? কালই তার প্রেমিক তাকে বিয়ে করতে চায়। কী ব্যাপার? আমার এক মিলিয়ন ডলারের কী হবে? এখনও যে ঐ টাকা ব্যাঙ্ক থেকে তোলা হয়নি। ঐ টাকা আমার বিশেষ দরকার।

: বাট মানি, শেরী পুষিক্যাট। আমি এক মিলিয়ন ডলারের কথা ভাবছি। আর একদিনও ঐ টাকা ব্যাঙ্কে ফেলে রাখা উচিৎ হবে না। আমি নিজের মনের উত্তেজনাকে চেপে এই কথাগুলো বললুম।

পুষিক্যাট আমার কথা কানে তুললো না। কফি হাউসের সবার সামনে আমার গলা জড়িয়ে ধরে বললো, গৌতম, ডার্লিং তুমি জানো না, প্রেম মানে আই মীন রিয়েল প্রেম কতো মিষ্টি, ঐ প্রেমের কথা ভাবলেই আমার ঘুম পায়। জানো গৌতম, তুমি হলে জিনিয়াস। তোমার জন্যেই আমি এই প্রেমে পড়েছি।

পুষিক্যাটের কথা শুনে আমি বিস্মিত হয়েছিলুম বটে কিন্তু পুষিক্যাট যখন বললো আমি হলুম জিনিয়াস এবং আমার জন্যে প্রেমে পড়েছে তখন আমার বিস্ময়ের মাত্রা আরো বেড়ে গেলো।

: জিনিয়াস! না, না, শেরী আমি জিনিয়াসের কথা ভাবছিনে। আমি ভাবছিলুম ঐ এক মিলিয়ন ডলার কবে পাবো ?

আমার মুখে বার বার টাকার কথা শুনে পুষিক্যাট বেশ একটু রেগে গেলো।

: গৌতম, আমি টাকার কথা ভাবছিনে। আমি ভাবছি প্রেমের কথা। মানে রিয়েল লাভ।

: রিয়েল লাভ? আমি পুষিক্যাটের কথাগুলো পুনরুচ্চারণ করে বললুম। আমার মুখ দিয়ে যেন আর কোনো কথা বেরুল না।

: হ্যাঁ, জানো আমি কার প্রেমে পড়েছি? ঐ ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের সঙ্গে। কাল তোমার ঐ জুরিখ ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের সঙ্গে একরাত কাটিয়েছি।

: ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের সঙ্গে? আমি এবার শুধু বিস্মিত নয় একটু আতঙ্কিত হলুম। ব্যাঙ্ক ম্যানেজার যদি একটু সন্দেহ করেন যে আমরা ওর ব্যাঙ্ক থেকে এক মিলিয়ন ডলার ষড়যন্ত্র করে তুলে নিচ্ছি তাহলে আমাদের বিপদ হবে। সর্বনাশ! পুষিক্যাট করছে কী? এ যে খাল কেটে কুমীর ডেকে আনছে!

: বা রে গৌতম তুমি যে আমাকে বললে ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করো, তাহলে আমাদের ঐ টাকা পেতে সুবিধে হবে—পুষিক্যাট আবদারের সুরে ঐ কথাগুলো বললো। তাই তো আমি জুরিখ ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করলুম। আর ঐ আলাপ পরিচয় যে সাক্ষাৎ প্রেমে এসে দাঁড়াবে একথা কী আমি আগে জানতুম। যেই ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের কাছে গিয়ে বললুম, আমার নাম মাদাম সোনিয়া আর আমি হলুম 'বিধবা'— অমনি ব্যাঙ্ক ম্যানেজার আমার প্রতি বেশ আগ্রহ দেখাতে লাগলেন। শুধু কী সামান্য আগ্রহ দেখালেন? ব্যাঙ্ক ম্যানেজার আমার কাছে কী প্রস্তাব করেছেন জানো? মাদাম সোনিয়া, আসুন আমরা দুজনে একসঙ্গে বিজনেস করি। ঐ এক মিলিয়ন ডলার হবে পুঁজি—মানে ক্যাপিটাল।

আমি চীৎকার করে লাফিয়ে উঠলুম। বললুম, ইমপসিবল! অসম্ভব।

পুষিক্যাট আমার চীৎকার শুনে বেশ খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলো। তারপর গলার স্বর একটু নীচু করে বললো, ডার্লিং আমি তো বলিনি ঐ এক মিলিয়ন ডলার দিয়ে বিজনেস করবো। ডার্লিং তুমি চাও মানি। আর আমি কী চাই জানো? হানি। মধুর প্রেম! ওঃ প্রেম কী মিষ্টি? আর কথা কী জানো? আমি ঐ ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের সঙ্গে প্রেম করছি দেখে ঐ জুরিখ ব্যাঙ্কের এ্যাসিস্টাণ্ট ম্যানেজার হিংসায় জলে পুড়ে খাক হচ্ছেন। কাল যেই আমি ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছি, অমনি ঐ এ্যাসিস্টাণ্ট ম্যানেজার আমার কাছে এসে কানে কানে কী বললেন জানো? খুবই মৃদুস্বরে আমাকে ডাকলেন। বললেন, ডার্লিং। আমি এ্যাসিস্টাণ্ট ম্যানেজারকে সংশোধন করে বললুম, আমার নাম ডার্লিং নয়। আমার নাম পুষিক্যাট।

: পুষিক্যাট! এ্যাসিস্টাণ্ট ম্যানেজার যেন আমার নাম শুনে একেবারে বিশ্বাস করতে চান না। পুষিক্যাট কী কখনও কারুর নাম হয়! কিন্তু এ্যাসিস্টাণ্ট ম্যানেজার দমবার পাত্র নয়। তিনি আবার মৃদুস্বরে বললেন: মিস পুষিক্যাট ...

আবার আমাকে এ্যাসিস্টাণ্ট ব্যাঙ্ক ম্যানেজারকে সংশোধন করতে হলো। বললুম, মিসেস সোনিয়া। বাজারে সবাই আমাকে পুষিক্যাট বলে ডাকে। কিন্তু আমার আসল নাম হলো মিসেস সোনিয়া। আর্ট ডিলার।

: আর্ট ডিলার! ও. মাদাম আপনাকে দেখতে ঠিক মাদানোর মতো লাগছে। এ্যাসিস্টাণ্ট ম্যানেজার আমাকে বললেন।

: সত্যি কথা বলবো গৌতম এই মাদানো ভদ্রমহিলাটিকে আমি একেবারেই জানতুম না। তাই আমার মুখে বিস্ময়ের ছাপ ফুটে উঠলো। হয়তো এ্যাসিস্টাণ্ট ম্যানেজার আমার মনের কথা বুঝতে পারলেন। শুধু তাই নয় হয়তো তার মনে একটু সন্দেহ হলো যে আমি আদৌ আসলে মাদাম সোনিয়া নই। এই এক মিলিয়ন ডলার ব্যাঙ্ক থেকে তুলে নেবার জন্যে নাম ভাড়িয়েছি।

আমাকে আরো একটু বাজিয়ে দেখবার জন্যে এ্যাসিস্টাণ্ট ম্যানেজার বললেন, ঐ যে ম্যানেজার দেখছেন উনি কিন্তু বিবাহিত। দুটি ছেলেমেয়ে আছে। অবশ্যি আমি ব্যাচেলার নই। আমি হলুম ডির্ভোসী।

এবার অবশ্যি এ্যাসিস্টাণ্ট ম্যানেজারের মনের কথা বুঝতে আমার অসুবিধে হলো না। উনি আমার কাছ থেকে কী চান? প্রেম না দেহ?

পরে বুঝতে পারলুম যে ঐ ভদ্রলোকও এক মিলিয়ন ডলার নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছেন। তার ঐ টাকাটা বাগাবার উদ্দেশ্য আছে।

এতোক্ষণ একটানা পুষিক্যাট কথা বলছিলো। আমি কোনো মন্তব্য করবার সুযোগ পাইনি। পুষিক্যাট দম নেবার জন্যে একটু থামবার সঙ্গে সঙ্গে আমি প্রায় চীৎকার করে বললুম, মাই ডার্লিং ঐ এক মিলিয়ন ডলারের কথা ভাবছি।

পুষিক্যাট আমার কথায় কান দিলো না। শুধু বললো, ভাগ্যিস তুমি বলেছিলে আমি হলুম বিধবা। সেই জন্যেই তো সবাই আমার প্রতি দৃষ্টি দিচ্ছে।

: না, তুমি বিধবা বলেই সবাই তোমার প্রতি দৃষ্টি দিচ্ছে না। ঐ ব্যাঙ্ক ম্যানেজার এবং তার সহকারী তোমার এক মিলিয়ন ডলারের প্রতি নজর দিয়েছেন।

আমার কথা শুনে পুষিক্যাট একটু গম্ভীর হলো। তারপর বললো, তোমার কথায় যুক্তি আছে গৌতম। সবাই আমাকে জিজ্ঞেস করছে ঐ এক মিলিয়ন ডলার দিয়ে আমি কী করবো।

: শোনো পুষি, ঐ টাকাটা আর এক মুহূর্ত ব্যাঙ্কে ফেলে রাখা যুক্তিসঙ্গত হবে না। কারণ যে কোনো মুহূর্তে ব্যাঙ্কের কর্তারা জানতে পারবেন আমরা ব্যাঙ্কের সঙ্গে জোচ্চুরী করছি। কাল ঐ টাকা ব্যাঙ্ক থেকে তুলে নেবে। ব্যাঙ্কের ম্যানেজারকে বলবে যে তোমার এই টাকাটা ক্যাশ দরকার। কারণ কতোগুলো ছবি কিনতে হবে। অতএব কাল বিকেলে ঐ টাকা দিয়ে আমরা একটি ব্যাঙ্ক থেকে সোনা কিনবো।

আমি আমার কাজকর্মের আর একটু ব্যাখ্যা করে বললুম, জনিকে কাল ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলতে বলেছি। জনি ঐ টাকা দিয়ে ব্রাসেলসের ব্যাঙ্ক থেকে সোনা কিনবে। সমীরও ব্রাসেলসের ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলবে। তারপর ঐ টাকা দিয়ে এ্যান্টওয়ার্পের বাজার থেকে ডায়মণ্ড কেনা হবে। এবার হংকংয়ের বাজারে কিছুটা সোনা আর কিছুটা ডায়মণ্ড স্মাগল করবো।

পুষিক্যাট আমার কথাগুলো মন দিয়ে শুনলো।

এবার আমি পুষিক্যাটের জন্যে তার কাজকর্মের একটা নক্শা কেটে দিলুম।

কাল সকালে পুষিক্যাট জুরিখ ব্যাঙ্কে যাবে। তার চোখে থাকবে একটি রঙীন চশমা। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে নেবে। আর ম্যানেজার যদি তাকে ডিনার কিংবা লাঞ্চ খেতে বলে তাহলে সেই নিমন্ত্রণ যেন উপেক্ষা না করা হয়। কারণ কোনো কারণেই যেন ব্যাঙ্কের কর্তাদের মনে সন্দেহ না জাগে।

পুষিক্যাটের দ্বিতীয় কাজ হবে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে এনে আমাকে দেয়া। এখানে বলা দরকার যে সুইস সরকারের ইমিগ্রেশনের খাতায় আমার পরিচয়

হলো মিঃ রবিনসন। বিজনেসম্যান। ঘড়ির ব্যবসা করি। লিলি আমার স্ত্রী মিসেস রবিনসন।

জনি লাক্সেমবুর্গ থেকে সোনা কিনবে। তারপর সেই সোনা নিয়ে সোজা জুরিখে চলে আসবে। এই সোনা ব্যাঙ্কের সেফ ডিপোজিট ভল্টে জমা রাখা হবে। সাবধানের মার নেই।

সমীর ব্রাসেলসের ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে নেবে। তারপর ঐ টাকা দিয়ে এ্যাণ্টওয়ার্পের বাজার থেকে ডায়মণ্ড কিনবে। তারপর সেই ডায়মণ্ড নিয়ে সোজা জুরিখে চলে আসবে।

আমরা সবাই জুরিখে একত্র হবো। এই সোনা এবং ডায়মণ্ড হংকংয়ে নিয়ে যাবার জন্যে আমরা নতুন ক্যুরিয়ার ব্যবহার করবো। তিনজন ক্যুরিয়ার এই সোনা এবং ডায়মণ্ড নিয়ে হংকংয়ে যাবে। ক্যুরিয়াররা হংকংয়ে চলে যাবার পর আমরা সবাই ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় চলে যাবো। পুষিক্যাট এবং জনি বেইরুটে চলে যাবে। পুষিক্যাট বেইরুটের নাইট ক্লাবে কাজ করবে। জনি ঠিক করেছে নার্কোটিকস ড্রাগস আপয়াম স্মাগলারের কাজ করবে। জনির বক্তব্য হলো সোনা স্মাগলিংয়ের কাজকর্মের চাইতে হেরোন স্মাগলিংয়ের কাজে বেশী লাভ থাকে।

জনি আমাকে বললো আমরা যদি ব্যাংককের পুলিশের কর্তা কাই সদানন্দের সঙ্গে যোগসাজসে ড্রাগ স্মাগলিংয়ের কাজ করি তাহলে সে আমাদের বেরুইটের এজেন্ট হিসেবে কাজ করবে।

সমীর কায়রোতে ফিরে যাবে। সমীর ঠিক করেছে যে কায়রোতে একটি বিউটি সেলুন খুলবে।

সমীর আমাকে বললো, বুঝলেন মিষ্টার গৌতম, এ যুগটা হলো আরব শেখদের যুগ। ওরা সোনা কিংবা ডায়মণ্ড চায় না। ওদের একমাত্র কাম্য জিনিষ হলো গার্লস্—অর্থাৎ মেয়েমানুষ। ঐ বিউটি সেলুন খুললে আমি বিস্তর মেয়েদের হাতের মুঠোয় পাবো। আমার কাজ হবে শেখদের জন্যে মেয়েমানুষ যোগাড় করা। অর্থাৎ পিম্পস। না এই পিম্পসের কাজ করতে সমীরের একটুও আপত্তি নেই।

লিলি লণ্ডনে যাবে।

আমি হংকংয়ে যাবো। হংকং থেকে টোকিও। তারপর আমার আসল পরিচয় অর্থাৎ গৌতম জাভেরীর নাম এবং পাসপোর্ট ব্যবহার করে আমি লণ্ডনে ফিরে আসবো। লিটলজন ঠিক করেছে হংকংয়ে থাকবে। বব ব্যাংককে গিয়ে ব্যবসা করবে। ব্যাংককের পুলিশের কর্তা কাই সদানন্দ তাকে

একটি লোভনীয় ব্যবসার প্রস্তাব দিয়েছেন। এই ব্যবসাটি হলো ভিয়েৎনামে আমেরিকান সৈন্যদের কাছে হেরোন বিক্রী করা। আজকাল সায়গনে আমেরিকান সৈন্যরা প্রচুর হেরোন কিনেছেন। এই ব্যবসায় প্রচুর পয়সা আছে। ফাই সদানন্দ মাল সাপ্লাই করবে এবং বব এই মাল আমেরিকান সৈন্যদের কাছে বিক্রী করবে।

ডানিয়েল দু-তিনবার মোটা টাকার অঙ্ক সিওল থেকে টেলেক্স করবার পর হংকংয়ে চলে আসবে। তারপর সেখান থেকে চিয়াং কাই শেখের দেশে তাইওয়ানে গিয়ে নাইট ক্লাব খুলবে।

আমি সবাইকে তাদের প্রাপ্য কমিশন দেবার প্রতিশ্রুতি দিলুম।

হিসেব করে দেখলুম যে এই ব্যবসার লেনদেন ঠিকমতো মেটাতে পারলে আমার মোট লাভ থাকবে প্রায় দশ মিলিয়ন ডলার।

দশ মিলিয়ন ডলার!

এ যে বিরাট অঙ্কের টাকা।

এতোগুলো টাকার কথা যেন আমি ভাবতেই পারলুম না।

সমস্ত প্ল্যান এবং কাজকর্মের নকশা ঠিকমতো করা হলো বটে কিন্তু আমাদের এই প্ল্যানের ভেতর একটি মস্তবড় 'কিন্তু' রয়ে গেলো।

আর এই 'কিন্তু' হলো যদি জুরিখ থেকে সোনা স্মাগল করতে গিয়ে ক্যুরিয়াররা ধরা পড়ে তাহলে কী হবে?

পুরনো ক্যুরিয়ারদের আমরা কাজ থেকে বিদায় দিয়েছিলুম। কারণ তারা বহুবার লণ্ডন ব্রাসেলস বেইরুটে এবং হংকংয়ের রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করেছিলো এবং কাস্টমস ও ইন্টারপোলের কর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলো। এবার সোনা এবং ডায়মণ্ড স্মাগল করবার জন্যে আমরা যাদের ব্যবহার করছি তারা সবাই নতুন। অর্থাৎ স্মাগলিংয়ের কাজকর্মে ঝুনো নারকেল হয়নি। অথচ, তাদের বড়ো কাজের দায়িত্ব দিচ্ছি।

ক্যুরিয়ারদের নতুন করে স্মাগলিংয়ের কাজে ট্রেনিং দেয়া হলো। ক্যুরিয়ারদের আশ্বাস দিলুম, যদি তোমরা এই সোনা স্মাগল করতে গিয়ে ধরা পড়ো আর তোমাদের দুই কিংবা তিন বছরের জেল হয় তাহলে তোমাদের কেস করবার জন্যে যে টাকার দরকার হবে সেই খরচ আমরা দেবো। আর যে ক'টা বছর জেলখানায় কাটাবে সেই কয়েক বছর প্রতিমাসে তোমাদের জন্যে একটি মোটা টাকা ব্যাঙ্কে জমা রাখবো। এছাড়া এই কাজ করবার জন্যে তোমাদের মোটা টাকা কমিশন দেবো। কিন্তু আমাদের একটি সর্ত তোমাদের মানতে

হবে। আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবে না। আমরা কে, কী কাজ করছি এবং আমাদের ঠিকানা কাউকে বলতে পারবে না। আমরা সমস্ত পরিচয় গোপন করতে চাই। জনিকে বললুম, জনি এবার আমরা শুধু সোনা ডায়মণ্ড স্মাগল করছিনে, আমরা বড়ো বড়ো ব্যাঙ্কের তহবিল থেকে টাকা লুটে নিচ্ছি। অতএব আমাদের আরো সতর্ক হয়ে কাজ করতে হবে। আমাদের কাজে সামান্য ভুল-ত্রুটি থাকলে ধরা পড়বার বিশেষ সম্ভাবনা আছে। কারণ এবার আমাদের খুঁজে বের করবার জন্যে শুধু কাস্টমস এবং ইন্টারপোলের কর্তারা সচেষ্ট হবেন না, সব ব্যাঙ্কই আমাদের খুঁজে বের করবার জন্যে প্রাইভেট ডিটেকটিভ নিয়োগ করবে। কারণ আমরা যে ব্যাঙ্ককে ধাপ্পা দিয়ে টাকা লুটে নিয়েছি এই কথা কোনোপ্রকারে ব্যাঙ্কের কর্তারা বাজারে জানাজানি হতে দেবেন না।

: আর একটি কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। কন্টিনেন্টাল ব্যাঙ্কের কর্তারা বিশেষ উদ্বিগ্ন হবেন। কারণ এই কোড সাইফার ভেঙ্গে ব্যাঙ্ক থেকে প্রচুর টাকা লুট করা যাবে। শুধু তাই নয় আমরা কন্টিনেন্টাল ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য বড়ো ইন্টারন্যাশনাল ব্যাঙ্কের আভ্যন্তরীণ কাজকর্মের পুরো খবর পাবো। কোনো ব্যাঙ্ক তার কোড সাইফার বাজারে কাউকে জানতে দিতে পারে না। একবার যদি আমরা ওদের কোড সাইফার এবং কাজকর্মের আভাষ পেয়ে যাই তাহলে ওদের কিছুদিনের জন্যে ব্যাঙ্কের কাজকর্ম বন্ধ রাখতে হবে। অতএব আমাদের ধর-পাকড় করবার জন্যে ওরা নিশ্চয় প্রাইভেট ডিটেকটিভ নিযুক্ত করবেন। তাই আমরা ব্যাঙ্ক থেকে টাকা সংগ্রহ করে সোনা এবং ডায়মণ্ড কিনবো এবং এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে এই ডায়মণ্ড এবং সোনা হংকংয়ে স্মাগল করবো।

জনি আমার কথার কোনো জবাব দিলো না। কারণ টেলিফোনে এতো কথা বলা যায় না এবং বলা সম্ভবও নয়। পুলিশ আমাদের কথা টেপ রেকর্ড করতে পারে। কিন্তু আমার মন বলতে লাগলো জনি আমাকে সন্দেহ করেছে।

গৌতম জাভেরীকে বিশ্বাস নেই। নইলে আমি আমার প্রিয়তম বন্ধু প্রকাশানন্দের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলুম কী করে ?

আমার কথা-বার্তায় আলাপ-আলোচনায় লিলি এতদিন কোনো মন্তব্য করেনি কিংবা আমাকে পরামর্শ দেয়নি।

লিলি এবার তার মুখ খুললো।

লিলি বললো, গৌতম তুমি আগুন নিয়ে খেলা করছো। বড়ো বড়ো ব্যাঙ্কের তহবিল ভেঙ্গে টাকা লুটে নেয়া মানে হলো দুনিয়া জুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি

করা। সব দেশের পুলিশ আমাদের খোঁজ খবর করবে। আমাদের এই কাজে যদি সামান্য ভুল-ত্রুটি থাকে তাহলে আমাদের জেলখানায় ঘানি টানতে হবে।

আমি লিলির কথা শুনে মৃদু হাসলুম। ভাবতে লাগলুম কী জবাব দেবো ?

আমি হংকংয়ে চলে যাবার পর লিলির হাব-ভাব ব্যবহারে অনেক পরিবর্তন দেখতে পেয়েছিলুম।

সম্প্রতি লিলি হাসিস এবং মরফিন খেতে শুরু করেছিলো। আর এই দুটি মাদক দ্রব্যের নেশা যে কতো তীব্র হয় তা আমি জানতুম। আর আমার অবর্তমানে লিলি প্রকাশের আশ্রমে যাতায়াত শুরু করেছিলো। আমি লিলির কাছে হংকং থেকে যে সব চিঠি লিখেছিলুম তার আভাষ এবং চিঠির বিষয়বস্তু প্রকাশ জানলো কী করে ? নিশ্চয় লিলি প্রকাশকে চিঠিগুলো দেখিয়েছে।

আসল কথা আমি লিলিকে গভীর সন্দেহ করতে শুরু করেছিলুম।

লিলিকে কী আর বিশ্বাস করা যায় ?

এই স্মাগলিংয়ের কাজ শুরু করবার পর আমি কাউকে বিশ্বাস করতুম না। আমার প্রিয়তমা বান্ধবী লিলিকে অবিশ্বাস করতে শুরু করেছিলুম।

লিলির কাছে খানিকটা কথা গোপন করলুম !

: ডালিং আমরা এতো গোপনে দ্রুত এই ব্যাঙ্ক লুট করছি যে ব্যাঙ্কের কর্তা এবং পুলিশ এই তহবিল তছরূপের কথা জানবার আগেই আমরা গা ঢাকা দেবো। না, এই কাজে আমাদের কাছে প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান।

: ধরো—জনি, সমীর এবং পুষিক্যাট যদি এই টাকা নিয়ে ভেগে পড়ে ?

: গৌতম, গোল্ড স্মাগলিং এবং ব্যাঙ্ক থেকে ক্যাশ টাকা লুটে নেয়া এক কথা নয়। সোনা বাজারে বিক্রী করা সহজ নয়। কিন্তু হাতে এক মিলিয়ন বা দুই মিলিয়ন ক্যাশ টাকা নিয়ে ভেগে পড়া অতি সহজ কাজ নয়। কিন্তু হাতে এক বা দুই মিলিয়ন ডলার পাবার লোভে জুরিখ ব্যাঙ্কের ম্যানেজার পুষিক্যাটের সঙ্গে প্রেম জমাবার চেষ্টা করছেন।

লিলির এই কথায় যুক্তি ছিলো। কিন্তু আমি লিলির যুক্তিকে খণ্ডন করবার চেষ্টা করলুম। বললুম, না আমাদের এই ব্যাঙ্কের তহবিল ভাঙবার হিসেব নিকেষে কোনো ভুল-ত্রুটি নেই। প্রতিটি কাজ করবার জন্যে আমি বিশেষ আয়োজন করেছি। কাল সকালে পুষিক্যাট, সমীর এবং জনি ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলবে। পরশু আমি ওদের কাছ থেকে সোনা এবং ডায়মণ্ড পাবো। হংকং যাবার জন্যে আমাদের ক্যুরিয়াররা তৈরি হয়ে আছে। দুদিনের মধ্যে আমরা এই সোনা এবং ডায়মণ্ড হংকং বাজারে বিক্রী করবো।

লিলি আমার এই জবাব শুনে হাসলো। তারপর মারিউনার সিগারেটে

এক লম্বা টান দিলো। আমার মনে হলো লিলি আমার কথাগুলো একেবারেই বিশ্বাস করেনি। তার মুখের ভাবভঙ্গী দেখে মনে হলো যে আমার এই ব্যাঙ্ক লুট করবার প্ল্যান কার্যকরী হবে না।

: ধরো—সমীর, পুষিক্যাট এবং জনি তোমার সঙ্গে যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে ?

আমি মৃদু হাসলুম। তারপর জবাব দিলুম, তাহলে ইন্টারপোলের কর্তাদের কাছে খবর পাঠাতে হবে যে ব্যাঙ্ক লুট করেছে জনি, সমীর এবং পুষিক্যাট। আর পুষিক্যাটকে ব্যাঙ্ক লুট করতে সাহায্য করেছে জুরিখ ব্যাঙ্কের ম্যানেজার। বহুদিন থেকে তিনি ব্যাঙ্কের তহবিল তছরূপ করবার উদ্দেশ্যে ছিলেন।

: কিন্তু এই টাকা হংকং সিওল থেকে টেলেক্স করে পাঠানো হয়েছে। না গৌতম, তোমার এই কাজটি অতি বিপজ্জনক। আর তোমার তো শত্রুর অভাব নেই। প্রকাশ ও মার্গারেট এ সুবিধে পেলেই তোমার গলা কাটবে।

লিলির কথা শুনে আমি একটুও খুশি হলুম না। স্বীকার করি আমাদের এই কাজে বাধা বিপত্তি ছিলো কিন্তু আমি অতো সহজে মুষড়ে পড়বার পাত্র নই। লিলিকে আশ্বাস দিয়ে বললুম, গৌতম জাভেরী যে কাজে হাত দেয় সেই কাজ কখনও ব্যর্থ হয় না।

পরের দিন ভোরবেলা থেকে আমি সময় গুণতে লাগলুম।

জুরিখ, লাক্সেমবুর্গ এবং ব্রাসেলসে ভোর ন'টার সময় ব্যাঙ্কের দরজা খোলা হবে। সাড়ে ন'টার সময় জনি, সমীর এবং পুষিক্যাট ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে নেবে। আমি এগারোটার সময় জুরিখ বিমানবন্দরে পুষিক্যাটের সঙ্গে দেখা করবো। পুষিক্যাট ক্যাশ টাকার সুটকেস আমাকে দেবে। সেই টাকা দিয়ে আমি অন্য ব্যাঙ্ক থেকে সোনা কিনবো তারপর আবার সেই সোনা বাজারে বিক্রী করবো এবং আবার ব্যাঙ্ক থেকে সোনা কিনবো। এই সমস্ত কাজ একদিনেই করতে হবে।

জনি এবং সমীর ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে সেই টাকা দিয়ে সোনা এবং ডায়মণ্ড কিনবে। পরের দিন সে সেই সোনা এবং ডায়মণ্ড নিয়ে জুরিখে আসবে। জুরিখ থেকে আমাদের ক্যুরিয়ার সোনা এবং ডায়মণ্ড হংকংয়ে স্মাগল করে নিয়ে যাবে।

জুরিখের বড়ো বড়ো হোটেলে ক্যুরিয়াররা আমার কাছ থেকে ডায়মণ্ড এবং সোনার প্যাকেট সংগ্রহ করবার জন্যে প্রতীক্ষা করছিলো। তাদের এই হোটেলে থাকবার খরচপত্র আমি দিচ্ছিলুম।

ঘড়ির কাঁটা বেশ দ্রুত বেগে এগিয়ে যাচ্ছিলো। ভোর ন'টা বাজলো।

আমার বুক কাঁপতে লাগল।

ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলেছে। এগারোটা····· এগারোটা পাঁচ······আরো দশ সেকেণ্ড······এগারোটা পনেরো······পুষিক্যাট কোথায় ?······আমার মনের দুশ্চিন্তা যেন আরো প্রবল হলো।

সাড়ে এগারোটা······

পুষিক্যাটের দেখা নেই।

আমি কী করবো ভাবছি, এমনি সময় দেখতে পেলুম পুষিক্যাট দৌড়ে ছুটে আসছে।

পুষিকাট বেশ উত্তেজিত।

কী ব্যাপার ? পুষিক্যাটের হাতে টাকার স্যুটকেস নেই কেন ? ক্যাশ টাকা কোথায় ? তাহলে কী ব্যাঙ্কের কর্তারা পুষিক্যাটকে টাকা দেননি। অনেক প্রশ্ন এসে আমার মনে জড়ো হলো।

আমি কোনো প্রশ্ন করবার আগেই পুষিক্যাট অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে বললো, ডার্লিং গৌতম, ব্যাঙ্কের ম্যানেজার আমাকে কী বললেন জানো ? আজ রাতটা উনি আমার সঙ্গে কাটাতে চান। বললেন, মাদাম সোনিয়া, এতোগুলো টাকা নিয়ে আপনি একা রাত কাটাবেন ? হয়তো চোর এসে টাকা চুরি করে নিয়ে যাবে। তাই আমি এসে আপনার সঙ্গে রাত কাটাবো।

আমি পুষিক্যাটের কথায় কান দিলুম না। শুধু উত্তেজিত গলায় বললুম, টাকা কোথায় ? এক মিলিয়ন ডলার ?

: টাকা ব্যাঙ্কের লকারে।

: ব্যাঙ্কের লকারে ? পুষিক্যাটের এই জবাব শুনে আমার বিস্ময় এবং উত্তেজনা আরো তীব্র হলো।

: হ্যাঁ, ব্যাঙ্কর ম্যামেজার আমাকে বললেন, অতগুলো টাকা নিয়ে আপনি কোথায় যাবেন ? না, আপনি বিধবা—একা রাস্তায় টাকা-পয়সা নিয়ে চলাফেরা করবেন না। টাকাগুলো আমার ব্যাঙ্কের লকারে জমা রেখে যান। যখন খুসী এই টাকা লকার থেকে তুলে নিতে পারবেন। জানো গৌতম, ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের প্রস্তাবে আমি আপত্তি করেছিলুম। কিন্তু উনি আমার কথায় কান দিলেন না। জোর করেই ব্যাঙ্কের লকারে টাকাগুলো রেখে দিলেন। এই ভাখো না ব্যাঙ্কের লকারের রসিদ।

আমি পুষিক্যাটের কথা শুনে স্তম্ভিত ও হতবাক হলুম। কী করবো ভেবে পেলুম না।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে পুষিক্যাট আমার গলা জড়িয়ে ধরে বললো,

গৌতম ভয় পেও না। কাল আমি লকার থেকে টাকা তুলে আনবো। শুধু একটা রাত এই টাকা ব্যাঙ্কের লকারে থাকবে।

আমি খুবই মৃদুকণ্ঠে জবাব দিলুম, আমার একটু ভয় করছে।

: ভয় করবার কিছুই নেই। দেখবে কাল ঠিক মতো টাকাগুলো পেয়ে যাবো।

: কিন্তু শুধু টাকা পেলে হবে না। এই টাকা দিয়ে সোনা কিনতে হবে। তারপর আবার বাজারে সোনা বিক্রী করতে হবে। তারপর ঐ টাকা দিয়ে আবার সোনা কিনতে হবে। দুই-তিনবার এই সোনা বেচাকেনা করতে সময় নেবে পুষিক্যাট। অথচ আমাদের হাতে যে একটুও সময় নেই।

: ও: ডার্লিং তুমি ভয় পাচ্ছো। ভয় কোরো না। কাল ঠিক এই সময়ে আমি টাকা নিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করবো। শুধু একটা রাত তোমাকে ধৈর্য ধরে কাটাতে হবে। আর ঐ ম্যানেজারের জন্যে তোমাকে অনর্থক চিন্তা-ভাবনা করতে হবে না। তিনি এখন আমার হাতের মুঠোয়। ওর টাকার প্রতি লোভ নেই। তিনি শুধু আমাকে চান।

পুষিক্যাটের সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই। কারণ এখন ঐ টাকা পুষিক্যাটের নামে ব্যাঙ্কের লকারে জমা আছে। তাই ঐ টাকা হাতে পাবার জন্যে আমাকে প্রতীক্ষা করতেই হবে।

পুষিক্যাট চলে গেল। যাবার সময় বলে গেল কাল এগারোটার সময় আবার আমার সঙ্গে জুরিখের বিমানবন্দরে দেখা করবে। না, সে তাড়াহুড়ো করে ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের মনে কোনো সন্দেহ সৃষ্টি করতে চায় না।

আমি হোটেলে ফিরে এসে জান এবং সমীরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলুম।

জনি ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে নিয়েছে। তবে লিটলজন তার নামে আরো এক মিলিয়ন ডলার টেলেক্স করে পাঠিয়েছে। মোট তিন মিলিয়ন ডলার। সব টাকা নিয়ে সে কাল সোনা কিনবে এবং সোনা কিনে ব্রাসেলসে সমীরের সঙ্গে দেখা করবে। তারপর পরশুদিন ওরা দুজনে সোনা এবং ডায়মণ্ড নিয়ে আসবে।

: এতোগুলো টাকা কোথায় রাখবে? দুই মিলিয়ন ডলার ক্যাশ টাকা। এ যে অনেকগুলো টাকা। আমি আমার মনের আশংকার কথা জনিকে বললুম।

জনি আমাকে আশ্বাস দিয়ে বললো, ও: গৌতম, তুমি বড্ডো ভয় পাচ্ছো। আমার হোটেলের লকারে এই স্যুটকেস জমা রাখবো।

: যদি টাকা চুরি যায় ? আমি আমার মনের আতংক প্রকাশ করলুম।

: না, ব্যাঙ্কের ম্যানেজার আমার সঙ্গে প্রতারণা করবার কোনো চেষ্টাই করবেন না। কারণ ওর মেয়ে আমার হাতের মুঠোয়। জানো গৌতম, ঐ ম্যানেজারের মেয়ে আমার 'লভে' পড়েছে। ওদের আমি বলেছি যে আমি হলুম আবুদাবীর শেখ বেণ জইদ।

: শেখ বেণ জইদ! বিস্ময়ে উত্তেজনায় আমি বেশ জোর গলায় এই কথাগুলো বললুম।

: দ্যাটস রাইট গৌতম। আমার চাল-চলন, কথা-বার্তা, টাকা-পয়সা খরচ করতে দেখে ওদের মনে সন্দেহ হয়েছে যে আমি হলুম আরব দেশের কোটীপতি শেখ। আমি ওদের মনেব সন্দেহ দূর করিনি। তাই ব্যাঙ্কেব ম্যানেজারেব মেয়ে আমার সঙ্গে প্রেম করতে চায়। শুধু আমাকে জিজ্ঞেস করেছে যে আমার হারেমে কয়টি বউ আছে। আমি বলেছি যে আমি হলুম একটু যুবোপীয়ান, হারেম এবং বহু বিবাহে বিশ্বাস করিনে। অবশ্যি বহু বান্ধবী রাখতে আমাব দ্বিধা কিংবা আপত্তি নেই। আচ্ছা, কাল আমাকে আবার টেলিফোন কোবো। বলবো সোনা কেনা হয়েছে কিনা। একটু বাদে ঐ হোটেলের ম্যানেজারের মেয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে। তাই এখন টেলিফোন ছেড়ে দিচ্ছি।

জনি টেলিফোন ছেড়ে দিলো। আমার মনে হলো জনিব কণ্ঠস্বরে যেন একটু ভিন্ন সুর শুনতে পেলুম। তাহলে কী জনি আমাব সঙ্গে প্রতাবণা করবার চেষ্টা কবছে ? কেন জানিনে আমি জনিকে অবিশ্বাস করতে লাগলুম। আবার কাল ?

আমাকে আরো চব্বিশ ঘণ্টা জনিব কাছ থেকে টাকা পাবার জন্যে দেরী করতে হবে।

কিন্তু সমীরের কাছ থেকে আমি বেশ চিন্তা ও ভয়ের খবর পেলুম।

: সমীর টাকা তুলেছো ? আমি সমীরকে টেলিফোনে জিজ্ঞেস করলুম।

: না, সমীব খুব ছোট জবাব দিলো। আমার মনে হলো সমীবের এই ছোট জবাবে বেশ আতংকের সুর ছিলো।

: না! না কেন ? কী হলো। হংকং থেকে বব তোমার নামে টাকা পাঠায়নি ? আমি অনেকগুলো প্রশ্ন একসঙ্গে করলুম।

: বব টাকা পাঠিয়েছে। তিন মিলিয়ন ডলার। কিন্তু এ ব্যাঙ্কের কর্তারা আমাকে টাকা দেননি।

: ব্যাঙ্কের কর্তারা তোমাকে টাকা দেননি। কী কারণ? আমি যেন সমীরের এই জবাবের কোনো অর্থ খুঁজে পেলুম না।

: জানো গৌতম, ব্যাঙ্কের ম্যানেজার এই টেলেক্সের খবর যাচাই করবার জন্তে ন্যুইয়র্কের হেড অফিসে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন।

: সর্বনাশ, উনি কী অবিশ্বাস করেন যে এই টেলেক্স জাল! অর্থাৎ হংকং থেকে যে টেলেক্স এসেছে সেই টেলেক্স ভূয়ো।

: না, তবে উনি জানতে চান যে তার ব্যাঙ্কের হেড অফিসে কণ্টিনেণ্টাল ব্যাঙ্কের কোনো এ্যাকাউণ্ট আছে কিনা।

আমি সমীরকে আশ্বাস দিলুম। বললুম, ভয় পাবার কিছু নেই। ম্যানেজারের সঙ্গে খাতির করো। যাক্ কবে নাগাদ টাকা পাওয়া যাবে?

এবার সমীর আর একটি খারাপ খবর দিলো। বললো, কাল ম্যানেজারের সঙ্গে আমার বেশ বচসা হয়ে গেছে। উনি যেন আমার সঙ্গে কড়া মেজাজে কথা বলতে শুরু করলেন, আমিও তেমনি তিরিক্ষে মেজাজে জবাব দিতে লাগলুম।

এই খবর শুনে আমার দুশ্চিন্তা বাড়লো। সর্বনাশ সমীর করেছে কী? ম্যানেজারের সঙ্গে ঝগড়া করেছে? অসম্ভব! এতে আমাদের বিপদ বাড়বে?

: ঝগড়া হয়েছে? তুমি বলছো কী সমীর? আমি যেন সমীরের কথাগুলো বিশ্বাস করতে পারলুম না।

: হ্যাঁ, উনি বিশ্বাস করতে চাইছিলেন না যে অতোগুলো টাকার মালিক হলুম আমি। প্রথমে আমার পরিচয়পত্র দেখতে চাইলেন।

আমি পরিচয়পত্র দেখালুম। শুধু পরিচয়পত্র নয়, বললুম তার ব্যাঙ্কে আমার নামে বেশ মোটা টাকার এ্যাকাউণ্ট আছে।

ওর মেজাজ একটু শান্ত হলো কিন্তু যেই উনি জানতে পারলেন যে আমি আরব এবং মিশর দেশের বাসিন্দা অমনি ওর মেজাজ যেন আবার সপ্তমে চড়ে গেলো। আসলে ভদ্রলোক হলেন ইহুদী। তাই আমাকে বিশ্বাস করতে পারছেন না।

এবার যেন সমস্ত ঘটনা আমার কাছে কাঁচের মতো পরিষ্কার হলো। বুঝতে পারলুম যে এই ঝগড়ার মূল কারণ হংকংয়ের প্রেরিত টেলেক্সই নয়। আসলে ম্যানেজার সমীরকে মিশর দেশের বাসিন্দা বলে পছন্দ করছেন না।

আমি সমীরকে অভয় দিলুম, চিন্তা করবার কোনো কারণ নেই। তুমি আবার গিয়ে ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করো।

সমীর বেশ একটু ভীত কণ্ঠে জবাব দিলো, ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে আমার ভয় করছে।

আমি আবার সমীরকে সাহস দেবার চেষ্টা করলুম। বললুম, সমীর তিন

মিলিয়ন ডলার অল্প টাকা নয়। কাল সকাল দশটার মধ্যে আমাদের ব্যাঙ্ক থেকে এই টাকা তুলে নিতে হবে। কারণ প্রতিদিন বাজারে ডায়মণ্ডের দাম বাড়ছে। কাল যদি আমরা ডায়মণ্ড না কিনতে পারি তাহলে আমাদের মোটা টাকা লোকসান দিতে হবে।

সমীর তবু আশংকা প্রকাশ করলো। বললো, আমার মনে হয় ম্যানেজার ঐ হংকংয়ের প্রেরিত টেলেক্সে বিশ্বাস করেননি। তাই ন্যুইয়র্কে এই খবর যাচাই করবার জন্যে টেলিগ্রাম করেছেন।

আমি এবার একটু রেগে জবাব দিলুম, বোকার মতো কথা বোলো না। টেলেক্স বিশ্বাস না করলে উনি হংকংয়ের ব্যাঙ্কের কাছে টেলিগ্রাম কিংবা টেলিফোন করবেন। ন্যুইয়র্ক ব্যাঙ্কের সঙ্গে টেলেক্সের কোনো সম্পর্ক নেই। যদি সত্যিই এই টেলেক্স তার মনে কোনো সন্দেহ সৃষ্টি করে থাকে তাহলে টেলিগ্রাম নয়, সোজা টেলিফোন করে হংকংয়ের ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলতেন। যাক্, এবার একটা প্রশ্নের জবাব দাও। ব্যাঙ্কের ম্যানেজার তোমাকে কোনো প্রশ্ন কিংবা জেরা করেছেন ?

: না, উনি শুধু আমাকে বলেছিলেন যে, কাল এসে যেন ওর সঙ্গে দেখা করি। ওর এই কথা আমার একেবারেই পছন্দ হয়নি। তাই আমি একটু রেগে জবাব দিয়েছিলুম। আমার চড়া মেজাজ শুনে উনি রেগে গেলেন। বললেন, এতগুলো টাকা ওরা ন্যুইয়র্ক ব্যাঙ্কের সঙ্গে পরামর্শ না করে আমাকে দেবেন না।

: নেভার মাইণ্ড, আবার গিয়ে ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করো। দুঃখ প্রকাশ করো।

সমীরকে নির্দেশ দিয়ে আমি লিলিকে বললুম, কোনো ব্যাঙ্কের ম্যানেজারই সহজে এ্যাকাউণ্ট থেকে টাকা দিতে চাইছেন না।

তারপর পুষিক্যাট এবং সমীরের সঙ্গে আমার যে কথা-বার্তা হয়েছিলো তার একটা সারাংশ লিলিকে দিলুম।

ইতিমধ্যে হংকং থেকে লিটলজন টেলিফোন করলো। বললো, ডানিয়েল খবর পাঠিয়েছে। মোট তিন মিলিয়ন ডলার সিওল থেকে পাঠিয়েছে। এর বেশী টাকা পাঠানো সম্ভব নয়। আর ডানিয়েল বেশীদিন সিওলে থাকতে চাইছে না। ধরা পড়বার সম্ভাবনা আছে। দু-একদিনের মধ্যে হংকংয়ে চলে আসবে।

ডানিয়েলের এই বক্তব্যর কী অর্থ আমি জানতুম। অর্থাৎ প্রাপ্য কমিশন দাও। এদিকে আজ অবধি আমি ব্রাসেলস, ল্যাক্সেমবুর্গ এবং জুরিখ থেকে

একটি পয়সাও পাইনি। আমার চিন্তা বাড়বার কারণ ছিলো বৈকী?

পরের দিন আবার জুরিখ বিমানবন্দরে গিয়ে পুষিক্যাটের জন্যে প্রতীক্ষা করতে লাগলুম।

এগারোটা বেজে গেলো। পুষিক্যাটের দেখা নেই। আমার চিন্তা বাড়লো। তাহলে কী পুষিক্যাট ব্যাঙ্কের লকার থেকে টাকা উদ্ধার করতে পারেনি। কিংবা পুষিক্যাট কী ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের খপ্পরে পড়েছে? এমনি ধরনের বহু দুশ্চিন্তা আমার মনে এসে জড়ো হলো। কী করবো?

প্রায় সাড়ে এগারোটার সময় পুষিক্যাট দৌড়তে দৌড়তে এলো। আমি দেখতে পেলুম পুষিক্যাট বেশ উত্তেজিত।

: কী ব্যাপার পুষি? সাকসেস? আমি পুষিক্যাটের গালে একটি চুমু খেয়ে জিজ্ঞেস করলুম।

: সাকসেস! ইয়েস এবং নো। পুষিক্যাট হাঁপাতে হাঁপাতে বললো।

: সাকসেস এবং 'নো'! এ কথার মানে কী? আমি পুষিক্যাটের মুখের পানে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলুম, ডার্লিং তোমার এই হেয়ালী কথার মানে কী?

: শোনো গৌতম, এই ব্যাঙ্কের ম্যানেজার কম শয়তান নয়। আমি প্রথমে ভেবেছিলুম যে লোকটি আমার সঙ্গে প্রেম করবার চেষ্টা করছে। আমার দেহকে উপভোগ করবার জন্যে আমাকে শয্যাসঙ্গিনী করতে চাইছে। কিন্তু কাল বিছানায় শুয়ে লোকটি আমাকে কী বললো জানো? ডার্লিং তোমার এই এক মিলিয়ন ডলার দিয়ে আমরা দুজনে ব্যবসা শুরু করবো। আজকাল ইংল্যাণ্ডে ডগ রেস হচ্ছে। ভালো টিপস জানা থাকলে একেবারে শিওর সাকসেস্। আমি এবার ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের আসল উদ্দেশ্য বুঝতে পারলুম। আমার সঙ্গে ঐ প্রেম করবার মানে হলো এই এক মিলিয়ন ডলার আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া। কিন্তু নিজের মনের কথা ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের কাছে ব্যক্ত করলুম না। বললুম, ইয়েস ডার্লিং গুড আইডিয়া। কিন্তু তোমার স্ত্রী যদি জানতে পারেন যে তুমি একটি ছুকরী মেয়ের সঙ্গে ভেগে পড়েছ তাহলে তোমার গিন্নী পুলিশকে খবর দেবেন। না ডার্লিং, আমি পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইনে। তারপর আমি কী করলুম জানো গৌতম?

: কী? আমি উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করলুম।

: রিয়েল সেক্স। আমি পুরুষের মনের দুর্বলতা জানি। আর বিশেষ করে যখন কোনো পুরুষ আমার কাছে এসে ঘুরঘুর করতে থাকে তখন সে আমার কাছ থেকে কী চায় আমার অজানা নেই। মুহূর্তের উন্মাদনা। আমি ব্যাঙ্কের

ম্যানেজারের ঠোঁট কামড়ে ধরলুম। ব্যাঙ্ক ম্যানেজার আমার কাজ দেখে বিস্মিত ও হতবাক হলো। মুখ খুলতে পারলো না। কথা বলবে কী করে? আমি যে ওকে কথা বলবার সুযোগ দিইনি। তারপর খানিক্ষণ প্রেম করবার পর আমি ব্যাঙ্কের ম্যানেজারকে বললুম, আমার ঐ টাকা কাল চাই।

এবার ম্যানেজার যেন সম্বিত ফিরে পেলেন। বললেন, এক মিলিয়ন ডলার! তার কণ্ঠে শুধু বিস্ময় বা উত্তেজনা ছিলো না। খানিকটা নিরাশার স্বরও ফুটে উঠেছিল।

: ছাটস রাইট। আমার ঐ টাকার বড্ডো দরকার। কাল লকার থেকে ঐ টাকা তুলে নেবো।

: ক্যাশ? ব্যাঙ্ক ম্যানেজার আমার মুখের পানে তাকিয়ে বললেন।

: ক্যাশ। আমি খুবই ছোট্ট জবাব দিলুম।

: নো, নো ডার্লিং। ক্যাশ টাকা নেয়া নিরাপদজনক হবে না। আমি তোমাকে এক মিলিয়ন ডলারের একটি ব্যাঙ্ক ড্রাফট দেবো।

: ব্যাঙ্ক ড্রাফট!

: ইয়েস' বলো কোন দেশের ব্যাঙ্কের উপর তুমি এই এক মিলিয়ন ব্যাঙ্ক ড্রাফট নেবে? লণ্ডন, পারী, ব্রাসেলস যে কোনো শহরের যে কোনো ব্যাঙ্কের উপর তুমি এই ব্যাঙ্ক ড্রাফট নিতে পারো।

ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের প্রস্তাব শুনে আমি খানিকটা নিরাশ হয়েছিলুম। কিন্তু আপত্তি করতে পারলুম না। কারণ যে কোনো উপায়ে আমি এই টাকা ব্যাঙ্ক থেকে বের করতে চাইছিলুম।

: ও, কে.। ব্যাঙ্ক ড্রাফট নেবো। ব্রাসেলসের যে কোনো ব্যাঙ্কের উপর তুমি এই ব্যাঙ্ক ড্রাফট দিতে পারো।

: কিন্তু আমাদের বিজনেসের কী হবে? ম্যানেজার নাছোড়বান্দা। সহজে ছাড়বার পাত্র নন। তিনি আবার পুরনো কাসুন্দী ঘাটতে শুরু করলেন।

আমি ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের মনে কোনো সন্দেহ সৃষ্টি করতে চাইছিলুম না। বললুম, নিশ্চয় নিশ্চয়। কী বিজনেসের কথা বলছিলে?

ব্যাঙ্ক ম্যানেজার একটু নিরাশ হয়ে বললেন, লণ্ডনের ডগ রেস। এই রেসে ভালো টাকা রোজগার করা যায়।

: বেশ, আমি ব্রাসেলসে গিয়ে তোমাকে টেলিফোন করবো। তুমি আমার টেলিফোন পাবার পর ব্রাসেলসে চলে আসবে। তারপর আমরা দুজনে ব্রাসেলস থেকে লণ্ডনে যাবো। নো ডার্লিং, তুমি যদি আমার সঙ্গে এখন ব্রাসেলসে আসো তাহলে আমাদের বিপদ হবে। আমি টাকা নিয়ে তোমার জন্যে

ব্রাসেলসে প্রতীক্ষা করবো। ব্রাসেলস থেকে আমরা লণ্ডনে যাবো। ম্যানেজার আর আপত্তি করেন নি। আজ আমার নামে ব্রাসেলস ব্যাঙ্কের উপর এক মিলিয়ন ডলারের একটি ব্যাঙ্ক ড্রাফট দিয়েছেন। তাই বললুম, সাকসেস, ইয়েস এবং নো।

: ব্রাসেলস ব্যাঙ্ক? আমার এই ব্যাঙ্কের নাম শুনে সমীরের কথা মনে হলো। সমীর ব্রাসেলস ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের সঙ্গে ঝগড়া করেছে। এখন যদি পুষিক্যাটকে এক মিলিয়ন ডলারের ব্যাঙ্ক ড্রাফট নিয়ে আবার তার শরণাপন্ন হতে হয় তাহলে ম্যানেজার নিশ্চয় সন্দেহ করবেন যে আমরা ব্যাঙ্ক থেকে টাকা লুট করে নেবার এক বিরাট ষড়যন্ত্র করেছি। কিন্তু আমাদের আর অন্য কোনো উপায় ছিলো না। পুষিক্যাট তার ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে আমাকে এক মিলিয়ন ডলারের ব্যাঙ্ক ড্রাফট দেখালো।

যদিও ক্যাশ টাকা না পেয়ে নিরাশ হয়েছিলুম—তবু ব্যাঙ্ক ড্রাফট দেখে আমার মন আনন্দে নেচে উঠলো। যাক্, টাকাটা খোয়া যায় নি।

আমাদের প্ল্যানের কিছুটা অদল-বদল করতে হলো।

জনিকে টেলিফোন করে বললুম, আমরা টাকা নিয়ে ব্রাসেলসে আসছি। সমীরকে খবর পাঠালুম যে আমারা ছয় ঘণ্টার মধ্যে ব্রাসেলস শহরে এসে পৌছবো।

জুরিখ সুইটজারল্যাণ্ড থেকে বেরুনো নিয়ে আর এক ঝামেলা হলো। কারণ পুষিক্যাট মাদাম সোনিয়ার পাশপোর্ট ব্যবহার করে ব্রাসেলস শহর দিয়ে সুইটজারল্যাণ্ডে ঢুকেছিলো। তাই আমাদের ঐ পথ দিয়ে বেরুতে হবে। আর ঐ পথ দিয়ে যাওয়া মানে আমাদের ফ্রান্সের বুকের উপর দিয়ে মেতজ শহর পার হয়ে লাক্সেমবুর্গ দিয়ে ব্রাসেলসে যেতে হবে। আমরা সমীরকে বলেছিলুম যে ছয় ঘণ্টার মধ্যে ব্রাসেলসে পৌছবো কিন্তু যে পথ দিয়ে আমরা রওনা হয়েছিলুম, সে পথ হলো প্রায় দশ বারো ঘণ্টার পথ। এ ছাড়া এই পথ দিয়ে যাবার সময় প্রতি পদে-পদে কাস্টমসের বেড়াজাল পার হতে হবে। এই পথ দিয়ে যাবার অনেক বিপদ ছিলো কিন্তু এছাড়া অন্য কোনো উপায় ছিলো না। ব্রাসেলসের কাস্টমসের প্রান্তে এসে আর এক বিপদ হলো। পুষিক্যাট আমার কাছে এসে বললো, গৌতম ডার্লিং, তোমার মনে আছে প্রথমবার যখন সুইটজারল্যাণ্ড শহরে ঢুকেছিলুম তখন ইমিগ্রেশনের যে লোকটি আমাকে জেরাবন্দী করেছিলো সেই লোকটি ঐ কাস্টমস অফিসে দাঁড়িয়ে আছে। সর্বনাশ!

পুষিক্যাটের কথা শুনে আমি চিন্তিত হলুম। কারণ প্রথমবার পুষিক্যাট

তার নিজের নাম এবং পাশপোর্ট ব্যবহার করে শহরে ঢুকেছিলো। এখন যদি ঐ লোকটি দেখতে পায় যে পুষিক্যাট মাদাম সোনিয়ার পাশপোর্ট ব্যবহার করে সুইটজারল্যাণ্ড শহরে ঢুকেছে তাহলে বিপদ হতে পারে। কী করবো?

চিন্তা করবার সময় ছিলো না। খানিকটা বিপদের ঝক্কি নিতে হবে বৈকি? আর এই বিপদের হাত থেকে পুষিক্যাটই আমাদের উদ্ধার করলো।

ইমিগ্রেশনের কর্তা পুষিক্যাটকে দেখে দৌড়ে ছুটে এলেন।

: হ্যালো মিস—বেশ মিষ্টি গলায় ভদ্রলোক পুষিক্যাটের সঙ্গে আলাপ জমাবার চেষ্টা করলেন।

সুন্দরী মেয়েদের ঐ তো মস্তো বড়ো সুবিধে। ওদের দেখলে পুরুষের দল ভোমরার মতো মধু খাবার লোভে ওদের চারপাশে ঘোরেন। পুষিক্যাট অবশ্যি ভদ্রলোককে আমল দিলো না। শুধু মিহিস্বরে ছোট্ট একটি জবাব দিলো, স্যার আপনি নিশ্চয় ভুল করেছেন।

: ভুল! ভদ্রলোক একটুও ঘাবড়ালেন না বরং বেশ দৃঢ় গলায় বললেন, না না, আমি কোনো ভুল করিনি। এই তো দিন সাতেক আগে আমি ফ্রাইবুর্গ ইমিগ্রেশন অফিসে আপনার পাশপোর্ট দেখেছিলুম। আপনি তো মিস পুষিক্যাট।

: না, আমার নাম হলো মাদাম সোনিয়া, ইনি হলে আমার হাজবেণ্ড।

পুষিক্যাট এই বলে আমার মুখের দিকে তাকালো। আমি লিলির মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলুম যে তার মুখে বিরক্তির চিহ্ন ফুটে উঠেছে। কারণ ইমিগ্রেশনের ঐ ভদ্রলোকের মতো লিলিও পুষিক্যাটের এই জবাবে খুশী হয়নি। আমি পুষিক্যাটের হাজবেণ্ড নই। কিন্তু আজ বিপদের সময় আমাকে পুষিক্যাটের হাজবেণ্ডের রোলে অভিনয় করতে হবে বৈকি? আমি পুষিক্যাটের মুখের পানে তাকিয়ে মৃদু হাসলুম। এমন ভাব করলুম যে আমি সত্যিই পুষিক্যাটের হাজবেণ্ড!

: ইমপসিবল? আপনিই পুষিক্যাট। আপনার মতো সুন্দরীর মুখ কী আমি সহজে ভুলতে পারি!

: তাহলে আপনি নিশ্চয় আমার যমজ বোনকে দেখে থাকবেন। হ্যাঁ তার নাম তো পুষিক্যাট। হুবহু আমার মতোই দেখতে। একট্রেস।

ইমিগ্রেশন অফিসার দমলেন না। আবার বেশ জোর গলায় বললেন, না আমি কোনো ভুল করিনি। আপনাকেই আমি সাতদিন আগে ফ্রাইবুর্গ অঞ্চলে দেখেছি, এমনকি গলার স্বরও আপনার মতো······

ঠিক বলেছেন। আমার বোন শুধু আমার মতো দেখতে নয়—এমন কী

তার গলার স্বরও আমার মতো। শুধু তাই নয়। এমন কী স্বভাব চরিত্রও আমার মতো।

তারপর গলার স্বর একটু নীচু করে পুষিক্যাট বললো, অবশ্যি আমি বিবাহিত অর্থাৎ আমি হলুম মাদাম। কিন্তু আমার বোন অবিবাহিত অর্থাৎ মিস। সরি......

পুষিক্যাট এতো সহজ কণ্ঠে এই কথাগুলো বললো যে ইমিগ্রেশন অফিসার আর কোনো প্রতিবাদ করবার সুযোগ বা অবকাশ পেলেন না। কিন্তু তার চোখ মুখের চাউনি দেখে আমি বুঝতে পারলুম যে উনি পুষিক্যাটকে একেবারেই বিশ্বাস করেন নি। কিন্তু উ াায় কী...

সুইটজারল্যাণ্ডের কাস্টমসকে অতিক্রম করে আমরা ব্রাসেলসের পানে রওনা দিলুম।

অনেকটা পথ। আমরা ঠিক করলুম যে পালা করে গাড়ী চালাবো। আবহাওয়া বেশ খারাপ ছিলো। গুড়ি গুড়ি বরফ পড়ছিলো। রাস্তা বেশ পিছল হয়েছিলো। কাজেই খুব জোরে গাড়ী চালাতে পারলুম না। আমরা যখন ব্রাসেলসের প্যালেস হোটেলে এসে পৌছলুম তখন রাত প্রায় দশটা।

হোটেলের ঘরে ঢুকেই আমি সমীরকে টেলিফোন করলুম। তাই টেলিফোনে সমীর যখন শুনতে পেলো যে আমরা সবাই ব্রাসেলসে ফিরে এসেছি এবং জনিও ব্রাসেলসের হোটেলের মেট্রোপলে আমাদের জন্যে প্রতীক্ষা করছে তখন সে বিস্মিত এবং হতবাক হলো।

: ডিয়ার গৌতম, আমি তোমাকে জুরিখে দুবার টেলিফোন করেছিলুম। কিন্তু তোমার হোটেলের ম্যানেজার বললো যে তুমি হোটেল ছেড়ে চলে গেছ। কোথায় কেউ বলতে পারলো না। তোমার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে না পেরে আমি চিন্তিত হয়েছিলুম। কী ব্যাপার? হঠাৎ তুমি ব্রাসেলসে চলে এলে কেন?

আমি এবার পুষিক্যাট এবং তার ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের কথা এবং আমি যে এক মিলিয়ন ডলারের একটি ব্যাঙ্ক ড্রাফট নিয়ে ব্রাসেলসে এসেছি এসব কথা সমীরকে খুলে বললুম।

সমীর আমার কথা শুনে বিস্মিত হলো। বললো. তোমার এই ব্যাঙ্ক ড্রাফট ক্যাশ করবার জন্যে একটু চিন্তা করতে হবে না। ব্রাসেলস ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের সঙ্গে আমার বেশ খাতির হয়েছে। তোমার কথানুযায়ী আমি গতরাত্রে ম্যানেজারকে এক নাইট ক্লাবে নিয়ে·গিয়েছিলুম। আর ঐ নাইট ক্লাবের প্রধান আকর্ষণ কে ছিলো জানো?

কে ? আমি জিজ্ঞেস করলুম।

সমীর আমার জবাব শুনে বেশ একটু নিরাশ হলো। তার কণ্ঠস্বরে নৈরাশ্যের চিহ্ন ফুটে উঠলো। আলবেলা ?— সমীর নির্লিপ্ত কণ্ঠে জবাব দিলো।

: আলবেলা ? আমি প্রায় চিৎকার করে বললুম। আমার উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনে পুষিক্যাট এবং লিলি অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকালো। কী ব্যাপার ? আমি কী পাগল হয়ে গেছি। নইলে অমন চীৎকার করছি কেন ?

: ভয় পেও না গৌতম। যেই ব্যাঙ্ক ম্যানেজার দেখতে পেলো যে আমি হলুম আলবেলার বন্ধু অমনি ব্যাঙ্ক ম্যানেজার কী বললেন জানো ?

: কী ?

: বললেন মিষ্টার সমীর, আপনি কাল সকালে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে নিয়ে যাবেন।

আমি সমীরের কথা শুনে নিশ্চিন্ত বোধ করলুম। তাহলে সমীর নিশ্চয় টাকা পেয়েছে ? বললুম, তাহলে তুমি টাকা পেয়েছ ?

: না।

: না···আমি আবার চীৎকার করে উঠলুম। এবার আমার গলার কণ্ঠস্বর ঘরকে ছাপিয়ে বাইরে গেলো।

পুষিক্যাট আমার কাছে এসে বললো, গৌতম, ডার্লিং আস্তে আস্তে কথা বলো। বাইরের রুম বেয়ারা যদি আমাদের কথাবার্তা শুনতে পায় তাহলে আমাদের বিপদ হবে।

: আহা গৌতম তুমি অতো উত্তেজিত হচ্ছো কেন ? আমি ক্যাশ টাকা পাইনি বটে তবে চেক পেয়েছি।

: চেক ! আমি আবার বিস্ময় প্রকাশ করলুম।

: হাঁা, আজ সকালে যেই ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলতে গেলুম অমনি ম্যানেজার আমাকে তার ঘরে ডেকে নিয়ে বললেন, মিষ্টার সমীর, তিন মিলিয়ন ডলার ক্যাশ টাকা আমাদের তহবিলে নেই। আমরা আপনাকে এই টাকার একটি চেক সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের উপর দিচ্ছি, আপনি সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের কাছ থেকে এই চেক ক্যাশ করে নিন। হাঁা গৌতম, আমার পকেটে এখনও তিন মিলিয়ন ডলারের চেক আছে। ক্যাশ বেয়ারার চেক। তাই নিয়ে আমি রুম থেকে বেরুতে পারছিনে।

এবার গলা নীচু করে করে বললুম, সমীর তুমি এক্ষুণি এসে প্যালেস হোটেল ক্যাফেটোরিয়াতে আমার সঙ্গে দেখা করো।

এরপর আমি জনিকে মেট্রোপল হোটেলে টেলিফোন করলুম।

প্রথমে জনিকে খুঁজে বার করতে আমার বেশ একটু কষ্ট হয়েছিলো। কিন্তু অনেক তল্লাসী করবার পর জানতে পেলুম যে জনি বারে বসে মদ গিলছে।

টেলিফোনে আমার কণ্ঠস্বর শুনে জনি বেশ উত্তেজিত হলো। আমি যে ব্রাসেলসে এসেছি জনি এ কথা একেবারে ভাবতেই পারেনি।

: ডিয়ার গৌতম তুমি ব্রাসেলসে? আমি তো ঠিক করেছিলুম কাল জুরিখে তোমাকে টেলিফোন করবো।

: টাকা?—আমি বেশ গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করলুম। বেশী কথা বলে আমি সময় নষ্ট করতে চাইনে।

: টাকা!

তারপর জনি গলার স্বর বেশ নীচু করে বললো, ভয় পেও না গৌতম, টাকা আমার হোটেলের লকারে আটকে রেখেছি।

: ডায়মণ্ড কেনোনি কেন? এবার আমি ধমকের সুরেই জিজ্ঞেস করলুম।

: শোনো গৌতম, তোমাকে একটি মজার কথা বলবো।—জনির কণ্ঠস্বরে মদের নেশা জড়িয়ে ছিলো।

: মজার কথা? ক্রমে আমার মেজাজ বেশ তিরিক্ষে হলো।

: হ্যাঁ। মার্গারেটকে তোমার মনে আছে?

: মার্গারেট!

: হ্যাঁ। আমাদের পার্টনার স্বামী প্রকাশানন্দের বন্ধু।

: তোমার এই ডায়মণ্ড কেনার সঙ্গে মার্গারেটের কী সম্পর্ক?

: মার্গারেট আজ সকালে এসে বললো, প্রকাশ টাকা ডবল করবার এক নতুন পদ্ধতি খুঁজে পেয়েছে। বলছে আমি যে নোট পেয়েছি সেই নোটগুলোকে নিয়ে সে পুজো করবে। এক ঘণ্টা পুজো করবার পর এই টাকা ডবল হবে। অর্থাৎ এক মিলিয়ন ডলার দুই মিলিয়ন ডলার হবে, দুই মিলিয়ন ডলার চার মিলিয়ন, চার মিলিমন ডলার আট মিলিয়ন······

জনির বাকী কথা শেষ হবার আগে আমি আবার উত্তেজিত গলায় বললুম, খবরদার জনি, ঐ ভণ্ড বুজরুগ প্রকাশের কথায় একটুও বিশ্বাস কোরো না।

: আমি বিশ্বাস করিনি। কিন্তু আমি ভাবছিলুম, অল্প কিছু টাকা নিয়ে প্রকাশের কাছে এই টাকা ডবল করবার একটু চেষ্টা করলে হয় না?

: নট এ পেনী—আমি আবার জোর গলায় বললুম। শোনো জনি, আমি এক্ষুণি প্যালেস হোটেলের কাফেটোরিয়াতে সমীরের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। তুমিও এসো।

: অউরাইট গৌতম .....

প্যালেস হোটেলের কাফেটোরিয়াতে আমাকে বেশীক্ষণ প্রতীক্ষা করতে হলো না। প্রথমে সমীর এলো তারপর জনি। পুষিক্যাট এবং লিলি ঘরে ঘুমোচ্ছিলো। দুজনেই বললো সারাটা রাস্তা ভ্রমণ করে তারা ক্লান্ত হয়েছে। তাই আমি একাই এসে কাফেটোরিয়াতে বসলুম।

এক পেয়ালা ব্ল্যাক কফি নিয়ে বসলুম। এমনি সময় সমীর এসে উপস্থিত হলো। বললো, গৌতম তোমাকে যে ব্রাসেলসে দেখতে পাবো কখনই আশা করিনি।

: এখন তো দেখতে পাচ্ছো। আমি বেশ রুক্ষস্বরে জবাব দিলুম। এবার বলো, ব্যাঙ্ক ম্যানেজার তোমাকে যে চেক দিয়েছে সেই চেক কবে ক্যাশ করা যাবে? আই ওয়াণ্ট মানি। কারণ এই টাকা দিয়ে আমাকে সোনা কিনতে হবে। জুরিখে ক্যুরিয়াররা এই সোনা হংকংয়ে স্মাগল করে নিয়ে যাবার জন্যে রেডি হয়ে আছে।

সমীর বললো, বললুম তো আমি সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের উপর একটা তিন মিলিয়ন ডলারের চেক পেয়েছি। কাল সকালে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের দরজা খুলবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ চেক ক্যাশ করে নেবো।

: গুড। শোনো কাল সকালে ঐ টাকা পাবার পর আমরা ব্যাঙ্ক থেকে সোনা কিনবো। শুধু তাই নয়। জনির টাকা দিয়ে আমরা এ্যাণ্টওয়ার্প থেকে ডায়মণ্ড কিনবো। আর পুষির টাকা দিয়ে সোনা কিনবো। আর তুমি এই সোনা এবং ডায়মণ্ড নিয়ে জুরিখে যাবে এবং ক্যুরিয়ারের হাতে তুলে দেবে।

: আমি একা যাবো? সমীর তার মনের কৌতূহল প্রকাশ করলো।

: না, জনিও তোমার সঙ্গে যাবে। জনি তোমাকে গাড়ীতে করে জর্মানীর অটোবান দিয়ে ফ্রাইবুর্গ নিয়ে যাবে। হ্যাঁ ফ্রাইবুর্গের কাস্টমসের সীমান্ত পার হবার পর জনি চলে আসবে। তুমি আমাদের মাল নিয়ে জুরিখ শহরে যাবে। আমাদের তিনজন ক্যুরিয়ার এই সোনা এবং ডায়মণ্ড পাবার জন্যে হোটেলে অপেক্ষা করছে। তুমি ওদের হাতে ঐ মাল তুলে দেবার পর সোজা ব্রাসেলসে চলে আসবে। নো হোটেল বুকিং প্লিজ। তুমি হোটেলে থাকলে জুরিখের পুলিশ তোমার খবর পাবে। না, জুরিখের পুলিশকে ফাঁকি দিতে হবে। তাই বলছিলুম নো হোটেল বুকিং।

সমীর মাথা নেড়ে জানালো যে আমার কথা সে বুঝতে পেরেছে। আমার নির্দেশানুযায়ী সে কাজ করবে।

একটু বাদে জনি এলো।

আমাকে জড়িয়ে ধরে জনি বললো, ডিয়ার গৌতম তোমাকে যে ব্রাসেলসে দেখতে পাবো কখনই কল্পনা করিনি। আজ সকাল থেকে তোমাকে জুরিখে টেলিফোন করবার চেষ্টা করছিলুম।

: কেন ?

: প্রকাশের এই টাকা ডবল করবার আইডিয়াটি ব্রিলিয়াণ্ট! সত্যি গৌতম……

জনির কথা শুনে আমি প্রায় আর্তনাদ করে উঠলুম, বললুম, তুমি প্রকাশের বুজরুগীতে বিশ্বাস করো ? আরে এ হলো টাকা চুরি করবার ফন্দী। না জনি, প্রকাশ আমাদের ভাওতা দিয়ে টাকা চুরি করবার প্ল্যান আঁটছে। তুমি ওকে কোনো টাকা দিয়ে বসনি তো ?

জনি আমার কথা শুনে হাসলো। বললো, তুমি পাগল হয়েছ। আমি কখনও কাউকে কোনো ক্যাশ টাকা দেবো ক্ষেপেছ নাকি ? তবে ভাবছিলুম প্রকাশের এই টাকা ডবল করবার প্ল্যানটি অতি চমৎকার। এই প্ল্যান চালু করলে হয় না ?

: মানে ? আমি উৎসুক হয়ে জনিকে জিজ্ঞেস করলুম।

: মানে আর কিছুই নয়। আজকাল দুনিয়ার সবাই অতি সহজ উপায়ে বিনা পরিশ্রমে টাকা রোজগার করতে চায়। তাই প্রকাশ টাকা ডবল করবার এক অভিনব পন্থা আবিষ্কার করেছে। দি আইডিয়াল প্ল্যান।

: তুমি প্রকাশের এই বুজরুগীতে বিশ্বাস করো ? আমি জিজ্ঞেস করলুম।

: পাগল হয়েছ! আমি বিশ্বাস করিনে। কিন্তু আমি জানি যে আমাদের ভণ্ড ধার্মিক স্বামী প্রকাশানন্দ এই টাকা ডবল করবার ভাওতা দিয়ে লোকের কাছ থেকে দু' পয়সা রোজগার করছে। গৌতম, তুমি প্রকাশের এই প্ল্যানটি একেবারেই বুঝতে পারোনি। এই আইডিয়া আর কিছুই নয়। শুধু টাকা ডবল করবার লোভ দেখিয়ে আসল ক্যাপিটাল নিয়ে সটকে পড়া।

এবার প্রকাশের এই টাকা ডবল করবার পন্থাটি আমার কাছে পরিষ্কার হলো। বুঝতে পারলুম প্রকাশ টাকা রোজগার করবার জন্যে কী করছে। স্বামী প্রকাশানন্দ গেরুয়া বসন পরে ধ্যানে বসে এবং তার ফিল্ম এ্যাকট্রেস শিষ্যা মার্গারেট সবাইকে বলে যে স্বামী প্রকাশনন্দ ধ্যানে বসে টাকা দ্বিগুণ করবে। অর্থাৎ এক পাউণ্ডের নোটকে দুই পাউণ্ড করবে। আর যেই স্বামীজি ধ্যানে বসলো অমনি ঘরের দরজা বন্ধ করে দেয়া হলো। প্রকাশ এবং তার বান্ধবী পেছনের দরজা দিয়ে সটকে পড়লো। ব্যস তারপর তাদের নাগাল পায় কে ?

পুলিশে যাবার উপায় নেই। কারণ যিনি টাকা ডবল করতে দিয়েছেন তিনি তো আর প্রকাশ্যে সবার কাছে নিজের মূর্খামি জাহির করতে পারেন না।

ভেবে চিন্তে দেখলুম যে প্রকাশের এই টাকা ডবল করবার প্ল্যানটি চমৎকার। কিন্তু এর মধ্যে বিপদের গন্ধ আছে। কারণ একবার না একবার পুলিশ এই জোচ্চুরীর খবর পাবেই।

তাই আমি জনির কথায় প্রতিবাদ করে বললুম, না জনি, আমরা কোনো বিপদের ঝুঁকি নিতে চাইনে। আমরা বেশ মোটা টাকা ব্যাঙ্ক থেকে লুট করেছি। ব্যাঙ্কের কর্তারা আমাদের কার্যকলাপের হদিস পাবার আগেই সটকে পড়তে হবে। মনে রেখো আমাদের হাতে আর সময় নেই। নিদেন পক্ষে আর তিনদিন……

সমীর আমার কথায় বাধা দিয়ে বললো, আরো কম। ব্রাসেলস ব্যাঙ্কের ম্যানেজার এখনও আলবেলার দেহ সৌন্দর্যে মশগুল আছেন। দু' একদিনের মধ্যে তার এই নেশা কেটে যাবে। আর শুধু তাই নয়, ইতিমধ্যে ন্যুইয়র্কের ব্যাঙ্ক নিশ্চয় খবর পাঠাবে যে কন্টিনেন্টাল ব্যাঙ্কের এ্যাকাউন্টে কোনো টাকা নেই……

জনি বললো, আমি আলবেলাকে একেবারেই বিশ্বাস করিনে। তোমার মনে আছে গৌতম, কতোবার আলবেলা মদের নেশায় বলেছে আমরা গোল্ড স্মাগল করছি। এবারও হয়তো ঐ ম্যানেজারের গালে চুমু খেতে খেতে বলবে যে, ডার্লিং তোমার ঐ সমীর ক্লায়েন্টটি একেবারে জোচ্চোর। তোমাকে এবং তোমার ব্যাঙ্কের কর্তাদের ধাপ্পা দিয়ে ঐ টাকা লুটে নিচ্ছে। তখন কী হবে বলতে পারো?

জনির এই কথা শুনে আমি চিন্তিত হলুম। ব্যাঙ্কের কর্তাদের মনে কোনো সন্দেহ জাগবার আগেই আমরা বিভিন্ন জায়গায় সরে পড়তে চাই।

আমি এবার গম্ভীর সুরে বললুম, জনি তোমার কথায় যুক্ত আছে। সমীর কাল সোনা এবং ডায়মণ্ড নিয়ে জুরিখে যাবে। পুষিক্যাট কাল ভোরেই চেক ক্যাশ করবে। ঐ টাকা দিয়ে আমরা ব্যাঙ্ক থেকে সোনা কিনবো!

আমি সময় নষ্ট করতে চাইনে।

সবাই আমার প্ল্যানকে সমর্থন করলো। সময় নষ্ট করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। কারণ আমাদের কাজের প্রতি মুহূর্তে বিপদের আশংকা আছে।

পরের দিন আমি লিটলজনের কাছ থেকে একটি সাঙ্কেতিক টেলিগ্রাম পেলুম। লিটলজন লিখছে—বিজনেস ডিল কমপ্লিট.।

বুঝতে পারলুম আমরা কন্টিনেন্টাল ব্যাঙ্কের বিভিন্ন ব্রাঞ্চের কোড ব্যবহার করে মোট ছয় মিলিয়ন ডলার লুটে নিয়েছি।

এবার লোভ সামলানো দরকার। নইলে পুলিশ আমাদের পেছু নিতে পারে।

আমি জনিকে টেলিফোন করলুম। বললুম, পথ পরিষ্কার। আজ বিকেলের আগেই আমাদের সব কাজ শেষ করতে হবে।

আমি সারাদিনের কাজের একটি রুটিন বানালুম।

ভোর দশটায় সমীর ব্যাঙ্ক থেকে চেক ক্যাশ করবে। পুষিক্যাটও তার চেক ক্যাশ করে নেবে।

এগারোটায় সমীর ব্যাঙ্ক থেকে সোনা কিনবে।

আমি এবং জনি এ্যান্টওয়ার্পের বাজার থেকে ডায়মণ্ড কিনবো, তারপরে আমি পুষিক্যাটের টাকা দিয়ে সোনা কিনবো।

বারোটায় সমীর এবং জনি গাড়ি করে জুরিখের দিকে রওনা দেবে।

আমি পুষিক্যাটকে তার প্রাপ্য টাকা দেবো।

বিকেলবেলা আমাদের হাতে কোনো কাজ নেই।

হয়তো রাতটা একটা নাইট ক্লাবে কাটানো যাবে।

পরের দিন ভোর ছ'টার ফ্লাইটে আমি হংকংয়ে সোনা নিয়ে যাবো।

লিলি এবং পুষিক্যাট লণ্ডনে ফিরে যাবে। কোনো মেয়েকে আমি যাত্রার সঙ্গী করতে চাইনে।

শাস্ত্রে লেখা আছে পথে নারী বিবর্জিতা।

আমি একটা কাগজে কাজের রুটিন লিখে রাখলুম।

ভোরবেলায় আমি সবাইকে কাজের নির্দেশ দিলুম।

ঠিক হলো পৌনে বারোটার সময় আমরা সবাই ব্রাসেলস ব্যাঙ্কের দরজার কাছে একত্র হবো। ইতিমধ্যে পুষিক্যাট তার এক মিলিয়ন ডলার চেক ক্যাশ করবে। বলা বাহুল্য এই চেক ক্যাশ করবার জন্যে পুষিক্যাট আবার মাদাম সোনিয়া নাম ব্যবহার করবে। কারণ জুরিখ ব্যাঙ্কে ঐ নামে পুষিক্যাটকে চেক ইস্যু করা হয়েছিলো। এগারোটার সময় আমি এবং জনি এ্যান্টওয়ার্পে গেলুম। সেখানে মোট দুই মিলিয়ন ডলারের ভালো ক্যারাটের ডায়মণ্ড কিনলুম। আমরা এতো টাকার ডায়মণ্ড কিনছি দেখে দোকানী বেশ অবাক হলো।

প্রায় সাড়ে এগারোটার সময় আমরা ব্রাসেলসে ফিরে এলুম।

ব্রাসেলসে ব্যাঙ্কে ঢুকবার আগে আমি এবং জনি একটি বারে বসে দু-এক বোতল

বিয়ার গিললুম। সত্যি কথা বলতে কী যতোই আমাদের কাজ বিনা বাধায় এগিয়ে যাচ্ছিলো আমরা ততোই উত্তেজিত হচ্ছিলুম।

পৌনে বারোটার সময় আমরা দুজনে ব্রাসেলস ব্যাঙ্কের ভেতর ঢুকলুম।

আজ ব্যাঙ্কের ভেতর বেশী ভীড় ছিলো না। মস্তোবড়ো হলঘর। আমরা গিয়ে হলঘরের এক কোণে বসলুম। কোথায় পুষিক্যাট? আমরা দুজনে ব্যাঙ্কের ভেতরটা খুব ভালো করে দেখলুম। পুষিক্যাট নেই।

তাহলে কী পুষিক্যাট এক মিলিয়ন ডলার নিয়ে সটকে পড়েছে? কিন্তু এই এক মিলিয়ন ডলারের চেক ক্যাশ করতে পুষিক্যাট তো একা আসেনি। লিলিও তো তার সঙ্গে এসেছিলো, ওরা দুজনে তবে কোথায় গেলো!

আমি আবার ব্যাঙ্কের হলঘরের ভেতরটা ভালো করে দেখলুম। পুষিক্যাট কিংবা লিলি কোথাও নেই। আমাব চিন্তা বাডালো। প্রতি মুহূর্তে ব্যাঙ্কের ভেতর লোকজন আসছে যাচ্ছে···। আমি এবং জনি স্থবিরের মতো ব্যাঙ্কেব একটি ছোট টেবিলে বসে আছি।

সমীর কোথায়?

ঠিক ছিলো পৌনে বাবোটার সময় সমীর এসে আমাদের সঙ্গে ব্যাঙ্কের দরজার কাছে দেখা করবে।

সমীরকে দেখছিনে কেন? আমি এবং জনি উঠে দাঁডালুম।

আমরা দুজনেই বেশ একটু অস্থির বোধ করতে লাগলুম। মনে হলো কোথায় যেন কী একটা ঘটেছে!

হঠাৎ এক ভদ্রলোক আমার দিকে এগিয়ে এলেন। জিজ্ঞেস করলেন কাউকে চাই?

: না, না, আমাদের এক বন্ধু ক্যাশে টাকা জমা দিচ্ছেন।

: ক্যাশ টাকা জমা দিচ্ছেন। কোথায়? ব্যাঙ্কের এই ভদ্রলোক জানবার আগ্রহ প্রকাশ করলেন।

: আমি একবার ক্যাশ কাউন্টারের দিকে তাকালুম।

হঠাৎ কে যেন পেছন থেকে ডাকলো।

: জনি······

অপরিচিত মেয়েলি কণ্ঠস্বর। আমি এবং জনি সঙ্গে সঙ্গে তাকালুম।

: গৌতম ডিয়ার···

আমি তাকিয়ে দেখলুম আলবেলা এবং মার্গারেট আমাদের দিকেই দ্রুত এগিয়ে আসছে। আর তার পেছনে আছে প্রকাশ······

আর······

আর এক ঝাঁক পুলিশ।

বুঝতে অসুবিধে হলো না এরা কী চায়! কাকে চায়?

গৌতম জাভেরীকে?

হঠাৎ পেছন থেকে এক পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলুম।

: গৌতম?

তাকিয়ে দেখলুম প্রকাশ। পুলিশের সঙ্গে প্রকাশ দাঁড়িয়ে আছে।

বেশ বুঝতে পারলুম প্রকাশ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

তাই আজ আমরা সবাই ধরা পড়েছি।

এই গোল্ডস্মাগলিং কাহিনীর একটু গৌরচন্দ্রিকা আছে। সে কাহিনী এবারে বলি।

ব্রাসেলসে আমাদের সবাইকে গ্রেপ্তার করবার পর ইণ্টারপোল লিটলজন এবং ববকে গ্রেপ্তার করলো।

কুনলুন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি। তাই ইণ্টারপোল তার গায়ে হাত দিতে পারলো না। আমাদের গ্রেপ্তার করবার সাহায্য করে কুনলুন পুলিশের কাছ থেকে বাহবা কিনলো।

কেন ধরা পড়লুম এবার সেই রহস্য উদ্ঘাটন করতে হবে।

বলা বাহুল্য আমাদের এই গ্রেপ্তারের পেছনে ছিলো আমেরিকার সিক্রেট সার্ভিস সেণ্ট্রাল ইনটেলিজেন্স এজেন্সী। বাজারে যার নাম হলো: সি-আই-এ।

সি-আই-এ কেন আমাদের পেছনে লাগলো এবার সেই কাহিনী বলতে হবে।

আমরা হংকংয়ে সোনা স্মাগল করছিলুম, সেই সোনা কম্যুনিস্ট নর্থ ভিয়েতনামের কর্তারা ব্যবহার করছিলেন। অর্থাৎ আমাদের কাছ থেকে সোনা কিনে, সেই সোনা দিয়ে নর্থ ভিয়েতনামের জন্যে অস্ত্র-হাতিয়ার কিনেছিলেন। আমাদের এই গোল্ড স্মাগলিংয়ের খবর সি-আই-এর কর্তারা পেলেন এবং বিশেষ বিচলিত হলেন। কিন্তু গোল্ড স্মাগলারদের ধরা সহজ কাজ নয়। আজ অবধি কোনো কাস্টমসই গোল্ড স্মাগলারদের দলবলসহ ধরতে পারেনি। তাই আমাদের গ্রেপ্তার করার জন্যে এক বিরাট চক্রান্ত করলেন। কারণ তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে আমাদের যদি এই স্মাগলিংয়ের কাজকর্ম করতে দেয়া হয়, তাহলে নর্থ ভিয়েতনাম সরকার অতি সহজে এবং সস্তা দরে অস্ত্র-হাতিয়ার কিনতে পারবেন। অতএব আমাদের কাজকর্ম বন্ধ করবার জন্যে সি-আই-এ উঠে পড়ে লাগলেন।

এবার সি-আই-এর কর্তারা ঠিক করলেন যে আমাদের লোভ দেখিয়ে জালে

আটকাতে হবে।

অতএব আমাদের ব্যাঙ্কের ক্যাশ লুট করবার লোভ দেখানো হলো।

সি-আই-এর কর্তারা কন্টিনেন্টাল ব্যাঙ্কের সঙ্গে বন্দোবস্ত করলেন যে তাদের ব্যাঙ্কের কোড আমাদের ব্যবহার করতে দেয়া হবে। আমাদের এই কাজ করতে দিয়ে সি-আই-এ এক বিরাট বিপদের ঝুঁকি নিচ্ছিলেন। কারণ কোনো ব্যাঙ্কের কোড বাজারে প্রকাশ করা বিশেষ বিপজ্জনক কাজ। বিশেষ করে কন্টিনেন্টাল ব্যাঙ্কের কর্তারা প্রথমে এই ধরনের কাজ করতে বেশ সংকোচ বোধ করেছিলেন। কিন্তু সি-আই-এ তাদের আশ্বাস দেন যে তাদের ব্যাঙ্কের কোড গোপন রাখা হবে এবং শুধুমাত্র আমাদের গ্রেপ্তার করবার জন্যে এই কোড ব্যবহার করা হবে।

সি-আই-এ এই কোড ব্যবহার করবার এবং আমাদের গ্রেপ্তার করবার জন্যে তাদের এক বিশিষ্ট কর্মচারীকে নিয়োগ করলেন। কর্মচারীর নাম হলো ডানিয়েল।

ডানিয়েলের আসল পরিচয় আমরা জানতুম না। তাই সরল মনে আমরা ডানিয়েলকে আমাদের দলে টেনে নিয়েছিলুম। তখন কি ঘুর্ণাক্ষরে জানতুম যে ডানিয়েল হলো আমেরিকান এজেন্ট এবং আমাদের বিপদে ফেলবার জন্যে জাল পাতছে।

সি-আই-এ আমাদের ধরবার জন্যে আর একজন মেয়ে এজেন্ট ব্যবহার করলো। এই মেয়েটির নাম হলো মিমি।

মিমির সঙ্গে আমার হংকংয়ের হোটেলে সুইমিং পুলের কাছে আলাপ পরিচয় হয়েছিলো।

আমি যে স্মাগলার তার আভাষ মিমিকে দিয়েছিলুম। আমার কার্য-কলাপের একটি বিবরণী মিমি সি-আই-এর কর্তাদের দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, আমার সঙ্গে যে সব সহকর্মীরা এই সোনা স্মাগলিংয়ের কাজ করছিলেন তাদের নামও মিমি সি-আই-একে দিয়েছিলেন।

পরবর্তীকালে আমি চিন্তা করে দেখেছিলুম যে সুন্দরী নারীকে কখনো বিশ্বাস করতে নেই। নারীর সুন্দর মুখ দেখলে আপনি হয় তিলে তিলে দগ্ধ হবেন নতুবা বিপদে পড়বেন।

প্রথমে হংকংয়ের হোটেলের সুইমিং পুলের সামনে মিমিকে দেখে আমি কখনোই ভাবতে পারিনি যে অমন সরল শিশুসুলভ মুখ মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করতে পারে।

আপনারা কেউ যদি গৌতম জাভেরীর পরামর্শ গ্রহণ করেন তাহলে

আপনাদের বলবো নেভার বিলিভ অর ট্রাস্ট এ গার্ল। আমি জানি যে ভগবান পুরুষকে শক্তিশালী ক্ষমতাশালী করেছেন। কিন্তু পুরুষকে কারু দমনে রাখবার জন্যে ভগবান তাদের মনেও একটি দুর্বলতা সৃষ্টি করেছেন। আর সেই দুর্বলতা হলো নারী।

যাক্ আবার ডানিয়েলের কথা বলা হোক।

সি-আই-এর কর্তারা ভেবেচিন্তে দেখলেন আমরা যদি কোনো য়ুরোপের ব্যাঙ্ক থেকে টাকা লুটে নেবার চেষ্টা করি তাহলে ব্যাঙ্কের ক্যাশ ছিনিয়ে নেবার অপরাধে আমাদের দীর্ঘদিনের সাজা হবে। অতএব ডানিয়েল আমাদেব পরামর্শ দিলো যে আমরা য়ুরোপের তিনটি ব্যাঙ্ক থেকে টাকা লুটে নেবো। কারণ য়ুরোপের ব্যাঙ্ক লুট করবার জন্যে বেশ কঠিন শাস্তি দেয়া হয়।

ডানিয়েল যখন সিওল থেকে কন্টিনেন্টাল ব্যাঙ্কের নামে জুরিখ ব্যাঙ্কে টেলেক্স পাঠালো তখন য়ুরোপের সব ব্যাঙ্কই আমাদের কার্যকলাপের খবর পেয়েছিলেন। তাই পুখিক্যাট এবং সমীরকে ক্যাশ টাকা দেননি। শুধু চেকে টাকা পেমেণ্ট করেছিলেন।

জনিকে টাকা দেওয়া হয়েছিলো কিন্তু সেই টাকা দিয়ে আমরা এ্যান্টওযার্পেব বাজার থেকে ডায়মণ্ড কিনেছিলুম। এই ডায়মণ্ড কিনবার সময় আমরা জানতে পারিনি আমরা যেসব ডায়মণ্ড কিনছি আর যে দোকান থেকে ডায়মণ্ড কিনছিলুম সেই দোকানী হলো সি-আই-এর এজেন্ট। পরে বুঝতে পেরেছিলুম যে সি আই-এ হলো এক অক্টোপাস। সমস্ত জাতটা জড়িয়ে ধরে আছে। যেখানেই যাই না কেন—এবং যে কাজেই হাত দিই না কেন সি-আই-এর দেখা পাবোই।

সি-আই-এ এবার প্রকাশ এবং মার্গারেটকে হাত করলো। আমি আগে থেকে সন্দেহ করেছিলুম যে প্রকাশের শিষ্য মার্গারেটের সঙ্গে ইন্টারপোলের যোগাযোগ আছে।

আমার অনুমান ভুল ছিলো না। মার্গারেট আমাদের ধরবার জন্যে ফাঁদ পেতেছিলো। আর আমরা অবলীলায় সেই ফাঁদে পা দিয়েছিলুম।

আমাদের ক্যুরিয়ারদের গ্রেপ্তার করতে বেশীক্ষণ সময় নিলো না। কিন্তু তাদের কাছে আপত্তিজনক কিছু ছিলো না। অতএব পুলিশ তাদের জেলখানায় পুরতে পারলো না।

আমি ছিলুম দলের নেতা। অতএব ব্যাঙ্ক লুট করবার চক্রান্তের অভিযোগে আমার হলো তিন বছরের জেল।

জনি আর লিটলজনের সাজা হলো দুই বছরের জেল।

মেয়েদের ধরা হলো বটে কিন্তু পুলিশ তাদের কাছ থেকে শুধু খবর সংগ্রহ করে ছেড়ে দিলো।

লিলি লণ্ডনে ফিরে গেলো। পরে শুনেছিলুম লিলি লণ্ডন শহরে মারিউনার নেশা করবার জন্যে একটি ক্লাব খুলেছিলো।

পুষিক্যাটের কথা আর নাই বা বললুম।

পুষিক্যাট বেইরুটে ফিরে গেলো। বেইরুটে বারম্যানের সঙ্গে থাকবে। বিয়ে করবে না—তবে স্বামী স্ত্রী হিসাবে থাকবে।

জেলখানায় থাকাকালীন একটা উড়ো খবর পেয়েছিলুম পুষিক্যাট সি-আই-এর এজেন্ট হিসেবে কাজ করছে।

আর আলবেলার কথা শুনতে চান ?

সে আর আর এক কাহিনী।

আর একবার সেই কাহিনী বলা যাবে।

সমাপ্ত